প্রকাশনার ৯৮ বছর

ভালোবাসা সবার তরে
ঘৃণা নয়কো কারো 'পরে
Love for All
Hatred for None

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

The Ahmadi
Fortnightly
Since 1922

নবপর্যায় ৮৩ বর্ষ | ১৭তম সংখ্যা

রেজি. নং-ডি. এ-১২ | ০১ চৈত্র, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ | ০১ শাবান, ১৪৪২ হিজরি | ১৫ আমান ১৪০০ হি. শা | ১৫ মার্চ, ২০২১ ঈসাব্দ

দারুল আমান, কাদিয়ান

সুখবর! সুখবর! সুখবর!

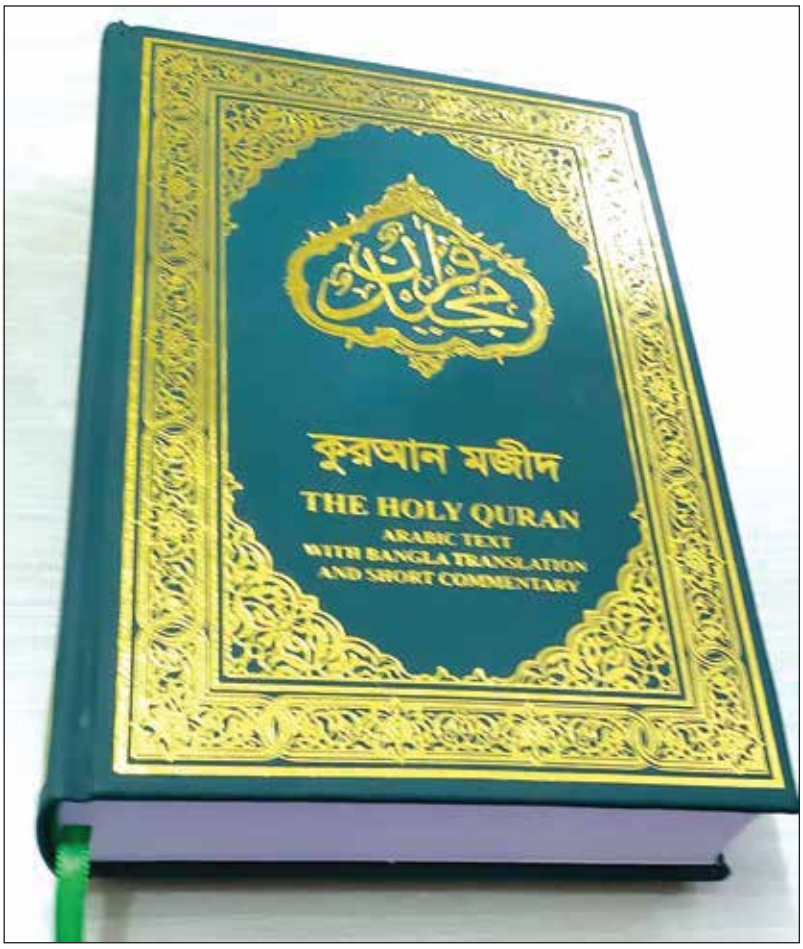

‘পবিত্র কুরআন পুনর্মুদ্রণ করা হয়েছে’

বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যাসহ পবিত্র কুরআন স্পষ্টাক্ষরে এবং সহজে বহনযোগ্য আকারে পুনর্মুদ্রণ করা হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। আগ্রহীগণ আহমদীয়া মুসলিম জামা’তের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরিতে যোগাযোগ করে নিজ নিজ কপি সংগ্রহ করতে পারেন।

এমটিএ-তে সরাসরি হুযূর (আই.)-এর জুমুআর খুতবা শুনুন এবং নিজেকে আধ্যাত্মিকভাবে জীবিত রাখুন

এমটিএ-তে খুতবা প্রচারের সময়সূচি

(১) শুক্রবার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭.০০ সরাসরি সম্প্রচার। পুনঃপ্রচার রাত ১০.২০ মিনিট এবং ভোর-রাত ৪.০০।

(২) শনিবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় সকাল ৮.১০ এবং বিকাল ৫.০০।

(৩) রবিবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭.০০।

(৪) বৃহস্পতিবার একই খুতবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় রাত ৮.০০।

Muslim TV AHMADIYYA International

mta INTERNATIONAL

এমটিএ দেখুন অবক্ষয়মুক্ত থাকুন!

সম্পাদকীয়

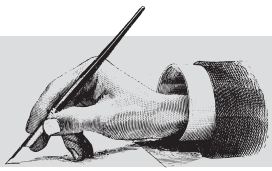

ধর্ম-বিশ্বাস ও ঈমান সংক্রান্ত যাবতীয় দুর্বলতা সংশোধনের জন্য পৃথিবীতে ইমাম মাহদীর আগমন

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী এ যুগের হাকামান আদালান তথা ন্যায় বিচারক হলেন হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী (আ.)। নিজ আগমনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে ১৯০০ সালের ২৩ জুলাই একটি ইশতেহার প্রকাশ করেন যেখানে তিনি (আ.) বলেন: "আমি যথোপযুক্ত সম্মান ও বিনয়সহ মুসলিম ও খ্রিষ্টান উলামা এবং হিন্দু ও আর্য সমাজী পণ্ডিতগণকে এই ইশ্‌তেহার পাঠাচ্ছি এবং জানাচ্ছি যে, নৈতিক চরিত্র, ধর্ম-বিশ্বাস ও ঈমান সংক্রান্ত যাবতীয় দুর্বলতা সংশোধনের জন্য আমি পৃথিবীতে প্রেরিত হয়েছে। আমি এবং হযরত ঈসা (আ.) একই পথের পথিক। এই অর্থেই আমি মসীহে মাওউদ বা প্রতিশ্রুত মসীহ বলে অভিহিত হই। কারণ আমাকে আদেশ দেয়া হয়েছে যে, আমি যেন কেবল অলৌকিক নিদর্শনাবলী ও পবিত্র শিক্ষার সহযোগে পৃথিবীতে সত্যের বিস্তার সাধন করি। আমি ধর্মের জন্য অস্ত্র ধারণ এবং ধর্মের জন্য খোদার বান্দাগণকে হত্যা করার ঘোর বিরোধী। আমার প্রত্যাদিষ্ট হওয়ার উদ্দেশ্য হল, আমি যেন সাধ্যমত মুসলমানদের মাঝ থেকে সকল প্রকার ভ্রান্তি দূর করি এবং পবিত্র চরিত্র, ভাবগাম্ভীর্য, ধৈর্য, ন্যায়পরায়ণতা ও সাধুতার দিকে তাদেরকে আহ্বান করি। সকল মুসলিম, খ্রিষ্টান, হিন্দু ও আর্যদের উদ্দেশ্যে স্পষ্ট করে ঘোষণা দিচ্ছি যে, পৃথিবীতে আমার কোন শত্রু নেই। স্নেহশীল মা নিজ সন্তানকে যেরূপ ভালবাসে- মানবজাতিকে আমি ততোধিক ভালবাসি। আমি কেবল ঐসব ভ্রান্ত বিশ্বাসের বিরোধী, যদ্বারা সত্য মারা পড়ে। মানবের প্রতি সহানুভুতি আমার অবিচ্ছেদ্য কর্তব্য। মিথ্যা, শিরক, অন্যায় অত্যাচার, যাবতীয় কুকর্ম, অবিচার ও অসদাচারের প্রতি ঘৃণা আমার নীতিমূল।

আমার সহানুভুতির আবেগ সৃষ্টির মূল কারণ হল, আমি এক স্বর্ণখনি আবিষ্কার করেছি এবং নানা প্রকার মহামূল্য প্রস্তরখনি সম্বন্ধে অবগত হয়েছি। সৌভাগ্যক্রমে এক অত্যুজ্জ্বল অমূল্য হীরক খনিও আমি লাভ করেছি। তা এত মহামুল্যবান যে, আমি যদি আমার সকল ভাইকে সেই মূল্য বিতরণ করি, তবে প্রত্যেকেই বর্তমান ধনাঢ্য স্বর্ণ ও রৌপ্যপতি অপেক্ষা অধিক বিত্তশালী হয়ে যাবেন। সেই হীরক কী? তা হল, সত্য খোদা। তাঁকে লাভ করা অর্থ তাঁর সম্বন্ধে অবগত হওয়া এবং তাঁর প্রতি প্রকৃত ঈমান আনা, প্রকৃত প্রেমসহ তাঁর সাথে সম্বন্ধ স্থাপন করা এবং প্রকৃত আশীষ তাঁর থেকেই লাভ করা। অতএব এই ধন লাভের পর আমি যদি মানুষকে তা থেকে বঞ্চিত রাখি, তবে তা হবে ভীষণ অন্যায়। যেন তারা ক্ষুধায় প্রাণ ত্যাগ করল আর আমি স্বাচ্ছন্দ ভোগ করলাম। কিন্তু আমার দ্বারা এরূপ করা সম্ভব নয়। তাদের দৈন্যদশা ও অনাহারের অবস্থা দেখে আমার হৃদয় পুড়ে অঙ্গার হয়। তাদের অমানিশা ও স্বল্প জীবনোপকরণ দেখে আমার প্রাণে সহে না। আমি চাই, ঊর্ধ্বলোকের ধনভাণ্ডার দ্বারা তাদের গৃহ পূর্ণ হোক।... অতএব সেই নেয়ামত যা আমি লাভ করেছি তা বেহেশতের সকল ধনভাণ্ডার ও নেয়ামতের চাবিকাঠি। আমি ভালবাসার আবেগে তা মানুষের সম্মুখে উপস্থাপন করছি। যে সম্পদ আমি লাভ করেছি তা প্রকৃতপক্ষে অমূল্য হীরা আর অমূল্য স্বর্ণ ও রৌপ্য- কোন তুচ্ছ জিনিস নয়। খুব সহজেই তা লাভ করা সম্ভব আর তা হল, এই সকল দিরহাম আর দিনার আর মনিমুক্তার ওপর সুলতানি মোহর মারা আছে তথা যে ঐশী সাক্ষ্যপ্রমাণ আমার কাছে আছে- তা অন্য কারো কাছে নেই। আমাকে অবগত করা হয়েছে যে, সকল ধর্মের মাঝে ইসলাম ধর্মই সত্য ধর্ম। আমাকে বলা হয়েছে, সকল হেদায়েতের মাঝে কেবল কুরআনের পথনির্দেশই পূর্ণমাত্রায় বিশুদ্ধ এবং মানবীয় হস্তক্ষেপ থেকে পবিত্র। আমাকে বুঝনো হয়েছে যে, রসূলগণের মাঝে পূর্ণতম শিক্ষাদানকারী, উচ্চতম পবিত্র সত্তা আর প্রজ্ঞাপূর্ণ জ্ঞান শিক্ষাদাতা এবং মানুষের শ্রেষ্ঠ গুণরাশিকে স্বীয় জীবনের মাঝে বাস্তবায়নকারী একমাত্র ব্যক্তি হলেন সৈয়দনা ও মাওলানা হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম। আমাকে খোদা তা'লার পবিত্র ওহী দ্বারা জানানো হয়েছে যে, তাঁর পক্ষ থেকে প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী এবং অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক অনৈক্যের মীমাংসক হলাম আমি। আমার নাম মসীহ ও মাহদী রাখা হয়েছে অর্থাৎ মহানবী (সা.) আমাকে উভয় নামে অভিহিত করেছেন। এছাড়া খোদা তা'লা সরাসরি বাক্যালাপে আমার নাম এরূপই রেখেছেন এবং বর্তমান যুগের দাবিই হল, আমার নাম এরূপই হোক।... আমি খোদাকে সাক্ষী রেখে বলছি, আমি তাঁর পক্ষ থেকে প্রত্যাদিষ্ট আর তিনি নিজ নিদর্শনাবলী দ্বারা আমার সত্যতার সাক্ষ্য দিয়ে থাকেন।" *(ইশতেহার, ২৩ জুলাই ১৯০০ সাল, ইশতেহারাত, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১১৬-১১৮)*

অতএব এত সুস্পষ্ট ভাষায় মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আগমনকারী প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী প্রকৃত ইসলামের পানে আহ্বান করা সত্ত্বেও যারা এ বিষয়ে ভ্রুক্ষেপহীন- তাদের জন্য পরিতাপ করা ছাড়া আর কী-ইবা করার আছে! আল্লাহ্ আমাদের সবাইকে মাহদীর হাতে বয়াত করে আধ্যাত্মিক ধনভাণ্ডার লাভ করার সৌভাগ্য দিন।

সূচিপত্র

১৫ মার্চ ২০২১

পবিত্র কুরআনে
আগমনকারী প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদীর সংবাদ ৩

হাদীস শরীফ ৫

অমৃতবাণী ৬

ইযালায়ে আওহাম (দ্বিতীয় অংশ) ৭

০৫ মার্চ, ২০২১ তারিখে যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডে অবস্থিত মুবারক মসজিদে প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর **জুমুআর খুতবা** ৯

বিষয়বস্তু: **ইসলামে নৈরাজ্যের সূচনা**

সীরাতুল মাহদী (আ.) ২০
প্রণেতা: হযরত মির্যা বশির আহমদ এম.এ. (রা.)
ভাষান্তর: মওলানা জুবায়ের আহমদ বিপু

এক নজরে দেশের বিভিন্ন স্থানে
অনুষ্ঠিত জামা'তি কার্যক্রম ২৩

২০ মার্চ ২০২০ তারিখে যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডে অবস্থিত মুবারক মসজিদে প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর **জুমুআর খুতবা** ২৭

কবিতা: ইয়াওমে মসীহে মাওউদ (আ.) ৩২
মোহাম্মদ এহসানুল হাবিব জয়

মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর অমৃতবাণীর ভাণ্ডার ৩৪

কবিতা: এ যুগের শান্তির দূত মসীহ্ মাওউদ (আ.) ৩৮
এন. আনসারী

পর্ব-৯ ৪০
প্রাণপ্রিয় হুযূর (আই.)-এর সাথে মোলাকাতে প্রশ্নোত্তর
[১৪ ফেব্রুয়ারী ২০২০]

বিবাহ-শাদী
এবং
আমাদের করণীয় ৪২
কেন্দ্রীয় রিশতানাতা দপ্তর, বাংলাদেশ

বিবাহ সংবাদ ৪৩

সংবাদ ৪৪

বিশ্বজনীন মহামারী করোনা ভাইরাস
মোকাবেলায় করণীয় ৪৮

পাক্ষিক **'আহমদী'** নিয়মিত পড়ুন এবং গ্রাহক হোন। পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুন না কেন– পাক্ষিক **'আহমদী'**র সাথেই থাকুন। ইন্টারনেটের মাধ্যমে **'আহমদী'** পত্রিকা পড়তে Log in করুন **www.theahmadi.org**

পাক্ষিক 'আহমদী'র নতুন ই-মেইল আইডি–
pakkhikahmadi.bd1922@gmail.com

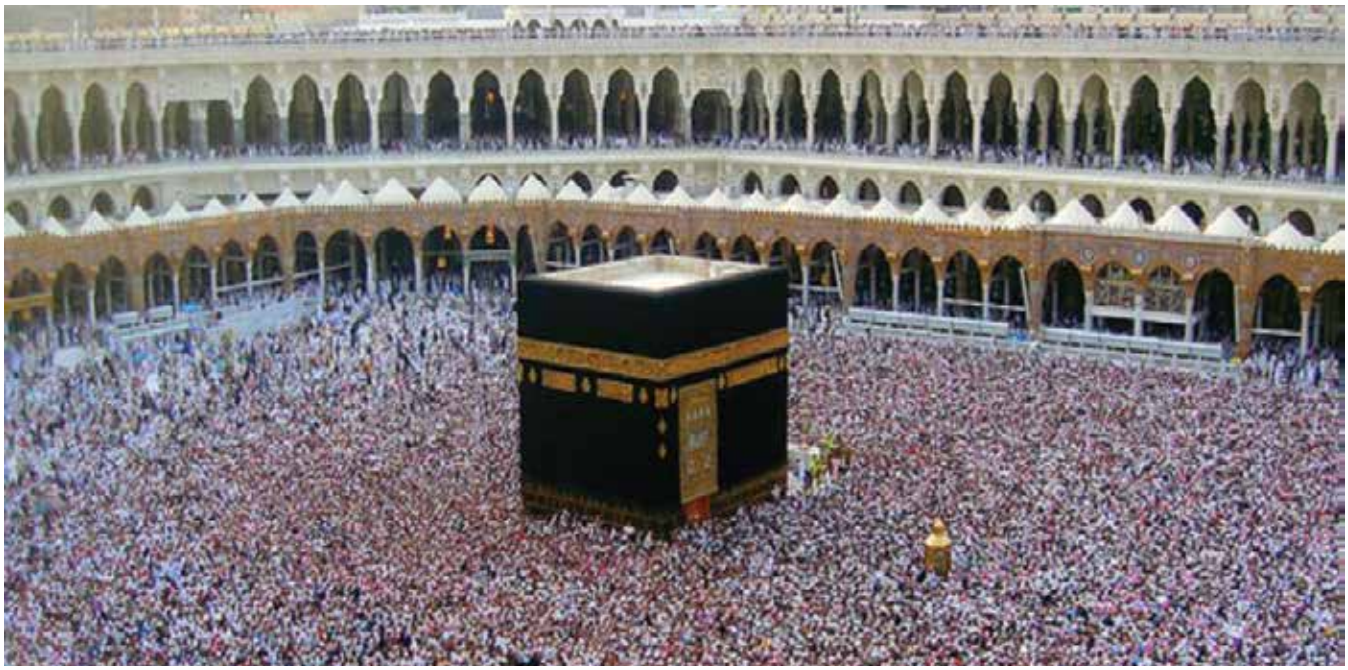

পবিত্র কুরআনে

আগমনকারী প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদীর সংবাদ

পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় শেষ যুগে আগমনকারী মহাপুরুষের আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে। মসীহে মাওউদ (আ.) দিবস উপলক্ষ্যে এবার আমরা সেগুলো উপস্থাপন করছি। যেমন সূরা জুমুআতে বলা আছে,

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ○ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ○

(সূরা জুমুআ, আয়াত: ৩-৪)

অর্থ: "তিনিই নিরক্ষরদের মাঝে তাদেরই একজনকে এক মহান রসূল করে আবির্ভূত করেছেন। তিনি তাদেরই নিকট তাঁর আয়াত পড়ে শুনান, তাদের পবিত্র করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও প্রজ্ঞার শিক্ষা দেন। অথচ ইতোঃপূর্বে তারা নিশ্চয়ই সুস্পষ্ট বিপথগামিতায় নিপতিত ছিল। আর তাদেরই মাঝে অন্যদের মাঝেও (তিনি তাকে আবির্ভূত করবেন) যারা এখনো তাদের সাথে মিলিত হয় নি। আর তিনি মহাপরাক্রমশালী ও পরম প্রজ্ঞাময়।"

প্রথমোক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা নিরক্ষর আরবদের মাঝে মহানবী (সা.)-কে প্রেরণ করার কথা বলেছেন, এবং পরবর্তী আয়াতে এমন এক জাতির মাঝে তাঁকে (সা.) আবির্ভূত করার ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যারা পূর্ববর্তী আয়াতে উল্লিখিত জাতিরই অংশ হিসেবে পরিগণ্য হবে, তবে যুগের দিক দিয়ে তারা তাদের সাথে এখনও মিলিত হয় নি। এ ব্যাখ্যাটি স্বয়ং মহানবী (সা.) দ্বারা সাব্যস্ত। বুখারী শরীফের কিতাবুত তফসীরে বর্ণিত আছে, যখন সাহাবীরা এ আয়াতটি শুনলেন তখন এক সাহাবী মহানবী (সা.)-কে জিজ্ঞেস করলেন, তারা কারা হে আল্লাহ্‌র রসূল (যাদের মাঝে আপনি পুনরায় আসবেন)? তিনবার প্রশ্ন করার পর অবশেষে মহানবী (সা.) নিরবতা ভেঙ্গে পারস্য বংশীয় হযরত সালমান (রা.)-এর কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'ঈমান যদি সপ্তর্শিমণ্ডলেও উঠে যায় তথাপি এদের মাঝ থেকে একজন বা একাধিক ব্যক্তি তা উদ্ধার করে আনবে'।

লক্ষণীয় বিষয় হল, সাহাবী প্রশ্ন করেছিলেন, তারা কারা হে আল্লাহ্‌র রসূল (যাদের মাঝে আপনার পুনরাগমন হবে)? তিনি (সা.) এর উত্তরে বললেন, পারস্য বংশীয় এক বা একাধিক ব্যক্তি পৃথিবীতে হারানো ঈমান ফিরিয়ে আনবেন।

অর্থাৎ এ আয়াতে শেষ যুগের প্রতিশ্রুত মহাপুরুষের আগমনের কথা উল্লেখ আছে যিনি পারস্য বংশীয় হবেন ও ঈমানকে পুনরুদ্ধার করবেন। মহানবী (সা.)-এর অন্যান্য হাদীসে শেষ যুগের সেই প্রতিশ্রুত মহাপুরুষকে মসীহ ও ইমাম মাহদী নামেও উল্লেখ করা হয়েছে।

এবার চলুন সূরা হুদ ১৮ নং আয়াতের প্রথমাংশটি দেখা যাক

أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً

(সূরা হুদ, আয়াত: ১৮)

অর্থ: "যে ব্যক্তি তার প্রভুর পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট যুক্তিপ্রমাণের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত এবং যার পরে তাঁর পক্ষ থেকে (সত্যায়নকারীরূপে) একজন সাক্ষী আসবেন এবং যার পূর্বে পথনির্দেশক ও রহমতস্বরুপ মূসার কিতাব রয়েছে (সেই ব্যক্তি কী করে মিথ্যা দাবীদার হতে পারে?)"...

এ আয়াতে মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা.)-এর সত্যতার বিষয়টি সুনিশ্চিত করে বলা হচ্ছে, যে ব্যক্তির সমর্থনে পূর্বে সাক্ষীস্বরুপ মূসা (আ.)-এর কিতাব রয়েছে এবং যার পরে তাঁকে সত্যায়ন করার জন্য আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে একজন সাক্ষী আসবেন, তিনি কীভাবে মিথ্যা প্রতিপন্ন হতে পারেন?

এ আয়াতের তফসীরে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) লেখেন, এখানে মহানবী (সা.)-এর সত্যায়নকারীরূপে যার আগমনের কথা বলা হয়েছে, তিনি আগমনকারী মহাপুরুষ প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদী ছাড়া অন্য কেউ নন। 'শাহেদ' শব্দটির অর্থ হল 'সাক্ষী'। কোন প্রমাণিত সত্য বিষয়ের জন্য সাক্ষীর প্রয়োজন তখনই দেখা দেয় যখন দীর্ঘ যুগ অতিবাহিত হবার পর সেই প্রমাণিত সত্য প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়ে এবং এর শিক্ষার কার্যকারিতা নিয়ে মানুষের মনে প্রশ্নের উদ্রেক হয়। এমতাবস্থায় আল্লাহ্ তা'লা এ আয়াতে মহানবী (সা.)-এর সত্যায়নকারীরূপে প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদীর আগমনের কথা বলেছেন, যিনি এসে নবীজী (সা.)-এর সত্যতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবেন। *(তফসীরে কবীর, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৬৫-১৬৮)*

পবিত্র কুরআনের আরেকটি স্থলেও মহানবী (সা.)-এর পক্ষে একজন সাক্ষ্যদাতা আসবেন বলে বলা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন: وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ

(সূরা বুরুজ, আয়াত: ৪)

অর্থ: "এবং (কসম) সাক্ষ্যদানকারীর এবং যার সম্বন্ধে সাক্ষ্য দান করা হয়েছে তার।"

প্রত্যেক নবী-ই একজন 'শাহেদ' তথা সাক্ষ্যদাতা হয়ে থাকেন। কেননা তারা আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্বের জীবন্ত সাক্ষী হন। একই সাথে তারা 'মাশহুদ' তথা সত্য সাক্ষ্যপ্রাপ্তও হয়ে থাকেন, কেননা আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং তাদের সত্যতা জীবন্ত নিদর্শনের মাধ্যমে প্রদান করেন। হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) তাঁর তফসীরে কবীরে লেখেন, এই আয়াতে সাক্ষী বলতে প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদী (আ.)-কে বুঝানো হচ্ছে, আর 'মাশহুদ' তথা সাক্ষ্যপ্রাপ্ত বলতে এখানে মহানবী (সা.)-কে বুঝানো হয়েছে। মহানবী (সা.)-এর সত্যায়নকারীরূপে আগমনকারী প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদী (আ.)-এর আসার কথা। এই আয়াতে 'শাহেদ' শব্দটি সেই একই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে যে অর্থে সুরা হুদের ১৮ নং আয়াতে 'শাহেদ' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। *(তফসীরে কবীর, অষ্টম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৫৮-৩৫৯ দ্রষ্টব্য)*

এরপর আরেকটি আয়াতে শেষ যুগে আগমনকারী মহাপুরুষের আগাম সংবাদ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন:

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ

(সূরা তওবা, আয়াত: ৩৩)

অর্থ: "তিনিই তাঁর রসূলকে হেদায়াত ও সত্য ধর্মসহ প্রেরণ করেছেন যেন তিনি একে সকল ধর্মের ওপর বিজয় দান করেন, মুশরিকরা যতই অপছন্দ করুক না কেন।"

উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বিখ্যাত তফসীরগ্রন্থ তফসীরে কুরতুবীতে বর্ণিত হয়েছে: হযরত আবু হুরায়রা (রা.) ও যিহাক বর্ণনা করেন, এই ঘটনা (তথা ইসলামের বিশ্ববিজয়) ঈসা (আ.)-এর আগমনের সাথে সম্পৃক্ত। (তফসীরে কুরতুবী, দশম খণ্ড)

একই ব্যাখ্যা তফসীরে তাবারীতেও বর্ণিত হয়েছে। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, এটি (তথা ইসলামের বিশ্ববিজয়) হযরত ঈসা (আ.)-এর আত্মপ্রকাশের সাথে সম্পৃক্ত। *(তফসীরে তাবারী, সূরা তওবা, আয়াত ৩৩ দ্রষ্টব্য)*

একই বিষয় সূরা সাফ-এর ১০ নম্বর আয়াতে রয়েছে। সেই আয়াতের তফসীরে প্রসিদ্ধ তফসীর গ্রন্থসমূহে লেখা আছে, ইসলামের বিজয় আল্লাহ্ তা'লা আগমনকারী প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদী (আ.)-এর মাধ্যমে নিশ্চিত করবেন। ইমাম মুজাহিদ বর্ণনা করেন, যখন প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.) আবির্ভূত হবেন, তখন ইসলাম ধর্ম ছাড়া পৃথিবীর বুকে অন্যান্য ধর্মমতগুলো অবশিষ্ট থাকবে না। *(রুহুল বায়ান, ফাতহুল বায়ান, ফাতহুল কাদীর, তফসীরে উলূসী, তফসীরে কুরতুবী, সূরা সাফ আয়াত ১০ দ্রষ্টব্য)*

এভাবে কুরআন শরীফের বিভিন্ন স্থানে শেষ যুগে আগমনকারী মহাপুরুষের আগমন সংবাদ প্রদান করা হয়েছে।

হাদীস শরীফ

আগমনকারী প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদীর মর্যাদা ও মাহাত্ম্য প্রকাশ করতে গিয়ে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) এক স্থানে বলেন:

كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا نَزَلَ ابْنُ مَرْيَمَ فِيكُمْ وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ

(বুখারী শরীফ, মরিয়মের পুত্র ঈসা অবতরণ অধ্যায়, নং ৩৪৪৯)

অর্থ: "তোমরা তখন কত সৌভাগ্যবান হবে– যখন মরিয়মের পুত্র (ঈসা) তোমাদের মাঝে আবির্ভুত হবেন এবং তোমাদের মাঝ থেকে তিনি তোমাদের ইমাম হবেন"।

অর্থাৎ প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) যখন আগমন করবেন তখন এটি মুসলমানদের জন্য সৌভাগ্যের কারণ হবে, কারণ তিনি পথহারা মুসলিমদের পথপ্রদর্শন করবেন।

উল্লেখ্য এস্থলে কোন কোন অনুবাদে... "ঈসা তোমাদের মাঝে অবতরণ করবেন এবং তোমাদেরই একজন তোমাদের ইমাম হবেন" লেখা হয়েছে। তবে এটি ভুল অনুবাদ, যার প্রমাণ মুসলিম শরীফের কিতাবুল ঈমান অধ্যায়ে ঠিক একই বিষয়ের হাদীসেই বিদ্যমান। মহানবী (সা.) বলছেন,

كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا نَزَلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ فَأَمَّكُمْ مِنْكُمْ

(সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, হাদীস: ২৯১)

অর্থ: 'তোমরা তখন কত সৌভাগ্যবান হবে যখন মরিয়মের পুত্র ঈসা (আ.) তোমাদের মাঝে আবির্ভূত হবেন এবং তিনি তোমাদের মাঝ থেকে তোমাদের ইমাম হবেন'। এই হাদীস থেকে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায়, যিনি আগমনকারী ঈসা (আ.) হিসেবে আসবেন তিনি এসে নিজেই মুসলমানদের নেতৃত্ব দিবেন, অপর কেউ সেখানে ইমাম হবেন না বা নেতৃত্ব দিবেন না। অপর একটি হাদীসে প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী সম্বন্ধে বর্ণিত হয়েছে:

لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ نَبِيٌّ – يَعْنِي عِيسَى – وَإِنَّهُ نَازِلٌ

(সুনান আবু দাউদ, কিতাবুল মালাহিম, হাদীস নং ৪৩২৪)

'হযরত আবু হুরাইরা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, আমার ও তাঁর অর্থাৎ ঈসা (আ.)-এর মাঝে কোন নবী নেই। আর তিনি নিশ্চয়ই আবির্ভূত হবেন।'

প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-এর পদমর্যাদা সম্পর্কে আমরা স্পষ্টভাবে উপরোক্ত হাদীস থেকে বুঝতে পারি। মহানবী (সা.)-এর পর যে ঈসা (আ.) ছাড়া অন্য কোন নবী আসবেন না, এই ভবিষ্যদ্বাণী স্বয়ং মহানবী (সা.) এ স্থলে করেছেন।

ইমাম মাহদী ও প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) যে এক ও অভিন্ন ব্যক্তি, এর প্রমাণ আমরা দেখতে পাই ইবনে মাজাহ শরীফের এক হাদীসে। মহানবী (সা.) বলেছেন:

لاَ يَزْدَادُ الأَمْرُ إِلاَّ شِدَّةً وَلاَ الدُّنْيَا إِلاَّ إِدْبَارًا وَلاَ النَّاسُ إِلاَّ شُحًّا وَلاَ تَقُومُ السَّاعَةُ إِلاَّ عَلَى شِرَارِ النَّاسِ وَلاَ الْمَهْدِيُّ إِلاَّ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ

(সুনান ইবনে মাজাহ, কিতাবুল ফিতান, বাব শিদ্দাতুয যামান, হাদীস নং ৪০৩৯)

অর্থ: 'এমন যুগ আসন্ন যখন অবস্থা কেবল বেগতিকই হতে থাকবে আর জগতের মানুষ ধর্মবিমুখ হয়ে পড়বে। আর মানুষ (ধর্মসেবায়) কেবল কার্পণ্যই প্রদর্শন করবে আর দুষ্টলোকদের ওপরই কেয়ামত আপতিত হবে। এবং আল-মাহদী (আ.) ঈসা ইবনে মরিয়ম ছাড়া অন্য কেউ নন।' এ হাদীসের সমর্থনে অপর একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

يوشك من عاش منكم أن يلقى عيسى بن مريم إماماً مهدياً وحكماً عدلاً فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية وتضع الحرب أوزارها

(মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, হাদীস ৯০৬৮)

অর্থ: 'তোমাদের মাঝে যারা জীবিত থাকবে তারা ইমাম মাহদীরূপে আগত ঈসা ইবনে মরিয়মের সাক্ষাৎ লাভ করবে। তিনি ন্যায়বিচারক মিমংসাকারী হিসেবে আগমন করবেন। তিনি এসে ক্রুশ ধ্বংস করবেন, শুকর বধ করবেন, যুদ্ধকর রোহিত করবেন অথবা যুদ্ধ নিজের অস্ত্র সমর্পণ করে দিবে।'

এই দুটি হাদীস থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়, আগমনকারী ঈসা (আ.) এবং ইমাম মাহদী এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী (আ.)-কে মান্য করার গুরুত্ব প্রসঙ্গে মহানবী (সা.)-এর আদেশ ও শিক্ষা আমরা হাদীস শরীফে খুঁজে পাই। তিনি (সা.) বলেন,

فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَبَايِعُوهُ وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الثَّلْجِ فَإِنَّهُ خَلِيفَةُ اللَّهِ الْمَهْدِيُّ

(ইবনে মাজাহ, খুরুজুল মাহদী)

'তোমরা যখন তাঁর সন্ধান পাবে, তখন বরফের পাহাড়ের ওপর হামাগুড়ি দিয়ে হলেও তাঁর নিকট যাবে এবং তাঁর হাতে বয়আত করবে, কেননা তিনি আল্লাহ্‌র খলীফা আল-মাহদী।'

মহানবী (সা.) নিজে আগমনকারী মসীহ্ (আ.)-এর আবির্ভাবের সংবাদ পাবার পর তাঁর হাতে গিয়ে বয়াত করার আদেশ দিয়েছেন। কেন? কারণ তিনি আল্লাহ্‌র খলীফা হবেন এবং আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সঠিক পথে প্রতিষ্ঠিত থাকবেন।

অতএব প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহদী (আ.)-এর পদমর্যাদা ও সম্মান এবং তাকে মান্য করার গুরুত্ব এসব হাদীস থেকে একেবারেই স্পষ্ট। আল্লাহ্ তা'লা সব মুসলমানকে সত্য বুঝার ও মানার সৌভাগ্য দিন, আমীন।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

অমৃতবাণী

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) নিজ আগমনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেনঃ

"খোদা তা'লা যখন বর্তমান যুগের অবস্থা অবলোকন করলেন এবং পৃথিবীকে বিভিন্ন প্রকার গুনাহ ও পাপাচার আর ভ্রষ্টতায় লিপ্ত দেখলেন আমাকে সত্য প্রচারার্থে ও মানুষের সংশোধনকল্পে তখন প্রত্যাদিষ্ট করে পাঠালেন। আর এ যুগও এমন যে, এ পৃথিবীর লোক ত্রয়োদশ শতাব্দী শেষ করে চতুর্দশ শতাব্দীর শিরোভাগে উপনীত হয়েছিল, তখন আমি সেই নির্দেশের অনুসরণে জনসাধারণের মাঝে লিখিত বিজ্ঞাপন এবং বক্তৃতার মাধ্যমে এ ঘোষণা করা শুরু করি। এ যুগের শিরোভাগে খোদার পক্ষ থেকে ধর্ম সংস্কারের লক্ষ্যে যে ব্যক্তির আগমনের কথা ছিল– আমি সেই ব্যক্তি। যেন সেই ঈমান যা পৃথিবী থেকে নিঃশেষ হয়ে গেছে তা পুনঃরায় প্রতিষ্ঠা করি এবং খোদার কাছ থেকে শক্তি লাভ করে তাঁর অদৃশ্য শক্তির আকর্ষণে জগদ্বাসীকে সংশোধন, খোদাভীতি ও পবিত্রতার দিকে নিয়ে আসি আর তাদের বিশ্বাসগত এবং আচরণগত ভুলগুলোকে দূরীভূত করি। এরপর কয়েক বছর অতিক্রান্ত হলে ঐশীবাণী দ্বারা আমাকে জ্ঞাত করা হয়, সেই মসীহ্ যে উম্মতের জন্য আদি থেকে প্রতিশ্রুত ছিল এবং সেই শেষ মাহদী যাঁর ইসলামের অবক্ষয়ের যুগে এবং পথভ্রষ্টতা বিস্তারের যুগে খোদার পক্ষ থেকে সরাসরি হেদায়েত লাভ করার কথা ছিল এবং সেই ঐশী খাদ্য সম্ভার নবরূপে মানবজাতির সম্মুখে যাঁর পক্ষ থেকে উপস্থাপন করার কথা এবং আল্লাহ্‌র তকদীরে নির্ধারিত ছিল আর তেরশত বছর পূর্বে মহানবী (সা.) যার সুসংবাদ দিয়েছিলেন, সে ব্যক্তি আমি-ই। আর এ বিষয়ে ঐশী বাক্যালাপ এবং রহমান খোদার সম্ভাষণ এত সুস্পষ্ট ও অজস্র ধারায় অবতীর্ণ হয়েছে যার ফলে এর মাঝে কোন ধরনের সন্দেহের অবকাশ অবশিষ্ট ছিল না। প্রত্যেক ওহী যা আমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে– তা ধারালো পেরেকের ন্যায় আমার হৃদয়ে প্রোথিত হচ্ছিল এবং এ সকল ঐশী বাক্যালাপ এমনসব মহান ভবিষ্যদ্বাণী সম্বলিত ছিল যেগুলো দিবালোকের ন্যায় পূর্ণ হচ্ছিল। আর এর ধারাবাহিকতা, আধিক্য ও অলৌকিকতা আমাকে এ কথা স্বীকার করতে বাধ্য করেছে যে, এসব সেই এক-অদ্বিতীয় খোদার বাণী যিনি পবিত্র কুরআন অবতীর্ণকারী। আর আমি এক্ষেত্রে তওরাত ও ইঞ্জিলের নাম নিচ্ছিনা কেননা, তওরাত ও ইঞ্জিল প্রক্ষেপণকারীদের হাতে এতটা প্রক্ষিপ্ত ও পরিবর্তিত হয়ে গেছে যে, এখন ঐ কিতাবগুলোকে খোদার কালাম বলা যায় না। মোটকথা খোদার সেই ওহী যা আমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তা এতটা সুনিশ্চিত এবং অকাট্য যে, এর মাধ্যমে আমি আমার খোদাকে লাভ করেছি এবং এসব ওহী ঐশী নিদর্শনাবলীর সমর্থনে কেবল নিশ্চিত বিশ্বাসের পর্যায়ভুক্তই হয় নি বরং এর প্রতিটি অংশ যখন খোদা তা'লার কালাম পবিত্র কুরআনের শিক্ষার আলোকে যাচাই করা হয়েছে তখন এটি কুরআনের সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ সাব্যস্ত হয়েছে এবং এর সত্যায়ণে ঐশী নিদর্শন বৃষ্টির ন্যায় বর্ষিত হয়েছে।"

(তাযকেরাতুশ শাহাদাতাইন, রুহানী খাযায়েন, বিংশ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩-৪)

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী

ইযালায়ে আওহাম (দ্বিতীয় অংশ) (সন্দেহ-সংশয় নিরসন)

প্রণয়ন ও প্রকাশনা ১৮৯১

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী (আ.)

(৫৩তম কিস্তি)

(২৬) 'হিব্বী ফিল্লাহ্', শেয়খ রহমতুল্লাহ সাহেব (গুজরাতবাসী), তিনি এক সরলপ্রাণ সৎ সালেহ যুবক। তার মাঝে স্বভাবগতভাবে আনুগত্য, আন্তরিকতা ও সুধারণা পোষণসুলভ মৌলিক যোগ্যতা এত পরিমাণে রয়েছে যে, এর বরকত ও কল্যাণে এ পথে বহুল পরিমাণ উন্নতি সাধনে সক্ষম। তার প্রকৃতি ও মনমানসিকতায় বিনয় ভক্তি ও শিষ্টাচারও বহুল পরিমাণে বিদ্যমান। আর তার চেহারায় শিষ্টতার চিহ্নাবলী প্রকাশমান। যথাসাধ্য চেষ্টায় সে খিদমত বা ধর্মীয় সেবায় তৎপর। খোদা তা'লা তাঁকে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও 'মক্‌রুহাতে'র (ঘৃণ্য) টানা-পড়েন থেকে রক্ষা করে নিজের প্রেমের মিষ্টতা পর্যাপ্ত পরিমাণে দান করুন। আমীন, সুম্মা আমীন।

(২৭) 'হিব্বী ফিল্লাহ্', আব্দুল হাকিম খান একজন সৎ-সালেহ যুবক, সততা ও সাধুতার মূল সুলক্ষণাবলী তার চেহারায় দৃশ্যমান। বিজ্ঞ-বিচক্ষণ মানুষ। ইংরেজী ভাষায় দক্ষতা রাখেন। আশা রাখি খোদা তা'লা ইসলামের কতক খিদমত তার হাত দিয়ে পূরণ করবেন। শিক্ষার্থী জীবনের অসচ্ছল অবস্থা সত্ত্বেও মাসিক এক রুপি এ সিলসিলার চাঁদাস্বরূপ দান করেন। আর তেমনি তাঁর বন্ধু খলীফা রশিদ উদ্দিন, যিনি একজন যোগ্য ব্যক্তি এবং তাঁরই অনুরূপ রঙে রঙিন তিনিও উল্লিখিত পরিমাণে চাঁদা কেবল আল্লাহ্‌র ভালোবাসার উদ্দীপনায় মাসে-মাসে দিয়ে থাকেন। জাযা হুমাল্লাহ্ তা'লা খাইরাল জাযা (আল্লাহ্ তাদের উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন)।

(২৮) 'হিব্বী ফিল্লাহ্', বাবু কারাম ইলাহী সাহেব রেকর্ড ক্লার্ক, রামপুরা, পাটিয়ালা স্টেট নিবাসী। বাবু সাহেব গাম্ভীর্যপূর্ণ স্বভাবের একজন নিষ্ঠাবান ব্যক্তি। তিনি তাঁর এক পত্রে লেখেন যে, যদিও আপনার প্রণীত পুস্তকাবলী পড়ার পর অনেক আলেম-উলামা বহু প্রকার সন্দেহ ও অলীক ধ্যান-ধারণায় লিপ্ত হয়ে পড়েছে। কিন্তু 'আলহামদুলিল্লাহ্' (সব প্রশংসা কেবল আল্লাহ্‌রই), আমার অন্তরে এক কণা পরিমাণ সন্দেহ প্রবেশের পথ পায় নি। অতএব, এজন্যে আমি আল্লাহ্‌র সমীপে শুকরিয়া আদায়ে অক্ষম। কেননা, এরকম ঝড়-তুফানের সময় সন্দেহ-সংশয় থেকে রক্ষা পাওয়া মানুষের এখতিয়ারভুক্ত নয়। আমার বেতন খুবই কম তবুও কমপক্ষে মাসিক এক রুপী হারে চাঁদা আপনার সিলসিলার জন্য পাঠাতে থাকব। কেননা, স্বল্প পরিসর খিদমতে অংশগ্রহণও সম্পূর্ণ বঞ্চিত থাকার চেয়ে শ্রেয়ঃ ইতি।' অতএব, তিনি অত্যন্ত আন্তরিক নিষ্ঠা ও ভালোবাসার সাথে মাসিক এক রুপি পাঠিয়ে থাকেন। "জাযাহুমুল্লাহ্ খাইরাল জাযা।" (আল্লাহ্ তাঁকে উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন)।

(২৯) 'হিব্বী ফিল্লাহ্', মৌলভী আব্দুল কাদের সাহেব (জামালপুরবাসী)। মৌলভি আব্দুল কাদের অত্যন্ত সচ্চেতা সাধু প্রকৃতির একজন নিষ্ঠাবান যুবক। সেই পরীক্ষার সময় যে আলেম-উলামার মাঝে, না বুঝার দরুন অজ্ঞতা ও কু-ধারণার প্রাবল্য ও বশবর্তীতার কারণে ঝড়-তুফানের মত যে পরীক্ষা তৈরী হয়েছিল– সেই সময় মৌলভি (আব্দুল কাদের) সাহেবের অনেক 'ইস্তেকামাত' (দৃঢ়চিত্ততার আদর্শ) প্রকাশ পেয়েছে। তিনি 'আওয়ালুল-মু'মিনীন'-এর অবস্থানে বিরাজ করেন। শুধু তাই নয়, বরং সত্যের দিকে আহ্বানেও তৎপর থাকেন। আর তিনি তাঁর অতি অল্প বেতনের জীবিকা সত্ত্বেও এ সিলসিলার সহায়তাস্বরূপ প্রতিমাসে ২ রুপি ৬ পাই হারে চাঁদা দিয়ে থাকেন।

(৩০) 'হিব্বী ফিল্লাহ্', মুহাম্মদ-বিন-আহমদ মক্কী (মিন হাররাহ্ শে'ব-আমের)। তিনি একজন সম্মানিত আরব। মক্কা-মুআয্‌যামার বাসিন্দা 'যাদাল্লাহু শারাফাহু (আল্লাহ্ তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি করুন)। ভ্রমণ ও পর্যটনস্বরূপ এ

দেশে আসেন। আর বিরুদ্ধাবাদী কিছু লোক বাস্তব ঘটনা বিরোধী, বরং নিজেদের থেকে বানিয়ে এ অধমের প্রতি আরোপ করে কতক মিথ্যা অপবাদ তাঁকে শোনায় এবং বলে, 'এ ব্যক্তি রিসালতের দাবী করে। হযরত নবী করীম (সা.) এবং কুরআন করীমকে অস্বীকার করে। আর বলে, হযরত মসীহ্ যাঁর ওপর ইঞ্জিল নাযেল হয়েছিল সেই ঈসা সে নিজে।' এসব কথা শুনে আরব সাহেবের হৃদয়ে ইসলামী গয়রত বিদ্যমান বিধায় উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। তাই তিনি আরবী ভাষায় এ অধমকে একপত্র লেখেন। সেটিতে এ বাক্যগুলোও লিপিবদ্ধ ছিল: "ইন কুন্‌তা ঈসা-ইবনু-মারইয়ামা ফা-আনযিল আলাইনা মায়িদাতান আইয়ুহাল কায্‌যাব, ইন্‌কুন্তা ঈসা ইব্‌নু-মরিয়ামা ফা-আনযিল আলাইনা মায়িদাতান আইউহাদ-দাজ্জাল।" অর্থাৎ 'তুমি যদি ঈসা-ইবনে-মরিয়ম হয়ে থাক তাহলে হে কায্‌যাব ও দাজ্জাল! আমাদের ওপর 'মায়েদা' নাযেল কর।' কিন্তু জানি না, এ কোন্ সময়ের দোয়া ছিল যা তাঁর দরবারে গৃহীত হলো এবং যে 'মায়েদা' প্রদানপূর্বক খোদা তা'লা আমাকে প্রেরণ করেছেন, পরিশেষে সেই সর্বশক্তিমান খোদা তাঁকে এদিকে আকৃষ্ট করে নিয়ে এলেন। লুধিয়ানায় তিনি এলেন এবং এ অধমের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এ সিলসিলায় বয়আতভুক্ত হলেন। ফা-আল-হামদু লিল্লাহিল্লাযি নাজজাহু মিনান্নার ওয়া আন্‌যালা আলাইহি মায়িদাতাম্ মিনাসমায়ি।" (অর্থাৎ, "অতএব, সব প্রশংসা সেই আল্লাহ্‌র যিনি তাঁকে আগুন থেকে উদ্ধার করে তাঁর প্রতি আকাশ থেকে আধ্যাত্মিক 'মায়েদা' নাযেল করেছেন।' তাঁর বিবৃতিতে তিনি বলেন, 'আমি যখন আপনার সম্পর্কে আজে-বাজে ধারণায় লিপ্ত ছিলাম তখন আমি স্বপ্নে দেখি, এক ব্যক্তি আমাকে বলছে, 'ইয়া মুহাম্মদ আন্তা কায্‌যাবুন (-'মুহাম্মদ, তুমিই মিথ্যাবাদী।') তিনি এ-ও বর্ণনা করেন, 'তিন বছর হল, আমি স্বপ্নে দেখেছিলাম যে ঈসা (আ.) আকাশ থেকে নাযেল হয়েছেন, আমি তখন মনে-মনে বলেছিলাম, 'আমি আমার জীবদ্দশায় 'ইন্‌শাল্লাহুলকদীর' ঈসা (আ.)-কে দেখতে পাব।'

(৩১) 'হিব্বী ফিল্লাহ্', সাহেবযাদা ইফতিখার আহমদ। এই সৎ-সাধু যুবক আমার সত্যিকার প্রেমিক হাজীউল-হারামাইন মরহুম সূফী আহমদ জান সাহেব-এর নিষ্ঠাবান সুযোগ্য পুত্র। তিনি 'আল-ওয়ালাদু সিররুল-লিআবিহি' (অর্থাৎ, পুত্র তার পিতার রহস্যভেদি–প্রবাদের দাবী অনুসারে তাঁর মহান পিতার সকল সদগুণ নিজের মাঝে ধারণ করে আছেন এবং মৌলিকভাবে তার মাঝে সেই যোগ্যতা রয়েছে যা ক্রমোন্নতির মাধ্যমে মানুষকে 'ফানা' বা আল্লাতে আত্মোবিলীন হওয়ার মাকামে উপনীতদের জামা'তের অন্তর্ভুক্ত করে থাকে। খোদা তা'লা তাঁকে আধ্যাত্মিক আহার্যাবলী দ্বারা পর্যাপ্তভাবে পরিতৃপ্ত করুন এবং প্রেমিকসুলভ চিরন্তনী আস্বাদনে বলিয়ান হওয়ার সৌভাগ্যে বরকতমণ্ডিত করুন।

(৩২) 'হিব্বী ফিল্লাহ্', মৌলভী সৈয়দ মুহাম্মদ আসকারী খান, এক্‌স্ট্রা এসিসটেন্ট, বর্তমানে পেনশনার। এ সৈয়দ সাহেব এলাহাবাদ জেলার বাসিন্দা। এ অধমের প্রতি আন্তরিক ভালবাসা রাখেন। তাঁর অন্তর আতরের শিশির মত ভালোবাসায় ভরপুর। অতি উত্তম, স্বচ্ছ অভ্যন্তর অকৃত্রিম স্বভাবের মানুষ তিনি। অতি বিজ্ঞ প্রসিদ্ধ আলেম। সাম্প্রতিকালে অসুস্থ আছেন। আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে আশু আরোগ্য দান করুন।

(৩৩) 'হিব্বী ফিল্লাহ্', মৌলভী গোলাম হাসান সাহেব পেশোয়ারবাসী। এখন তিনি লুধিয়ানায় উপস্থিত আছেন। আমি দৃঢ়বিশ্বাস রাখি যে তিনি অতি বিশ্বস্ত ও আন্তরিক নিষ্ঠাবান। 'লা-ইয়াখাফূন লওমাতালায়েম'-'তারা কোনো নিন্দুকের নিন্দা ও ভর্ৎসনাকে কখনও ভয় করে না' –কুরআন বর্ণিত সেই লোকদের অন্তর্ভুক্ত। উদ্দীপনা ও সহানূভূতির ধারায় মাসিক দুই রুপি চাঁদা দিয়ে থাকেন। আমি আশা রাখি খুব শীঘ্র লিল্লাহী পথে এবং দ্বীনি সূক্ষ্মজ্ঞান-তত্ত্বে বহুল উন্নতি লাভ করবেন, কেননা জ্যোতির্ময় স্বভাব প্রকৃতিসম্পন্ন।

(৩৪) 'হিব্বী ফিল্লাহ্', শেখ হামেদ আলি। একজন সৎ সাধু যুবক। এক সৎ-সাধু ঐতিহ্যবান পরিবারের সদস্য। প্রায় সাত/আট বছর যাবৎ আমার খেদমতে নিয়োজিত। আমি সুনিশ্চিত জানি, সে আমার প্রতি আন্তরিক ভালোবাসা রাখে। যদিও সূক্ষ্ম তাকওয়ার মার্গে পৌঁছা বিশিষ্ট বিজ্ঞ সৎ-সালেহ ব্যক্তিগণের কাজ। সে তার জানা মতে সুন্নতে-রসূল অনুসরণ ও তকাওয়া (খোদাভীতি)-এর অনুশাসন মেনে চলায় তৎপর রয়েছে। আমি তাকে দেখেছি, এমন অসুস্থতায় যা অত্যন্ত কঠিন ও মরণঘাতি বলে প্রতীয়মান হচ্ছিল, এবং সে তখন দুর্বলতাবশতঃ মৃতের মত হয়ে পড়েছিল। এরকম অবস্থায় যথাসম্ভব চেষ্টায় পাঁচ ওয়াক্তের নামায সযত্নে বিশেষ নিয়ম মত আদায়ে এমন তৎপর ছিল যে ঐ বেহুশি ও নাজুক অবস্থায় উঠে-পড়ে যে-করে হোক নামায পড়ে নিতো। আমি জানি, মানুষের খোদাভীতি অনুমান করার জন্য তার আবশ্বিকভাবে নামায আদায়ের বিষয়টি দেখা যথেষ্ট যে এটা তার মাঝে কতটুক বিদ্যমান।

...(চলবে)

ভাষান্তর:
মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ
মুরব্বি সিলসিলাহ্ (অব.)

০৫ মার্চ, ২০২১ তারিখে যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডে অবস্থিত মুবারক মসজিদে প্রদত্ত

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর জুমুআর খুতবা

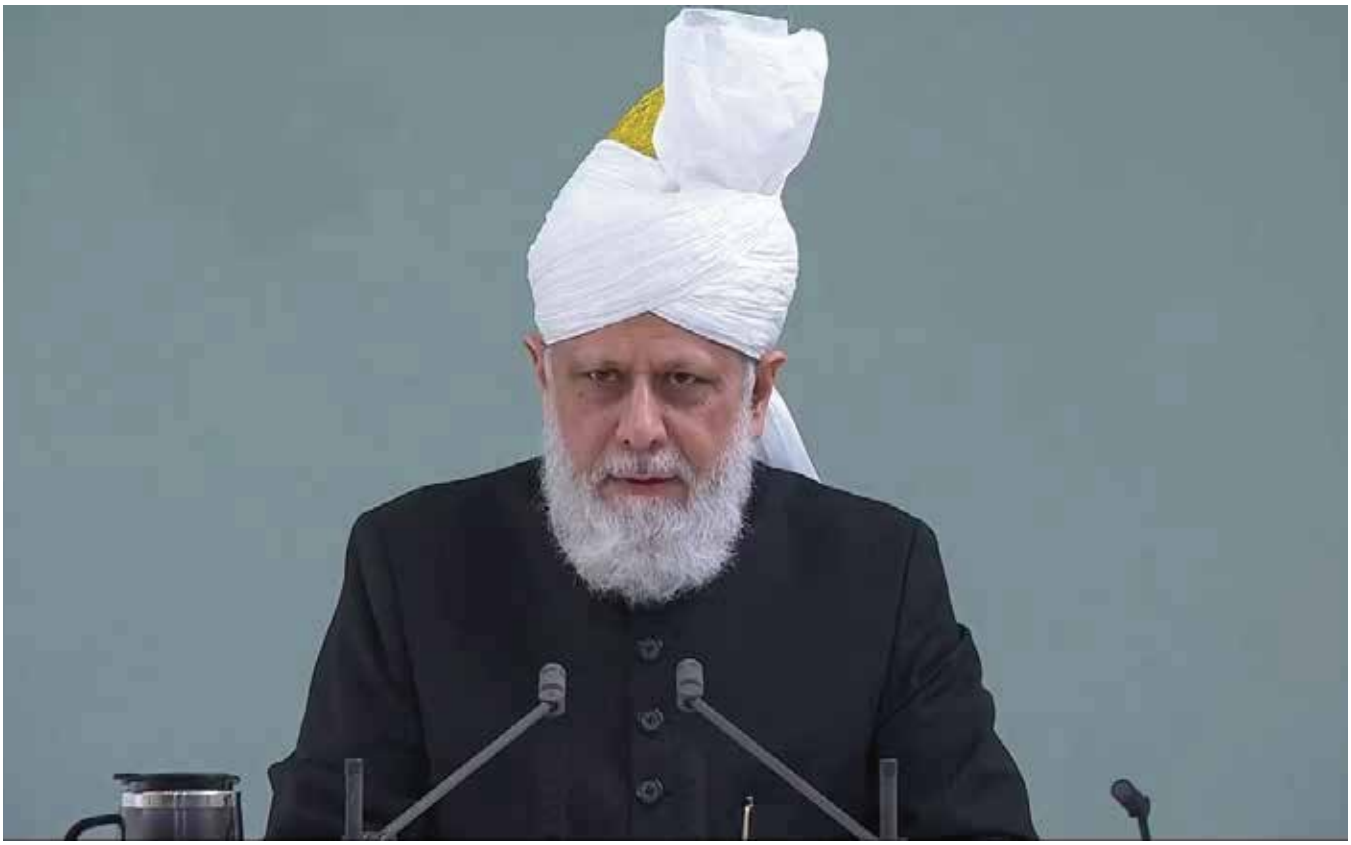

বিষয়বস্তু:

ইসলামে নৈরাজ্যের সূচনা

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

হযরত উসমান (রা.)-এর বিরুদ্ধে যে নৈরাজ্য মাথা চাড়া দিয়েছিল সে বিষয়ে আলোচনা চলছিল। এ সম্পর্কে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) যা কিছু বর্ণনা করেছেন (তা উপস্থাপিত হচ্ছিল)। এ সম্পর্কে তিনি অধিকাংশ কথা তাবারীর উদ্ধৃতিমূলে উপস্থাপন করেছেন বা তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি এবং বিচারবিশ্লেষণও উপস্থাপন করেছেন।

নৈরাজ্যের মূলহোতা ছিল মিশরীয়রা

তিনি (রা.) বলেন, এই তিনজন, অর্থাৎ মুহাম্মদ বিন আবু বকর, মুহাম্মদ বিন হুযায়ফা এবং আম্মার বিন ইয়াসের বিদ্রোহীদের কথায় সায় দিয়ে তাদের সাথে যোগ দেয়। তিনি বলেন, এদের ছাড়া মদীনার অন্য কোন ব্যক্তি, সাহাবী হোন বা অন্য কেউ হোক; সেসব নৈরাজ্যবাদীর প্রতি কোন সহানুভূতি রাখতো না আর প্রত্যেকেই তাদেরকে চরমভাবে তিরস্কার ও অভিসম্পাত করতো। কিন্তু তাদের হাতে তখন ব্যবস্থাপনা ছিল না। এরা (অর্থাৎ বিদ্রোহীরা) কারো তিরস্কারের তোয়াক্কা করত না। ২০ দিন পর্যন্ত তারা শুধু মৌখিকভাবেই চেষ্টা চালিয়ে যায়। অর্থাৎ

বিরুদ্ধবাদীরা (চাইত) কোনভাবে হযরত যেন উসমান (রা.) খিলাফত ছেড়ে দেন। কিন্তু হযরত উসমান (রা.) পরিষ্কারভাবে অস্বীকৃতি জানান এবং বলেন, খোদা তা'লা আমাকে যে জামা পরিয়েছেন তা আমি খুলতে পারি না। যে যেভাবে চাইবে সেভাবে অন্যের প্রতি অন্যায়-অবিচার করবে– উম্মতে মুহাম্মদীয়াকেও আমি এমন অসহায় অবস্থায় ছেড়ে দিতে পারি না। বিদ্রোহীদেরও তিনি বুঝাতে থাকেন যে, এ নৈরাজ্য হতে বিরত হও। তিনি বলেন, এসব লোক আজ নৈরাজ্য করে যাচ্ছে আর আমার জীবনের প্রতি তাদের অনিহা, কিন্তু যখন আমি থাকব না তখন তারা আকাঙ্খা করে বলবে, হায়! যদি উসমানের জীবনের এক একটি দিন বছরে রূপান্তরিত হতো আর তিনি আমাদের ছেড়ে না যেতেন। কেননা আমার পর ভয়ঙ্কর রক্তপাত হবে এবং অধিকার হরণ করা হবে আর ব্যবস্থাপনা পুরোপুরি ভেঙ্গে পড়বে। যেমন বনু উমাইয়্যার যুগে খিলাফত রাজতন্ত্রে বদলে যায় এবং সেই নৈরাজ্যবাদীরা এমন শাস্তি পায় যে, সকল দুস্কৃতি তারা ভুলে যায়। যাহোক, ২০ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর এসব বিরুদ্ধবাদী বিদ্রোহীরা ভাবল, শিঘ্রই কোন সিদ্ধান্ত করতে হবে, পাছে প্রাদেশিক সৈন্যবাহিনী এসে পড়ে আর আমাদেরকে আমাদের কর্মের শাস্তি ভোগ করতে হয়। তারা জানত যে, তারা ভুল (পথে রয়েছে) এবং মুসলমানদের অধিকাংশই হযরত উসমান (রা.)-এর পক্ষে। এজন্য তারা হযরত উসমান (রা.) কে গৃহবন্ধী করে দেয় এবং ভেতরে পানাহার দ্রব্য যাওয়াও বন্ধ করে দেয়। তারা মনে করে, হয়তো এভাবে বাধ্য হয়ে হযরত উসমান (রা.) আমাদের দাবি মেনে নিবেন। কিন্তু তিনি (রা.) বলেছিলেন, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে যে জামা পরিয়েছেন তা আমি কীভাবে খুলতে পারি? যাহোক মদীনার ব্যবস্থাপনা ছিল সেই লোকদের হাতে আর তারা মিলে মিশরীয় বিদ্রোহীদের সর্দার গাফেকীকে নিজেদের নেতা বানিয়ে নিয়েছিল-যেন মদীনার শাসক ছিল গাফেকী। কুফার (বিদ্রোহী সৈন্য বাহিনীর নেতা ছিল আশ্‌তার এবং বাসরার সৈন্য দলের প্রধান ছিল হাকীম বিন জাবালা, অর্থাৎ সেই ডাকাত যাকে হযরত উসমান (রা.) জিম্মীদের সম্পদ লুটপাটের কারণে বাসরাতে নযরবন্দি করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। সেই ডাকাতই নেতা হয়ে গিয়েছিল। হাকীম বিন জাবালা এবং আশ্‌তার- উভয়েই গাফেকীর ইশারায় কাজ করে। তিনি (রা.) বলেন, এ থেকে পুনরায় প্রমাণিত হয় যে, এই নৈরাজ্যের মূলহোতা ছিল মিশরীয়রা, যেখানে আব্দুল্লাহ্ বিন সাবা কলকাঠি নাড়ছিল।

মসজিদে নববীতে গাফেকী নামায পড়াত আর মহানবী (সা.)-এর সাহাবীরা নিজেদের গৃহে বন্দি অবস্থায় থাকতেন অথবা তার পিছনে নামায পড়তে বাধ্য হতেন। হযরত উসমান (রা.)-এর বাড়ি অবরোধের সিদ্ধান্ত করার পূর্ব পর্যন্ত এসব লোক মানুষের ওপর তেমন একটা চড়াও হতো না। কিন্তু অবরোধ করতেই তারা অর্থাৎ বিদ্রোহীরা অন্যলোকদের সাথে কঠোর ব্যবহার করতে আরম্ভ করে। আর মদীনা তখন শান্তিধাম নয় বরং রণক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল। তখন মদীনাবাসীর মানসম্মান হুমকির মুখে ছিল আর কেউই অস্ত্র ছাড়া ঘর থেকে বের হতো না। যারা তাদের মোকাবিলা করত তাদেরকে তারা হত্যা করত। এরা যখন হযরত উসমান (রা.)-কে অবরুদ্ধ করে এবং (গৃহের) ভেতরে পানিটুকু যাওয়াও বন্ধ করে দেয় তখন হযরত উসমান (রা.) তাঁর এক প্রতিবেশীর ছেলেকে হযরত আলী, হযরত তালহা, হযরত যুবায়ের এবং উম্মাহাতুল মু'মিনীন (রা.)-এর নিকট (এ সংবাদ দিয়ে) প্রেরণ করেন যে, এরা আমাদের পানি বন্ধ করে দিয়েছে, এখন আপনারা যদি কিছু করতে পারেন তাহলে চেষ্টা করুন এবং আমাদের জন্য পানি পাঠনোর ব্যবস্থা করুন।

নৈরাজ্যবাদীদের প্রশমনের জন্য হযরত আলী (রা.)-এর প্রচেষ্টা

পুরুষদের মাঝে সর্বপ্রথম হযরত আলী (রা.) আসেন। তিনি তাদেরকে বুঝাতে গিয়ে বলেন, তোমরা একি আচরণ প্রদর্শন করছ? তোমাদের ব্যবহার মু'মিনদের আচরণের সাথেও সামঞ্জস্য রাখে না আর কাফেরদের সাথেও না। হযরত উসমান (রা.)-এর বাড়িতে পানাহারের সামগ্রী যেতে বাধা দিও না। হযরত আলী (রা.) বলেন, রোম এবং পারস্যের লোকেরাও যদি বন্দী করে তাহলে অন্তপক্ষে (তারাও বন্দীদের) খাবার খাওয়ায় এবং পানি পান করায়। আর ইসলামী রীতি অনুযায়ী তো তোমাদের এই কর্ম কোনভাবেই বৈধ নয়। হযরত উসমান (রা.) তোমাদের এমন কী ক্ষতি করেছেন যে, তোমরা তাকে বন্দী করা ও হত্যা করাকে বৈধ জ্ঞান করছ? হযরত আলী (রা.)-এর এই উপদেশের তাদের ওপর কোন প্রভাব পড়ে নি। তারা পরিষ্কারভাবে বলে দেয় যে, যা-ই হোক না কেন আমরা এই লোকের কাছে দানাপানি পৌঁছতে দিব না। এটি ছিল সেই উত্তর- যা তারা সেই ব্যক্তিকে দিয়েছে, যাকে তারা মহানবী (সা.)-এর ওসী বা তাঁর সত্যিকার স্থলাভিষিক্ত আখ্যা দিত। হযরত আলী (রা.) সম্পর্কেই তারা বলত, তিনি সত্যিকার স্থলাভিষিক্ত, (অথচ) তাকেই এই উত্তর শুনতে হচ্ছে। এই উত্তরের পর এ বিষয়টি প্রমাণের জন্য কি আর কোন সাক্ষ্যপ্রমাণের প্রয়োজন আছে যে, হযরত আলী (রা.)-কে ওয়াসী আখ্যাদাতা এই গোষ্ঠি সত্যের সমর্থন কিংবা আহলে বাইতের প্রতি ভালবাসার দরুন নিজেদের ঘরবাড়ি ছেড়ে বের হয় নি, বরং নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে এসেছে?

উম্মুল মু'মিনীন উম্মে হাবীবা (রা.)-এর সাথে নৈরাজ্যবাদীদের আচরণ

উম্মাহাতুল মু'মিনীনদের মধ্য থেকে সবার আগে হযরত উম্মে হাবীবা (রা.) তাঁর সাহায্যার্থে এগিয়ে আসেন। তিনি একটি খচ্চরে আরোহিত ছিলেন আর নিজের সাথে এক মশক পানিও এনেছিলেন। কিন্তু তাঁর মূল উদ্দেশ্য ছিল, বনু উমাইয়্যার এতিম এবং বিধবাদের

ওসীয়্যত বা আমানত যা হযরত উসমান (রা.)-এর কাছে গচ্ছিত ছিল। তিনি (রা.) যখন দেখলেন, বিদ্রোহীরা হযরত উসমান (রা.)-এর পানি বন্ধ করে দিয়েছে তখন তাঁর শঙ্কা হল, কোথাও আবার সেই ওসীয়্যত ও আমানত না নষ্ট হয়ে যায়। কাজেই তিনি চাইলেন যে, কোনভাবে যেন সেই ওসীয়্যতগুলো সংরক্ষণ করা যায়। অন্যথায় অন্য কোন উপায়েও তিনি (রা.) পানি পৌঁছে দিতে পারতেন। তিনি (রা.) হযরত উসমান (রা.)-এর দরজায় গিয়ে পৌঁছলে বিদ্রোহীরা তাকে বাধা দিতে যায়। তখন লোকেরা বলে, ইনি উম্মুল মু'মিনীন উম্মে হাবীবা (রা.)। কিন্তু এতেও তারা বিরত হয় নি বরং তাঁর খচ্চরকে আঘাত করতে আরম্ভ করে। এ অবস্থায় উম্মুল মু'মিনীন উম্মে হাবীবা (রা.) সেই বিদ্রোহীদের বলেন, আমার আশংকা হয় যে, কোথাও বনু উমাইয়্যার এতিম ও বিধবাদের ওসীয়্যত বা আমানতসমূহ নষ্ট না হয়ে যায়। আমি ভেতরে যেতে চাই- যাতে সেগুলো সুরক্ষার জন্য কোন ব্যবস্থা করতে পারি। কিন্তু সেই দুর্ভাগারা মহানবী (সা.)-এর পবিত্র স্ত্রীকে প্রত্যুত্তরে বলে, আপনি মিথ্যা বলছেন। (এ কথা বলেই) তাঁর খচ্চরের ওপর হামলা করে সেটির পালানের রশি কেটে দেয়, ফলে জিন উল্টে যায় আর হযরত উম্মে হাবীবা (রা.)-এর নিচে পড়ে সেই নৈরাজ্যবাদীদের পদপিষ্ট হয়ে শহীদ হবার উপক্রম হয়, কিন্তু পাশে থাকা মদীনাবাসীরা তাকে তৎক্ষণাৎ ধরে ফেলেন এবং বাড়িতে পৌঁছে দেন।

উম্মুল মু'মিনিন উম্মে হাবীবা (রা.)-এর হৃদয়ে মহানবী (সা.)-এর সম্মান

এই হলো মহানবী (সা.)-এর পবিত্র স্ত্রীর সাথে তাদের কৃত আচরণ। হযরত উম্মে হাবীবা (রা.) মহানবী (সা.)-এর সাথে এমন নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা পোষণ করতেন যে, পনেরো ষোল বছরের বিচ্ছেদের পরও তাঁর পিতা, যে আরবের সর্দার ছিল এবং মক্কায় একজন রাজার মর্যাদা রাখত; সে যখন একটি বিশেষ রাজনৈতিক মিশন নিয়ে মদীনায় আসে এবং উম্মে হাবীবা (রা.)-এর সাথে সাক্ষাতের জন্য যায়, তখন বসতে গেলে তিনি (রা.) তার নিচে থেকে মহানবী (সা.)-এর বিছানা সরিয়ে নেন। অর্থাৎ মহানবী (সা.)-এর বিছানা বিছানো ছিল। তাঁর পিতা যখন বসতে গেল, তিনি এজন্য বিছানা সরিয়ে নেন যে, খোদার রসূলের পবিত্র কাপড় একজন মুশরিকের অপবিত্র দেহ স্পর্শ করবে, তা দেখা তাঁর জন্য ছিল অসহনীয় । তাই পিতাকেও বসতে দেন নি। বিস্ময়ের বিষয় হল, হযরত উম্মে হাবীবা (রা.) মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সা.)-এর অবর্তমানে তাঁর কাপড়ের পবিত্রতার বিষয়েও সচেতন ছিলেন, কিন্তু এসব নৈরাজ্যবাদী মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সা.)-এর অবর্তমানে তাঁর পবিত্র সহধর্মিনীর সম্মানের প্রতিও ভ্রুক্ষেপ করে নি। অজ্ঞের দল বলেছে, মহানবী (সা.)-এর স্ত্রী মিথ্যাবাদী, অথচ তিনি যা কিছু বলেছিলেন তা সঠিক ছিল। হযরত উসমান (রা.) বনু উমাইয়্যার এতিমদের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। (অপর দিকে) তাদের ক্রমবর্ধমান বিদ্বেষ প্রত্যক্ষ করে উম্মে হাবিবা (রা.)'র আশংকা সঠিক ছিল যে, এতিম ও বিধবাদের সম্পদ কোথাও আবার নষ্ট না হয়ে যায়। মিথ্যাবাদী ছিল তারা- যারা হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ভালোবাসার দাবি করে তাঁর ধর্মকে ধ্বংস করার পায়তারা করছিল, কিন্তু উম্মুল মু'মিনীন উম্মে হাবীবা (রা.) মিথ্যাবাদী ছিলেন না। হযরত উম্মে হাবীবা (রা.)-এর সাথে যে আচরণ করা হয়েছিল সেই সংবাদ মদীনায় ছড়িয়ে পড়লে সাহাবীগণ ও মদীনাবাসী বিস্মিত হয়ে যায় আর তারা নিশ্চিৎ হয়ে যান যে, এদের পক্ষ থেকে এখন আর কোন মঙ্গলের আশা করা দুরাশা।

হযরত আয়েশা (রা.)-এর হজ্জের উদ্দেশ্যে গমন ও নৈরাজ্য নিরসনের প্রচেষ্টা

হযরত আয়েশা (রা.) তৎক্ষণাৎ হজ্জের সংকল্প করেন এবং সফরের উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি আরম্ভ করেন। লোকেরা যখন জানতে পারে যে তিনি (রা.) মদীনা ছেড়ে চলে যাচ্ছেন, তখন কিছু সংখ্যক লোক তাঁকে নিবেদন করেন, আপনি যদি এখানেই অবস্থান করেন তাহলে হয়তোবা বিশৃঙ্খলা থামার ক্ষেত্রে তা সহায়ক হবে আর বিদ্রোহীদের ওপর কিছুটা হলেও প্রভাব পড়বে। কিন্তু তিনি (রা.) অস্বীকৃতি জানান এবং বলেন, তোমরা কি চাও আমার সাথেও সেই আচরণ হোক যা উম্মে হাবীবার সাথে হয়েছে? আল্লাহ্‌র কসম! আমি আমার সম্মানকে হুমকির মুখে ঠেলে দিতে পারি না। কেননা এটি ছিল মহানবী (সা.)-এর সম্মান। আমার সাথে যদি কোন (অসম্মানজনক) কিছু করা হয় তাহলে আমার নিরাপত্তার কী ব্যবস্থা হবে? এসব লোক তাদের দুষ্কৃতির ক্ষেত্রে কতটা সীমালঙ্ঘন করবে আর তাদের পরিণামই বা কী হবে তা আল্লাহ্‌ই ভালো জানেন। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) হজ্জে যাওয়ার সময় এমন একটি কৌশল অবলম্বন করেছিলেন; তা যদি কার্যকর হতো তাহলে হয়তো এই নৈরাজ্যের মাত্রা কিছুটা স্তিমিত হত। সেই কৌশলটি ছিল, তাঁর ভাই মুহাম্মদ বিন আবু বকর যে তার অজ্ঞতার কারণে বা কমবয়স্ক হওয়ার কারণে কিংবা দুর্বল ঈমানের দরুণ বিদ্রোহীদের পক্ষ অবলম্বন করছিল তাকে এই বলে ডেকে পাঠান যে, তুমিও আমার সাথে হজ্জে চল, কিন্তু সে হজ্জে যেতে অস্বীকৃতি জানায়। এটি শুনে হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, কী করব! আমি তো নিরুপায়! আমার সামর্থ থাকলে তাদেরকে আমি তাদের ষড়যন্ত্রে কখনো সফল হতে দিতাম না। হযরত আয়েশা (রা.) হজ্জে চলে যান এবং কিছু সংখ্যক সাহাবী যাদের পক্ষে সম্ভব ছিল এবং যারা মদীনা থেকে বের হতে পারতেন তারাও মদিনা ছেড়ে চলে যান। এছাড়া গুটিকতক জ্যেষ্ঠ সাহাবী ব্যতীত অন্য লোকেরা নিজেদের ঘরেই অবস্থান করে।

গভর্ণরদের উদ্দেশ্যে হযরত উসমান (রা.)-এর পত্র প্রেরণ

অবশেষে হযরত উসমান (রা.)ও এটি অনুধাবন করতে পারেন যে, এরা সহজে

মানার পাত্র না। তাই তিনি (রা.) বিভিন্ন প্রাদেশিক গভর্ণরদের নামে একটি পত্র প্রেরণ করেন। যার সারাংশ হলো–

হযরত আবু বকর এবং হযরত উমর (রা.)-এর পর কোন আকাঙ্খা বা আবেদন ছাড়াই আমাকে সেসব লোকের অন্তর্ভুক্ত করা হয় যাদের ওপর খলীফা নির্বাচনের ব্যাপারে পরমার্শ করার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল। হযরত উসমান (রা.) যে পত্রটি লিখেছিলেন তাতে এসব কথা লিখেছিলেন। পুনরায় তিনি (রা.) বলেন, এরপর আমার কোন বাসনা বা যাচনা ছাড়াই আমাকে খিলাফতের জন্য নির্বাচিত করা হয় আর আমি ঠিক সেসব কাজই করতে থাকি যেগুলো পূর্ববর্তী খলীফারা করেছেন। অধিকন্তু আমি কোন বিদা'ত বা কুসংস্কারের জন্ম দেই নি, কিন্তু কিছু লোকের হৃদয়ে অনিষ্টের বীজ বোপিত হয়েছে এবং দুষ্কৃতি স্থান করে নিয়েছে আর তারা আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা আরম্ভ করেছে এবং তারা মানুষের সামনে এক প্রকার কথা বলে আর হৃদয়ে ভিন্ন কথা লালন করে। আর আমার ওপর সেসব দোষ আরোপ করা আরম্ভ করে যেগুলো আমার পূর্বের খলীফাদের প্রতিও আরোপ করা হতো। কিন্তু আমি (সব) জেনেও নিরব থাকি। তারা আমার দয়ামায়ার অবৈধ সুযোগ গ্রহণ করে দুষ্টামির ক্ষেত্রে আরো সীমা ছাড়িয়ে গেছে। অবশেষে কাফেরদের ন্যায় মদিনা আক্রমণ করে বসেছে। অতএব আজ লোকেরা যদি কিছু করতে পারে তাহলে তারা যেন সাহায্যের ব্যবস্থা করে।

হাজীদের উদ্দেশ্যে হযরত উসমান (রা.)-এর পত্র প্রেরণ

অনুরূপভাবে একটি পত্র, যা হজ্জে আগমনকারীদের উদ্দেশ্যে লিখে কিছুদিন পর তিনি প্রেরণ করেন, অর্থাৎ মক্কায় হাজীদের উদ্দেশ্যে যেটি তিনি প্রেরণ করেন, তার সারকথা হলো,

"আমি খোদা তা'লার প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি আর তাঁর পুরস্কাররাজি স্মরণ করাচ্ছি। এখন কতিপয় লোক নৈরাজ্য সৃষ্টি করছে আর ইসলামে বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টায় রত আছে, কিন্তু তারা এতটুকুও চিন্তা করে নি যে, খলীফা খোদা নিযুক্ত করেন। যেমনটি তিনি বলেন,

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ

(সূরা আন্ নূর: ৫৬)

অর্থাৎ "তোমাদের মধ্য থেকে ঈমান আনয়নকারী এবং যথোচিত আমলকারীদের আল্লাহ্ তা'লা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তিনি তাদেরকে পৃথিবীতে খলীফা নিযুক্ত করবেন।" তিনি বলেন, তারা একতাকে গুরুত্ব দেয় না, অথচ আল্লাহ্ তা'লা নির্দেশ দিয়েছেন যে,

وَ اعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا

(সূরা আলে ইমরান: ১০৪)

অর্থাৎ তোমরা সবাই আল্লাহ্ তা'লার রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধর। অতঃপর তিনি (রা.) বলেন, আর দোষারোপকারীদের কথা গ্রহণ করে এবং পবিত্র কুরআনের এই নির্দেশের পরোয়া করে না যে,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنْ جَآءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْۤا

(সূরা আল্ হুজুরাতঃ ০৭)

অর্থাৎ হে মু'মিনগণ! তোমাদের কাছে কেউ যদি গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ নিয়ে আসে, অর্থাৎ কোন নৈরাজ্যবাদী যদি গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ নিয়ে আসে তাহলে তা যাচাই করে নাও। এরপর তিনি বলেন, এরা আমার বয়আতের মর্যাদা দেয় নি, অথচ আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.) সম্পর্কে বলেছেন,

اِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللّٰهَ

(সূরা ফাতাহ্: ১১)

অর্থাৎ যারা তোমার বয়আত করে তারা কেবল আল্লাহ্‌র বয়আত করে। তিনি বলেন, আর আমি মহানবী (সা.)-এর স্থলাভিষিক্ত। অর্থাৎ এই নির্দেশ আমার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, কেননা আমি মহানবী (সা.)-এর স্থলাভিষিক্ত। কোন উম্মত নেতা ব্যতিরেকে উন্নতি করতে পারে না। আর কোন ইমাম যদি না থাকে তাহলে জামা'তের সকল কাজ বিনষ্ট ও ধ্বংস হয়ে যাবে। এরপর তিনি বলেন, তারা মুসলিম উম্মতকে নষ্ট ও ধ্বংস করতে চায় এবং এ ছাড়া তাদের আর কোন উদ্দেশ্য নেই। আমি তাদের কথা মেনে নিয়েছিলাম এবং শাসকদের পরিবর্তন করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, কিন্তু এরপরও তারা দুস্কৃতি পরিত্যাগ করে নি। এখন তারা তিনটি কথার মধ্য থেকে একটির দাবি করে। অর্থাৎ বিদ্রোহীরা তিনটি দাবি উত্থাপন করেছিল। প্রথমত- যারা আমার খিলাফতকালে শাস্তি পেয়েছে আমি যেন তাদের সবার রক্তপণ বা বিনিময় আমি প্রদান করি। এটি যদি না মানি তাহলে আমি যেন খিলাফতের আসন ছেড়ে দেই। অর্থাৎ যাদেরকে শাস্তি দিয়েছি তাদের রক্তপণ যদি আমি না দেই, তাহলে যেন আমি খিলাফতের আসন ছেড়ে দেই এবং তারা আমার স্থলে অন্য কাউকে নির্ধারণ করবে। আর এই প্রস্তাবও যদি আমি না মানি, তাহলে তারা হুমকি দেয় যে, তারা তাদের সমমনা সবাইকে এই বার্তা প্রেরণ করবে যে, তারা যেন আমার আনুগত্য থেকে বেরিয়ে যায়।

প্রথম কথার উত্তর হলো, আমার পূর্বের খলীফারাও সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে কখনো ভুল করলে তাদেরকে কখনো শাস্তির সম্মুখীন হতে হয় নি। যদি কোন ভুল সিদ্ধান্ত হয়ে থাকে তাহলে তার জন্য কোন রক্তপণ পূর্বের খলীফাগণ দেন নি আর (এর জন্য) কোন প্রকার শাস্তিও পান নি। আমিও তদ্রুপই করেছি। তাই আমার জন্য এরূপ শাস্তির ঘোষণা করার অর্থ আমাকে হত্যা করা ছাড়া আর কী হতে পারে! অর্থাৎ, যেসব কথা তোমরা বলছ যে, রক্তপণ দাও নতুবা শাস্তি গ্রহণ কর– এর অর্থ কেবল এটি-ই যে, তোমরা আমাকে হত্যা করতে চাও। এরপর তিনি বলেন, খিলাফতের আসন থেকে অপসারিত হওয়া

প্রসঙ্গে আমার উত্তর হলো, যদি তারা চিমটা দিয়ে আমার মাংস তুলে ফেলে তা-ও আমি মেনে নিব, কিন্তু খিলাফত থেকে আমি বিচ্ছিন্ন হতে পারব না। আল্লাহ্ তা'লা আমাকে এই জামা পরিধান করিয়েছেন, আমি তা কখনোই ছেড়ে দিতে পারি না। বাকি রইল তৃতীয় কথা, অর্থাৎ তারা তাদের লোকজন চতুর্দিকে প্রেরণ করবে যেন কেউ আমার কথা মান্য না করে, সেক্ষেত্রে খোদার দৃষ্টিতে আমি এর জন্য দায়ী নই। তারা যদি শরীয়তবিরোধী কোন কাজ করতে চায় তবে করুক। প্রারম্ভেও তারা যখন আমার হাতে বয়আত করেছিল, তার জন্য আমি তাদের ওপর বলপ্রয়োগ করি নি, তাদেরকে এতে বাধ্য করি নি যে, অবশ্যই আমার বয়আত কর। যে ব্যক্তি অঙ্গীকার ভঙ্গ করতে চায়, আমি তার উক্ত কাজে সন্তুষ্ট নই আর না খোদা তা'লা এতে সন্তুষ্ট। এখন যদি অঙ্গীকার ভঙ্গ করতে চাও, কর, আমি পূর্বেও বলপ্রয়োগ করি নি আর এখনও করব না, তবে আমি এ কাজে কোনভাবেই সন্তুষ্ট নই, কেননা এটি নিঃসন্দেহে একটি মন্দ কাজ আর আল্লাহ্ তা'লাও এতে সন্তুষ্ট নন। তারা নিজেদের পক্ষ থেকে যা করতে চায় করুক।"

আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাসকে হজ্জের আমীর বানিয়ে প্রেরণ

যেহেতু হজ্জের সময় নিকটবর্তী ছিল এবং চতুর্দিক থেকে মানুষ মক্কায় একত্রিত হচ্ছিল, এই ধারণার বশবর্তী হয়ে যে, উক্ত বিদ্রোহীরা কোথাও আবার সেখানেও কোন নৈরাজ্য সৃষ্টি না করে, সেইসাথে এই কথা মনে করে যে, হজ্জের উদ্দেশ্যে সমবেত মুসলমানদের কাছে মদিনাবাসীদেরকে সাহয্যের আহ্বান জানাবেন, হযরত উসমান (রা.) হযরত আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাসকে হজ্জের আমীর বানিয়ে প্রেরণ করেন। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাসও নিবেদন করেন যে, এদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা আমি অধিক পছন্দ করি। আপনি আমাকে আমীর বানিয়ে হজ্জের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করছেন, কিন্তু আমার বাসনা হলো- আমি তাদের সাথে জিহাদ করব। কিন্তু হযরত উসমান (রা.) তাকে হজ্জে যেতে এবং হজ্জের দিনগুলোতে হজ্জের আমীরের দায়িত্ব পালনে বাধ্য করেন যেন নৈরাজ্যবাদীরা সেখানে নিজেদের দুষ্টামি ছড়াতে না পারে আর সেখানে একত্রিত লোকদের কাছে মদিনাবাসীদের সাহায্যের আবেদন করা যায় এবং উক্ত পত্র তারই হাতে প্রেরণ করেন।

নৈরাজ্যবাদীদের প্রতিক্রিয়া

এই নৈরাজ্যবাদীরা যখন উক্ত পত্রাদি সম্পর্কে জানতে পারে তখন তারা আরো বেশি কঠোরতা প্রদর্শন করা আরম্ভ করে দেয় আর এই সুযোগের সন্ধান করতে থাকে যে, কোনভাবে লড়াইয়ের অজুহাত হাতে আসে, যেন তারা হযরত উসমানকে শহীদ করতে পারে। কিন্তু তাদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হচ্ছিল আর হযরত উসমান তাদেরকে দুষ্টামি করার কোন সুযোগ দেন নি। অবশেষে বিরক্ত হয়ে তারা এই ষড়যন্ত্র আঁটে যে, যখন রাত নামতো আর মানুষ ঘুমিয়ে পড়তো তখন হযরত উসমান (রা.)-এর গৃহে তারা পাথর নিক্ষেপ করত আর এভাবে গৃহবাসীদের প্ররোচিত করত, যেন উত্তেজিত হয়ে তারাও পাথর নিক্ষেপ করে এবং তারা মানুষকে বলতে পারে যে, দেখ! তারা আমাদের ওপর হামলা করেছে, তাই আমরাও প্রতিউত্তর দিতে বাধ্য হচ্ছি। কিন্তু হযরত উসমান (রা.) নিজ গৃহের সকল সদস্যকে পাল্টা জবাব দিতে নিষেধ করেন যে, কোন উত্তর দিবে না। একদিন সুযোগ পেয়ে হযরত উসমান (রা.) দেয়ালের পাশে আসেন এবং বলেন, হে লোকসকল! তোমাদের মতে আমি অপরাধী। অর্থাৎ, তোমরা যেহেতু আমাকে অপরাধী মনে কর, তবে (ধরে নিলাম) আমি অপরাধী, কিন্তু অন্যরা কী দোষ করেছে? অর্থাৎ, তোমাদের দৃষ্টিতে আমি অপরাধী হলে আমার সাথে যে অন্যায় করতে চাও, কর। অন্যরা কী দোষ করেছে যে, তোমরা পাথর নিক্ষেপ করছ, যাতে অন্যদেরও আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে? তখন তারা সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করে বলে, আমরা পাথর নিক্ষেপ করি নি। হযরত উসমান (রা.) বলেন, যদি তোমরা নিক্ষেপ না করে থাক তাহলে আর কে নিক্ষেপ করবে? তারা বলে, খোদা তা'লা নিক্ষেপ করে থাকবেন, নাঊযুবিল্লাহ্ মিন যালিক। হযরত উসমান (রা.) বলেন, তোমরা মিথ্যা বলছ, যদি খোদা তা'লা আমাদের ওপর পাথর নিক্ষেপ করতেন তাহলে তাঁর একটি পাথরও লক্ষ্যচ্যুত হতো না। এমনটি হতো না যে, তাঁর লক্ষ্য ভ্রষ্ট হবে। কিন্তু তোমাদের নিক্ষেপকৃত পাথর তো এদিক সেদিক গিয়ে পড়ে। একথা বলে তিনি তাদের সামনে থেকে সরে যান।

নৈরাজ্যবাদীদের বিপক্ষে সাহাবীদের অবস্থান

যদিও সাহাবীদের তখন হযরত উসমান (রা.)-এর কাছে একত্রিত হওয়ার সুযোগ দেয়া হতো না, তথাপি তারা নিজেদের দায়িত্বের প্রতি উদাসীন ছিলেন না। সময়ের দাবি অনুযায়ী তারা নিজেদের দায়িত্ব দুইভাগে ভাগ করে নিয়েছিলেন। যারা বয়স্ক ও বৃদ্ধ ছিলেন এবং যাদের চারিত্রিক প্রভাব সাধারণ মানুষের ওপর অধিক ছিল, তারা নিজেদের সময় মানুষকে বুঝানোর জন্য ব্যয় করতেন। আর যারা তেমন প্রভাব রাখতেন না বা যুবক-বয়সী ছিলেন, তারা হযরত উসমানের নিরাপত্তা বিধানের চেষ্টায় রত থাকতেন। প্রথমোক্ত দলের মধ্য থেকে হযরত আলী এবং পারস্য-বিজেতা হযরত সা'দ বিন ওয়াক্কাস বিশৃঙ্খলা প্রশমিত করার জন্য সবচেয়ে বেশি সচেষ্ট ছিলেন। বিশেষভাবে হযরত আলী তো সেই বিশৃঙ্খলার দিনগুলোতে নিজের সব কাজ বাদ দিয়ে এ কাজেই রত থাকতেন। যেমন এসব ঘটনার চাক্ষুস সাক্ষীদের মধ্য থেকে আব্দুর রহমান নামক এক ব্যক্তি বর্ণনা করেন যে, বিশৃঙ্খলার সেই

দিনগুলোতে আমি দেখেছি, হযরত আলী তার সমস্ত কাজ ছেড়ে দিয়েছিলেন এবং হযরত উসমানের শত্রুদের ক্রোধ প্রশমিত করা এবং তাঁর কষ্ট দূর করার চিন্তায়ই দিন-রাত মশগুল থাকতেন। একবার তাঁর (রা.) কাছে পানি পৌঁছতে কিছুটা বিলম্ব হলে হযরত আলী হযরত তালহার প্রতি খুবই অসন্তুষ্ট হন, যার ওপর এই কাজের দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল; আর ততক্ষণ পর্যন্ত বিশ্রাম নেন নি যতক্ষণ না হযরত উসমানের গৃহে পানি পৌঁছেছে। দ্বিতীয় দলের লোকেরা একজন দু'জন করে যখনই সুযোগ হতো, খুঁজে খুঁজে হযরত উসমান (রা.) বা তাঁর প্রতিবেশীদের বাড়িতে গিয়ে জড়ো হতে আরম্ভ করেন এবং তারা এই দৃঢ় সংকল্প করে নিয়েছিলেন যে, আমরা নিজেদের প্রাণ বিসর্জন দিয়ে দিব, কিন্তু হযরত উসমানের প্রাণের ওপর কোন আঁচ আসতে দিব না। এই দলে হযরত আলী, হযরত তালহা ও হযরত যুবায়েরের পুত্ররা ছাড়া স্বয়ং সাহাবীদের একটি দল অন্তর্ভুক্ত ছিল। তারা দিন-রাত হযরত উসমানের গৃহের সুরক্ষা করতেন এবং কোন শত্রুকে তাঁর কাছে পৌঁছতে দিতেন না। যদিও এই স্বল্প সংখ্যক মানুষের পক্ষে সেই বিপুল সংখ্যক (শত্রুর) মোকাবিলা করা সম্ভব ছিল না, কিন্তু যেহেতু বিদ্রোহীরা কোন একটি ছুতো দেখিয়ে হযরত উসমানকে হত্যা করতে চাইছিল, তাই তারাও (আক্রমণের ব্যাপারে) ততটা জোর দিচ্ছিল না।

ইসলামের ভবিষ্যৎ নিয়ে হযরত উসমান (রা.)-এর উৎকণ্ঠা

সেই সময়ের ঘটনাবলী দৃষ্টে ইসলামের কল্যাণের জন্য হযরত উসমানের শুভাকাঙ্ক্ষা যেভাবে প্রতিভাত হয়, তা দেখে হতবাক হতে হয়। বিদ্রোহীদের প্রায় তিন হাজার সৈন্য তার ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে এবং তাদের হাত থেকে বাঁচার কোন বুদ্ধি নেই; তা সত্ত্বেও যারা তাকে বাঁচানোর চেষ্টা করতে চাইছিলেন, তাদেরকেও তিনি বাধা দিচ্ছেন যে, যাও, নিজেদের প্রাণকে বিপদের মুখে ঠেলে দিও না! তাদের শত্রুতা কেবল আমার সাথে, তোমাদের সাথে কোন বিবাদ নেই! তাঁর চোখ সেই সময়টিকে দেখতে পাচ্ছিল, যখন ইসলাম এই বিশৃঙ্খলাপরায়ণদের কারণে এক ভয়ংকর বিপদে নিপতিত হবে এবং কেবল বাহ্যিক ঐক্যই নয়, বরং আধ্যাত্মিক ব্যবস্থাপনাও মুখথুবড়ে পড়ার উপক্রম হবে। এছাড়া তিনি জানতেন যে, তখন ইসলামের সুরক্ষা এবং এর প্রতিষ্ঠার জন্য একেকজন সাহাবীর প্রয়োজন হবে। তাই তিনি চাইছিলেন না যে, তার প্রাণ রক্ষা করার অনর্থক চেষ্টায় সাহাবীদের প্রাণ যাক, আর সবাইকে তিনি এই উপদেশই দিতেন যে, তাদের সাথে সংঘাতে যেও না। তিনি চাচ্ছিলেন যতদূর সম্ভব ভবিষ্যৎ বিশৃঙ্খলা দূর করার জন্য (সাহাবীদের) সেই দল অক্ষত থাকুক যারা রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সান্নিধ্য লাভ করেছে। কিন্তু তাঁর বোঝানো সত্ত্বেও যেসব সাহাবীর তাঁর বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছার সুযোগ হতো, তারা নিজেদের কর্তব্য পালনে ত্রুটি করতেন না এবং ভবিষ্যতের বিপদের ওপর বর্তমান বিপদকে প্রাধান্য দিতেন। আর উক্ত সময়ে তাদের প্রাণ কেবল এজন্যই নিরাপদ ছিল যে, তারা তাড়াহুড়োর কোন প্রয়োজন অনুভব করছিল না। অর্থাৎ যারা বিদ্রোহী ছিল, তারা তাড়াহুড়ো করার কোন প্রয়োজন অনুভব করে নি আর ছুতো খুঁজছিল।

মদীনার বাইরের সাহাবীদের প্রস্তুতি ও নৈরাজ্যবাদীদের ভীতি ও প্রতিক্রিয়া

কিন্তু অবশেষে সেই সময়ও এসে যায়। অর্থাৎ তারা হযরত উসমানের ওপর আক্রমণ করার ছুতোর সন্ধানে ছিল, আর অবশেষে সেই সময়ও এসে যায় যখন আর অপেক্ষা করা সম্ভব ছিল না। কারণ হযরত উসমানের সেই হৃদয়কাঁপানো বাণী, যা তিনি হজ্জে সমবেত মুসলমানদের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছিলেন, তা হাজীদের সমাবেশে শুনিয়ে দেয়া হয় এবং মক্কা উপত্যকার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সেই শব্দ প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। আর হজ্জে সমাগত মুসলমানরা এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, তারা হজ্জের পর জিহাদের পুণ্য থেকেও বঞ্চিত থাকবে না এবং মিশরীয় বিশৃঙ্খলাকারী ও তাদের সঙ্গি-সাথীদের নির্মূল করে ছাড়বে। বিশৃঙ্খলাপরায়ণদের গুপ্তচরেরা তাদেরকে এই সিদ্ধান্তের বিষয়ে জানিয়ে দেয়। ফলে ঐসকল নৈরাজ্যবাদীদের মাঝে কঠিন ত্রাশ সঞ্চার হয়। এমনকি তাদের মাঝে কানাঘুঁষা চলতে থাকে যে, এখন এই ব্যক্তিকে (তথা হযরত উসমানকে) হত্যা করা ছাড়া অন্য কোন গত্যান্তর নেই আর আমরা যদি তাকে হত্যা না করি তাহলে মুসলমানদের হাতে আমরা যে মারা পড়ব- এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। এই ভয়কে আরেকটি সংবাদ দ্বিগুন দৃঢ়তা দান করেছে আর তা হল, সিরিয়া, কুফা আর বসরায়ও হযরত উসমান (রা.)-এর পত্র পৌঁছে গেছে। সেখানকার অধিবাসীরা, যারা পূর্বেই হযরত উসমানের নির্দেশের অপেক্ষায় ছিল, এই পত্র পৌঁছামাত্র তারা আরো বেশি উত্তেজিত হয়ে পড়ে আর সাহাবীরা নিজেদের দায়িত্ব উপলব্ধি করে মসজিদগুলোতে এবং সভা-সমাবেশে সমস্ত মুসলমানকে তাদের দায়দায়িত্বের দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করে এইসকল নৈরাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে জেহাদের ফতোয়া দিয়ে দিয়েছে, এছাড়া তারা বলেছেন, যে ব্যক্তি আজ জিহাদ করবে না, সে প্রকৃতপক্ষে কিছুই করল না। কুফায় উকবা বিন আমর, আব্দুল্লাহ বিন আবি আওফা আর হানযালা বিন রাবিউ আত্‌তামিমি এবং অন্যান্য সম্মানিত সাহাবীরা জনগনকে মদীনাবাসীর সহায়তার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। অপরদিকে বসরাতে ইমরান বিন হুসাঈন, আনাস বিন মালেক, হিশাম বিন আমের এবং অন্যান্য সাহাবীরা আর সিরিয়ায় উবাদা বিন সামেত, আবু উমামা এবং অন্যান্য

সাহাবীরা হযরত উসমান (রা.)-এর আহ্বানে সাড়া দেয়ার জন্য জনগণকে উদ্বুদ্ধ করেন সেখানে মিশরের খারেজা এবং অন্যান্য লোকেরা (মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেন)। সকল দেশ থেকে সৈন্যরা একত্রিত হয়ে মদীনা অভিমুখে যাত্রা করে।

সাহাবীদের সাথে নৈরাজ্যবাদীদের সংঘর্ষ

মোটকথা এসব সংবাদে বিদ্রোহীদের ভীতি আরো বেড়ে গেল। অবশেষে হযরত উসমান (রা.)-কে হত্যার উদ্দেশ্যে জোর করে তাঁর ঘরে প্রবেশের চেষ্টা চালালো। সাহাবীরা মোকাবিলা করেন এবং উভয়পক্ষের মাঝে ভয়ানক যুদ্ধ হয়। যদিও সাহাবীরা সংখ্যায় কম ছিলেন কিন্তু তাঁদের ঈমানী আত্মাভিমান তাদের সংখ্যাস্বল্পতার ঘাটতি পূরণ করছিল। যেখানে যুদ্ধ হয় তথা হযরত উসমান (রা.)-এর ঘরের সামনে, সেখানে জায়গাও সংকীর্ণ ছিল ফলে নৈরাজ্যবাদীরা নিজেদের সংখ্যাধিক্যের সুবিধা কাজে লাগাতে পারে নি। হযরত উসমান (রা.) যখন এই যুদ্ধের বিষয়ে অবগত হলেন, তখন তিনি (রা.) সাহাবীদেরকে যুদ্ধ করতে বারণ করলেন কিন্তু সেই মুহূর্তে তারা হযরত উসমান (রা.)-কে একাকী ছেড়ে যাওয়া ঈমানবিরুদ্ধ এবং আনুগত্য-পরিপন্থী জ্ঞান করেন। আর হযরত উসমান (রা.) কর্তৃক আল্লাহ্‌র কসম দেওয়া সত্ত্বেও তারা ফিরে যেতে অস্বীকৃতি জানালেন।

হযরত উসমান (রা.) কর্তৃক সাহাবীদেরকে বাঁচানোর চেষ্টা তাঁদের প্রতি উপদেশবাণী

অবশেষে হযরত উসমান (রা.) ঢাল হাতে নিলেন এবং বাইরে বেরিয়ে এলেন আর সাহাবীদেরকে নিজ গৃহাভ্যন্তরে নিয়ে গেলেন আর দরজা বন্ধ করালেন। এরপর সাহাবী এবং তার সাহায্যকারীদের ওসিয়্যত করলেন, আল্লাহ্ তা'লা তোমাদেরকে পৃথিবী এ জন্য দেন নি যে, তোমরা এর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়বে বরং এ উদ্দেশ্যে দিয়েছেন যেন তোমরা এর মাধ্যমে পরকালের সম্পদ জমা করো। এ জগত তো বিলীন হয়ে যাবে আর পরকালই অবশিষ্ট থাকবে। অতএব এই নশ্বর জিনিস যেন তোমাদেরকে উদাসীন বানিয়ে না দেয়। অবিনশ্বর বিষয়কে নশ্বর বিষয়ের ওপর প্রাধান্য দাও আর আল্লাহ্ তা'লার সাক্ষাতকে স্মরণ কর। আর জামা'তকে বিভক্ত হতে দিও না। আর সেই ঐশী নেয়ামতকে ভুলবে না যে তোমরা ধ্বংসকারী গহ্বরে হারিয়ে যাওয়ার দ্বারপ্রান্তে ছিলে আর আল্লাহ্ তা'লা নিজ কৃপাগুণে তোমাদেরকে পরিত্রাণ দিয়ে ভাই ভাই বানিয়ে দিলেন। এরপর তিনি সকলকে বিদায় দিলেন আর বললেন, আল্লাহ্ তোমাদেরকে সুরক্ষা করুন। তোমরা এখন ঘর থেকে বাইরে যাও আর ঐ সাহাবীদেরকে ডাকো- যাদেরকে আমার পর্যন্ত পৌঁছুতে দেয়া হয় নি। বিশেষকরে হযরত আলী, হযরত তালহা এবং হযরত যুবায়ের (রা.)-কে। তারা বাইরে আসলেন আর অপরাপর সাহাবীদেরকেও ডাকা হলো। সে সময় এমন পরিবেশ বিরাজ করছিল আর এমন বিষন্নতা ছেয়ে যাচ্ছিল যে, বিদ্রোহীরাও এতে প্রভাবিত না হয়ে পারে নি। যখন তিনি (রা.) বললেন, বাইরে চলে যাও তখন সাহাবীরা বের হলেন; সাময়িকভাবে বিরাজমান আবহ এমন ছিল যে বিদ্রোহীরা (তাদের ওপর) কোনরূপ আক্রমণ করে নি। অতএব তারা বাইরে বের হলেন এবং সমস্ত জ্যেষ্ঠ সাহবীকে একত্রিত করলেন। আর কেনইবা এমনটি হবে না কেননা সবাই সচক্ষে প্রত্যক্ষ করছিল যে, মহানবী (সা.)-এর প্রজ্জ্বলিত এক বাতি নিজ বয়সসীমা পূর্ণ করে এ নশ্বর পৃথিবীর দৃষ্টির আড়ালে যাওয়ার দ্বারপ্রান্তে। মোটকথা বিদ্রোহীরা খুবএকটা প্রতিরোধ গড়ে নি ফলে, সাহাবীরা একত্রিত হলেন। যখন লোকেরা একত্রিত হল তখন তিনি (রা.) ঘরের দেয়ালের ওপরে দাঁড়ালেন এবং বললেন, তোমরা আমার কাছাকাছি আসো। সবাই যখন কাছাকাছি আসল তখন তিনি (রা.) বললেন, হে লোকসকল! বসে পড়।

উপস্থিত জনতার উদ্দেশ্যে হযরত উসমান (রা.)-এর ভাষণ

একথা শুনে সাহাবীদের সাথে বিদ্রোহীরাও বৈঠকের আবহে প্রভাবিত হয়ে বসে পড়লো। সবাই বসার পর তিনি (রা.) বলেন, হে মদীনাবাসীগণ! তোমাদেরকে আমি খোদা তা'লার কাছে সোপর্দ করছি এবং তাঁর কাছে দোয়া করি যে, তিনি যেন তোমাদের জন্য আমার পরে খেলাফতের উত্তম ব্যবস্থা করুন। আজকের পর আমি বাইরে বের হব না সেই সময় পর্যন্ত যতক্ষণ না খোদা তা'লা আমার বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত প্রদান করেন; আর আমি কাউকে এমন কোন ক্ষমতা দিয়ে যাব না যার বলে বলিয়ান হয়ে ধর্মীয় এবং জাগতিক ক্ষেত্রে তোমাদের ওপর শাসন করবে এবং এ বিষয়টি খোদা তা'লার হাতে ছেড়ে দিব, যাকে খুশি তিনি তাঁর কাজের জন্য বেছে নেবেন। এরপর তিনি (রা.) সাহাবীদের এবং অন্যান্য মদীনাবাসীকে কসম দিয়ে বলেন, তাঁর জীবনের নিরাপত্তা বিধান করতে গিয়ে তারা যেন তাদের প্রাণকে মহাবিপদের মুখে ঠেলে না দেয় এবং তারা যেন বাড়ি ফিরে যায়।

সাহাবীদের ওপর হযরত উসমান (রা.)-এর ভাষণের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া

তাঁর (রা.) এই আদেশ সাহাবীদের মাঝে এমন একটি বিরাট বড় মতানৈক্য সৃষ্টি করে যার কোন দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায় না। সাহাবীরা আনুগত্য ভিন্ন অন্য কিছুই জানতেন না কিন্তু আজ এই আদেশ মান্য করার ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে কারো কারো কাছে আনুগত্য নয় বরং বিশ্বাসঘাতকতার গন্ধ পরিলক্ষিত হয়। (কারো কারো মতে) আমরা একথা মানলে তা আনুগত্য নয় বরং তা বিশ্বাসঘাতকতা।

কতক সাহাবী আনুগত্যের দিকটিকে অগ্রগণ্য মনে করে অনিচ্ছা সত্ত্বেও এরপর শত্রুপক্ষের মোকাবিলা করার অভিপ্রায় পরিত্যাগ করেন আর সম্ভবতঃ তারা মনে করেছিলেন যে, আমাদের কাজ হলো কেবল আনুগত্য করা; এই আদেশের আনুগত্য করার পরিণাম কী হবে- তা দেখার দায়িত্ব আমাদের নয়। অনেক সাহাবী এই আদেশ মান্য করতে অস্বীকৃতি জানায় কেননা তাঁরা লক্ষ্য করেন যে, খলিফার আনুগত্য নিঃসন্দেহে আবশ্যক কিন্তু খলিফা যখন এই আদেশ প্রদান করেন যে, তোমরা আমাকে ছেড়ে চলে যাও; তবে এর অর্থ হলো– খেলাফতের সাথে সম্পৃক্ততা পরিত্যাগ কর। অতএব এই আনুগত্য প্রকৃতপক্ষে বিদ্রোহ সৃষ্টি করে আর তাঁরা এটিও দেখছিলেন যে, হযরত উসমান (রা.)'র তাঁদেরকে বাড়িতে প্রত্যাবর্তন করা তাঁদের অর্থাৎ সাহাবীদের জীবনের নিরাপত্তার স্বার্থে-ই ছিল; তাই (তাদের মাথায় প্রশ্ন জাগে) যে, তাঁরা কি এমন স্নেহবৎসল ব্যক্তিকে বিপদের মুখে একা ছেড়ে দিয়ে তাদের বাড়িতে ফিরে যেতে পারতেন? কারণ হযরত উসমান (রা.) তো তাঁদের ভালবাসার কারণে তাঁদের প্রাণ বিনষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা করছেন আর তাঁরা কিনা হযরত উসমান (রা.)-কে একা ছেড়ে দিবেন– এটি (তাদের জন্য) ছিল অসম্ভব। এই শেষোক্ত দলটিতে সকল শীর্ষস্থানীয় সাহাবীরা অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। অতএব এই আদেশ সত্ত্বেও হযরত আলী (রা.), হযরত তালহা (রা.), হযরত যুবায়ের (রা.)-এর পুত্ররা তাঁদের স্ব-স্ব পিতার আদেশ অনুযায়ী নগ্ন তরবারী নিয়ে হযরত উসমান (রা.)-এর দ্বারেই অবস্থান করেন।

হাজীদের প্রত্যাবর্তনে বিদ্রোহীদের চূড়ান্ত আক্রমণ

হজ্জব্রত পালন করে প্রত্যাবর্তনকারীদের গুটিকতক যখন মদীনাতে প্রবেশ করতে লাগল আর তারা বুঝল যে, এখন আমাদের ভাগ্য নির্ধারণের সময় সন্নিকটে তখন বিদ্রোহীদের অস্থিরতা ও উত্তেজনার কোন সীমা রইল না। অতএব মুগীরা বিন আখনাস সর্বপ্রথম ব্যক্তি ছিল যে হজ্জের পরে জিহাদের সওয়াবের বাসনায় মদীনাতে প্রবেশ করেন আর তখনি এই সংবাদ বিদ্রোহীরা পায় যে, মুসলমানদের সহযোগিতার জন্য আগত বসরাবাসীদের সেনাদল সিরার নামক স্থানে এসে পৌঁছেছে; যা মদীনা থেকে কেবল এক দিন সফরের দূরত্বে অবস্থিত। এই সমস্ত সংবাদের পরিপ্রেক্ষিতে তারা এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, যেকোন মূল্যে আমাদের লক্ষ্য দ্রুত অর্জন করতে হবে। আর সেসব সাহাবী ও তাদের সাথীরা যারা হযরত উসমান (রা.)'র নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও হযরত ওসমানের নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন থেকে সরে দাড়ান নি আর পরিস্কার জানিয়ে দিয়েছেন যে, আমাদের মোকাবিলার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যদি আমরা আপনাকে একা ছেড়ে দেই তাহলে খোদা তা'লাকে কীভাবে মুখ দেখাব? সংখ্যাস্বল্পতার কারণে তখন তাঁরা বাড়ির ভিতর থেকে নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করছিলেন আর (তাই) বিদ্রোহীদের জন্য বাড়ির সদর দরজা পর্যন্ত আসা কোন সমস্যাই ছিল না। তারা দরজা পুড়িয়ে দেয়ার জন্য এবং ভিতরে যাওয়ার পথ সুগম করার উদ্দেশ্যে দরজার সামনে শুকনো কাঠ জমা করে তাতে আগুন লাগিয়ে দেয়। সাহাবীরা বিষয়টি লক্ষ্য করে বাড়ির ভিতরে বসে থাকা যুক্তিযুক্ত মনে করেন নি। তাঁরা তরবারি হাতে নিয়ে বাইরে বেরুতে উদ্যত হয় কিন্তু হযরত উসমান (রা.) বাদ সাধেন এবং বলেন যে, বাড়িতে আগুন দেয়ার পরে আর কী বাকি রইল। এখন যা হওয়ার তা হয়ে গেছে।

তোমরা নিজেদেরকে বিপদের মুখে ঠেলে দিও না এবং নিজেদের ঘরে চলে যাও। এদের শুধু আমার প্রতি শত্রুতা রয়েছে। কিন্তু অচিরেই এরা এদের কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হবে। আমি প্রত্যেক ব্যক্তিকে যার ওপর আমার আনুগত্য করা আবশ্যক- সেই দায়িত্ব থেকে মুক্তি দিচ্ছি এবং আমার অধিকার ছেড়ে দিচ্ছি। কিন্তু সাহাবীগণ এবং অন্যান্য লোকেরা এটি মানে নি, বরং তারা তরবারি বের করে বাইরে বের হয়।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর প্রতিক্রিয়া

সাহাবীদের বাইরে বের হবার সময় হযরত আবু হুরায়রা (রা.)ও চলে আসেন এবং তিনি সৈনিক না হওয়া সত্ত্বেও তাদের সাথে যোগ দেন এবং বলেন আজকের দিনের লড়াইয়ের চাইতে উত্তম আর কোন লড়াই হতে পারে? এরপর বিদ্রোহীদের দিকে তাকিয়ে বলেন,

وَيٰقَوْمِ مَا لِيْٓ اَدْعُوْكُمْ اِلَى النَّجٰوةِ
وَتَدْعُوْنَنِيْٓ اِلَى النَّارِ

(সূরা আল্ মু'মিন: ৪২)

অর্থাৎ হে আমার জাতি! কি হয়েছে যে আমি তোমাদেরকে মুক্তির পানে ডাকছি আর তোমরা আমাকে আগুনের দিকে ডাকছ। এটি একটি বিশেষ যুদ্ধ ছিল এবং মুষ্ঠিমেয় কয়েকজন সাহাবী- যারা তখন একত্রিত হতে পেরেছিলেন, তারা জীবনবাজি রেখে এ বড় সৈন্যবাহিনীর মোকাবেলা করেছিলেন।

হযরত ইমাম হাসান (রা.)-এর প্রতিক্রিয়া

হযরত ইমাম হাসান যিনি খুবই শান্তিপ্রিয় বরং শান্তির রাজপুত্র ছিলেন, তিনিও সেদিন রণসঙ্গিত পড়ে পড়ে শত্রুদের ওপর আক্রমণ করেন। তার এবং মুহাম্মদ বিন তালহার ঐ দিনের রণসঙ্গিত বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কেননা এর মাধ্যমে তাদের হৃদয়ের চিত্র স্পষ্ট ভাবে বোঝা যায়। হযরত ইমাম হাসান নিম্নোক্ত পংক্তি পড়ে বিদ্রোহীদের ওপর আক্রমন করছিলেন। "লা দিনুহুম দিনী ওয়া লা আনা মিনহুম, হাত্তা আসিরা ইলা তামারি শামাম" অর্থাৎ তাদের ধর্ম আমার ধর্ম নয় এবং তাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আর আমি তাদের সাথে

ততক্ষণ পর্যন্ত লড়াই করতে থাকব যতক্ষণ পর্যন্ত শামাম পাহাড়ের চূড়া পর্যন্ত পৌঁছাই। শামাম আরবের একটি পাহাড় যার চূড়া পর্যন্ত পৌঁছানোকে লক্ষ্য অর্জনের সাথে তুলনা করা হয়। যাহোক হযরত ইমাম হাসান (রা.) এটিই বুঝাতে চেয়েছেন যে, আমি যতক্ষণ পর্যন্ত আমার অভিষ্ট লক্ষ্যে না পৌঁছাবো ততক্ষণ পর্যন্ত আমি তাদের সাথে লড়াই চালিয়ে যাবো আর তাদের সাথে সন্ধি করবো না, কেননা আমাদের মধ্যে কোন সাধারণ বিষয়ে মতবিরোধ হচ্ছে না যে, তাদের উপর বিজয় অর্জিত না করেই আমরা তাদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে নেব। এটিতো সেই চিন্তা-ভাবনা যা শান্তির যুবরাজের মনে উদ্বেলিত হয়েছিল।

মুহাম্মদ বিন তালহার প্রতিক্রিয়া

এখন আমরা হযরত তালহা (রা.)-এর পুত্র মুহাম্মদের রণসঙ্গিতটি বিশ্লেষণ করি; তিনি বলেন- "আনাব্‌নু মান হামা আলাইহে বেউহুদিন, ওয়া রাদ্দা আহ্‌যাবান আলা রাগমে মাআদ্দিন"

অর্থাৎ আমি তার পুত্র যিনি উহুদের দিন রসূলে করীম (সা.)-এর সুরক্ষা করেছিলেন আর যিনি আরবদের সকল শক্তি প্রয়োগ করা সত্ত্বেও তাদেরকে পরাজিত করেছিলেন। অর্থাৎ আজকের দিনটি উহুদের মতোই একটি ঘটনা। আর যেভাবে আমার পিতা তির প্রতিহত করতে গিয়ে নিজ হাত ক্ষতবিক্ষত করেছিলেন কিন্তু রসূলে করীম (সা.)-এর দেহে কোন আঁচ আসতে দেন নি, আমিও তেমনটিই করবো।

যুদ্ধ শেষে কয়েকজন সাহাবীর অবস্থা

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যুবায়ের (রা.)ও সেই যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন এবং মারাত্মকভাবে আহত হন। মারওয়ানও অনেক আহত হন আর মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে গিয়ে ফেরত আসেন। মুগীরা ইবনুল আখনাস মৃত্যুবরণ করেন আর যে ব্যক্তি তাকে হত্যা করেছিলো সে এই দৃশ্য দেখে যে আহত হন নি কেবল বরং মারা গেলেন, তখন সে অনেক উচ্চস্বরে ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজিউন বলেন। সৈন্যদলের প্রধান তাকে এই বলে ধমক দিল যে, এমন আনন্দের মুহূর্তে আফসোস প্রকাশ করছো! সে বললো আজ রাতে আমি স্বপ্নে দেখেছি, কোন এক ব্যক্তি বলছে যে, মুগীরার হত্যাকারীকে জাহান্নামের সংবাদ দাও। অতএব আমিই যে তার হত্যাকারী এই বিষয়টি অনুধাবন করার পর আমার ব্যথিত হওয়া আবশ্যক ছিল। উপরোল্লিখিত ব্যক্তিবর্গ ছাড়াও আরো অনেকেই আহত ও নিহত হন আর এভাবে হযরত উসমান (রা.)-এর সুরক্ষাকারী দলের সংখ্যা আরো কমে যায়।

কিন্তু বিদ্রোহীরা ঐশী সর্তকর্বাণী শোনার পরও নিজেদের হঠকারিতা থেকে নিবৃত হয় নি। তারা খোদা তা'লার প্রিয় জামাতের বিরোধিতা অব্যাহত রাখে। অপরদিকে নিষ্ঠাবান মুসলমানরাও নিজেদের ঈমানের উন্নত দৃষ্টান্ত প্রদর্শনে কোন ত্রুটি রাখে নি। অধিকাংশ সুরক্ষাকর্মী নিহত হওয়া সত্ত্বেও বা আহত হওয়া সত্ত্বেও একটি ক্ষুদ্র দল অনবরত দরজা সুরক্ষার কাজে রত থাকেন। যাহোক, ঘটনা তুলে ধরার ধারাবাহিকতা পরবর্তীতেও অব্যাহত থাকবে; পরবর্তী জুমুআয় উপস্থাপন করবো, ইনশাআল্লাহ্।

পাকিস্তানের আহমদীদের জন্য পুনরায় দোয়ার অনুরোধ করছি আর আলজেরিয়ার জন্যও দোয়া করবেন; সেখানে মামলার বিচারকাজ পুনরায় শুরু হচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লা তাদের সবার জন্য সহজসাধ্যতা সৃষ্টি করুন আর বিরুদ্ধবাদীদের নির্যাতন ও কঠোরতা সত্বর দূর করে সাচ্ছন্দ্য সৃষ্টি করুন। এখন নামাযের পর আমি কতিপয় প্রয়াত ব্যক্তির গায়েবানা জানাযাও পড়াবো, এখানে তাদের উল্লেখ করে দিচ্ছি।

কয়েকজন প্রয়াত আত্মত্যাগী আহমদী সদস্যের স্মৃতিচারণ

প্রথমে যার স্মৃতিচারণ করবো তিনি হলেন কাদিয়ানের নায়েব নাযের দাওয়াত ইলাল্লাহ্ (দক্ষিণ ভারত) মোকাররম মৌলভী নজীব খান সাহেব। তিনি কেরালার আরনাকুলাম জেলার অন্তর্গত আহমদীয়া জামা'ত কাকনাডের মরহুম মাস্টার বিএম মুহাম্মদ সাহেবের পুত্র ছিলেন। ১৪ ফেব্রুয়ারী তিনি হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ইন্তেকাল করেন, ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন। তিনি আল্লাহ্‌র কৃপায় মুসী ছিলেন। শোকসন্তপ্ত পরিবারে বিধবা স্ত্রী ছাড়া তিন পুত্র সন্তান রেখে গেছেন আর তিন পুত্রই ওয়াকফে নও-এর কল্যাণময় তাহরীকে অন্তর্ভুক্ত আছে। এক ছেলে জামেয়া আহমদীয়াতে অধ্যয়ন করছে। মরহুম জন্মগত আহমদী ছিলেন না, বরং সতেরো বছর বয়সে নিজ পিতার মাধ্যমে আহমদীয়া জামাত সম্পর্কে অবগত হয়ে জামাতী বই-পুস্তক এবং ইসলামী উসুল কি ফিলাসফী পুস্তক অধ্যয়ন করতে থাকেন। একদিন তিনি তার পিতাকে জিজ্ঞেস করেন, 'একজন বালক কত বছর বয়সে নিজে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে?' এর উত্তরে মরহুমের পিতা বলেন, 'মানুষ সতেরো-আঠারো বছর বয়সে নিজ সিদ্ধান্ত নিতে পারে।' একথা শুনে মরহুম মওলানা মুহাম্মদ আলভী সাহেবের মাধ্যমে বয়আত গ্রহণ করে জামাতভুক্ত হন। বয়আত সম্পর্কে মওলানা আলভী সাহেব নিজের একটি স্বপ্ন বর্ণনা করে বলেন, তিনি স্বপ্নে দেখেছিলেন যে তার প্রতি অনেকগুলো নক্ষত্র ছুটে আসছে, যেগুলোর মধ্যে একটি ছোট নক্ষত্র খুবই দ্রুতবেগে ধেয়ে আসছে। আলভী সাহেব এই ছোট নক্ষত্র বলতে মৌলভী মুহাম্মদ নজীব খান সাহেব মরহুমকে মনে করতেন। যাহোক, তিনি পরিবারে সর্বপ্রথম বয়আতকারী ছিলেন। তার পিতা জামাত সম্পর্কে জানতেন, কিন্তু তখনো আহমদী হন নি। পরবর্তীতে মরহুমের প্রচেষ্টায়ই মা, ভাই এবং পিতা বয়আত করেন। বয়আত

গ্রহণের পর মরহুম এক স্বপ্নের ভিত্তিতে জামেয়া আহমদীয়াতে ভর্তি হন এবং ওয়াকেফে যিন্দেগী হিসাবে জামাতের সেবা করার সিদ্ধান্ত নেন। জামেয়া পাশ করার পর ভারতের বিভিন্ন স্তানে তার নিয়োগ হয়; প্রথমে চন্ডিগড়ে এবং পরবর্তীতে বিভিন্ন জায়গায় মোবাল্লেগ হিসাবে কাজ করেছেন। পরবর্তীতে আমি তাকে নায়েব নাযের দাওয়াত ইলাল্লাহ নিযুক্ত করি। একইভাবে নূরুল ইসলাম বিভাগের নায়েব ইনচার্জ হিসাবে তবলীগের কাজ খুব ভালোভাবে করছিলেন; সেখানে ভালো কাজ করেছেন। তিনি নামায-রোযায় যত্নবান ছিলেন; তাহাজ্জুদ-গুযার ছিলেন, খেলাফতের সাথে সত্যিকার সম্পর্ক রক্ষাকারী, বিশ্বস্ততা এবং প্রকৃত ভালোবাসা ও আন্তরিকতা রাখতেন। প্রত্যেকটি কাজ নিষ্ঠার সাথে খুবই সুন্দরভাবে, গুছিয়ে যথাসময়ে সম্পাদন করতেন। কাজ একাগ্রতার সুন্দরভাবে গুছিয়ে এবং যথা সময়ে করা তার স্বভাবসিদ্ধ ছিল। ইবাদতের প্রতি বিশেষ মনোযোগী ছিলেন এবং পরিবারের সদস্যদেরও তিনি এদিকে মনোযোগ আকর্ষণ করতেন। বান্দার অধিকার প্রদানেও বিশেষভাবে অংশগ্রহণ করতেন। নূরুল ইসলাম বিভাগের প্রধান শিরাজ সাহেব লিখেন, মরহুম নিয়মিতভাবে বায়তুদ দোয়াতে এসে দোয়া করতেন। অত্যন্ত ভদ্র মানুষ ছিলেন, নিঃস্বার্থ ধর্মসেবার চেতনায় সমৃদ্ধ ছিলেন। যুগ-খলীফার তরবিয়তী এবং তবলীগী টার্গেট পূরণের কাজে সর্বদা ব্যস্ত থাকতেন। জামাতের বইপুস্তক মালায়ালাম ভাষায় অনুবাদ এবং অনুবাদকৃত বই রিভিউ ও চেকিং-এর কাজ করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। মরহুমের এসব সেবামূলক কাজ সম্পর্কে কাদিয়ানের নাযের নাশর ও ইশায়াত সাহেব বলেন, 'মরহুম আল-ওসীয়্যত, তাজাল্লিয়াতে ইলাহিয়্যা, ইরফানে ইলাহী, কায়েদা-ইয়াসসারনাল কুরআন এবং তাহরীকে ওয়াকফে নও সম্পর্কে আমার খুতবাসমূহ মালায়ালাম ভাষায় অনুবাদ করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। এছাড়া তফসীরে সগীর মালায়ালাম ভাষায় পুনর্মুদ্রণ করার সময় চেক করারও তৌফিক লাভ করেছেন। তার লিখিত মালায়ালাম ভাষায় তিন খণ্ডের একটি বই 'নিসাবে তালীম' রয়েছে।' ২০১৩ থেকে ২০১৬ পর্যন্ত কেরালা প্রদেশের রিভিউ কমিটির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করার সৌভাগ্য পান। কেরালা প্রদেশের আরনাকুলাম জেলার আমীর জনাব আবু বকর সাহেব বলেন, 'তার মাঝে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর লেখা অনুবাদ করে মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়ার এক অদম্য প্রেরণা ছিল। দুর্বল ঈমানের অধিকারী ব্যক্তিদের দৃঢ়চিত্ততার মর্যাদায় উপনীত করার জন্য এবং তাদেরকে অবিচল রাখার জন্যও সর্বদা চেষ্টা করতেন।' আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের পদমর্যাদা উন্নীত করুন।

দ্বিতীয় জানাযা হল, চৌধুরী আহমদ দীন চাট্‌ঠা সাহেবের পুত্র এবং মুনীর বাসমাল সাহেব, এডিশনাল নাযের ইশায়াত-এর বড়ভাই নযীর আহমদ খাদেম সাহেবের। ৬ ফেব্রুয়ারি তারিখে তিনি ইন্তেকাল করেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। তার দাদা চৌধুরী শাহ দীন সাহেবের মাধ্যমে তাদের বংশে আহমদীয়াত এসেছিল। নযীর খাদেম সাহেব কলেজে অধ্যয়নের সময় থেকেই ধর্মসেবার কাজ আরম্ভ করে দিয়েছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা তাকে লেখা এবং বক্তৃতায় বিশেষ দক্ষতায় ভূষিত করেছিলেন। যৌবনকাল থেকে আরম্ভ করে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি তার বক্তৃতা, লেখা এবং ওয়ায-নসীহতের মাধ্যমে ধর্মসেবা ও ধর্মপ্রচারের কাজে রত ছিলেন। খোদ্দামুল আহমদীয়া রাবওয়াতে মুআবিন সদর ছিলেন, এছাড়া মোতামাদ হিসেবেও কাজ করার সৌভাগ্য লাভ করেন। এরপর বাহাওয়াল নগর জামাতের নায়েব আমীর হিসেবেও সেবা করেন, মজলিস আনসারুল্লাহ'র নায়েব কায়েদ উমুমী হিসেবে কাজ করারও সৌভাগ্য পান; দারুল কাযা, রাবওয়ার কাযীর পদেও নিযুক্ত ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা তার সাথে ক্ষমার আচরণ করুন এবং তার উত্তরসূরী ও তার সন্তানদের তার পুণ্যসমূহ অব্যাহত রাখার তৌফিক দান করুন।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ হবে জনাব আলহাজ্ব ডাক্তার ড. নানা মোস্তফা এটিবটিং সাহেবের, যিনি ঘানাতে আলহাজ্জ চোচো নামে সুপরিচিত ছিলেন। তিনি ১৭ জানুয়ারী ৭০ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন, ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজিউন। খৃষ্টান পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন; ১৯৭৯ সনে তিনি আহমদীয়াত গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন। তিনি তার কর্মজীবন আরম্ভ করেন একজন ড্রাইভার হিসেবে। তাঁর আমীর আব্দুল ওয়াহাব আদম সাহেবের সাথে দীর্ঘকাল ড্রাইভার হিসেবে কাজ করার সৌভাগ্য হয়। ইংল্যান্ড ও ঘানাতে জামাতের প্রেসে কাজ করারও সৌভাগ্য হয়েছে। কিছুদিন তিনি জাপানেও ছিলেন আর সেখানে তাকে জামাতের স্থানীয় প্রেসিডেন্টও বানানো হয়েছিল। আমি যখন সেখানে গিয়েছি তখন দেখেছি, তিনি খুবই হাসিখুশি থাকতেন, সবসময় ধর্মীয় কাজে ব্যস্ত থাকতেন। যদিও কোন পদ ছিল না, তবুও সবসময় সব কাজের জন্য প্রস্তুত থাকার চেষ্টা করতেন। পরে তিনি নিজের ব্যবসা আরম্ভ করেন আর ব্যবসায় উন্নতি করতে করতে ঘানার প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান। চোচো ইণ্ডাস্ট্রী নামে তার একটি কারখানাও ছিল। তিনি এই ব্যবসায়িক সাফল্য আল্লাহ্ তা'লার কৃপার পাশাপাশি যুগ-খলীফার দোয়া এবং আল্লাহ্‌র পথে কুরবানীর প্রেরণার কারণেই হয়েছে বলে জ্ঞান করতেন। তিনি অনেক আর্থিক কুরবানী করতেন। ঘানার ন্যাশনাল সেক্রেটারী জায়েদাদ হিসেবে ১১ বছর কাজ করার সুযোগ পেয়েছেন। রিজিওনাল প্রেসিডেন্ট হিসেবেও তিনি জামাতের সেবা করার সৌভাগ্য পেয়েছেন। মরহুম আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় মুসী ছিলেন। তার শোকসন্তপ্ত পরিবারে তিনজন স্ত্রী ও তিন কন্যা রয়েছে। তার এক পুত্রও ছিল যে কয়েক বছর পূর্বে মারা গিয়েছিল।

কুফে রিডওয়ার মিশনারী মোবারক আহমদ আদিল সাহেব; লিখেন, 'তার গুণাবলীর মধ্যে ধর্ম ও মানবতার সেবায় সময় ও অর্থের অকুণ্ঠচিত্তে ব্যয় করা এবং বিনয় খুবই উল্লেখযোগ্য ছিল। তাহাজ্জুদ ও পাঁচবেলার নামায পড়ার বিষয়ে বিশেষভাবে যত্নবান ছিলেন। রীতিমত ও যথাসময়ে সব চাঁদা পরিশোধ করতেন। একটি মসজিদ তিনি সম্পূর্ণ নিজের খরচে বানিয়েছেন আর বহু মসজিদ নির্মাণে অর্ধেকের চেয়ে বেশি ব্যয়ভার বহন করেছেন। একইভাবে কোন কোন মিশন হাউস নির্মাণ এবং সংস্কারকাজেও বড় অংক ব্যয় করেছেন। জামাতের জায়গা-জমি কেউ জবরদখল করলে বা অন্য কোন সমস্যা দেখা দিলে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তিনি স্বয়ং উকিল করে এর তদারকি করতেন এবং সাকুল্য ব্যয় নিজে বহন করতেন, জামাতের কাছ থেকে নিতেন না। আহমদীয়াদের বাণী প্রচারের জন্য তার হৃদয়ে এক বিশেষ প্রেরণা ও আগ্রহ ছিল। তিনি তার পিতামাতাকেও তবলীগ করে আহমদীয়া জামা'তভুক্ত করেন। বিগত দশ বছরেরও অধিক সময় যাবৎ একটি রেডিও চ্যানেলে, নিজের খরচে (প্রতিদিন) আধা ঘণ্টার একটি তবলীগি অনুষ্ঠান করাতেন যা ঘানার অর্ধেক জনবসতি শুনতে পায়, আর যা এখনও অব্যাহত আছে। এছাড়া তার একটি টিভি চ্যানেলও ছিল, তাতেও নিজের খরচে সাপ্তাহিক তবলীগী অনুষ্ঠান করাতেন; ভিডিও অনুষ্ঠান হতো এবং তবলীগ সংক্রান্ত সম্প্রচার হত। এসব অনুষ্ঠানের মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে জামাতের বাণী পৌঁছেছে আর শত শত মানুষ আহমদীয়াত গ্রহণের সৌভাগ্যও লাভ করেছে। শুধুমাত্র তবলীগের কাজের জন্য একটি গাড়ী বরাদ্দ করে রেখেছিলেন। তবলীগী ও তরবীয়তি দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে সুবিধে ও গতি সঞ্চারের লক্ষ্যে তিনি কোন কোন মোয়াল্লেম ও মুরব্বীকে মোটরসাইকেল এবং কতককে গাড়িও কিনে দিয়েছিলেন; গোপনেও তাদেরকে আর্থিক সহযোগিতা করতেন আর জামাতের সদস্যদের উপদেশ দিয়ে বলতেন, 'আহমদীয়াতকে নিজের ব্যক্তিগত ও মূল্যবান সম্পদের মত প্রিয় ও মূল্যবান জ্ঞান করে নিষ্ঠার সাথে এর সেবা ও সুরক্ষার ব্যবস্থা করা উচিত। তবলীগের জন্য সব ধরনের ত্যাগ স্বীকার করুন, এর ফলে আল্লাহ্ তা'লাও আপনার প্রতি অগণিত আশিস ও অনুগ্রহ করবেন।' আর তিনি স্বয়ং এক্ষেত্রে আদর্শ ছিলেন। অন্যদের যেসব উপদেশ দিতেন, নিজের ব্যবহারিক আদর্শও অনুরূপ রাখার চেষ্টা করতেন। কুফে রিডওয়া রিজিওনের হাসপাতালটি হল অঞ্চলের সবচেয়ে বড় হাসপাতাল; এর রাস্তাঘাট কোন কোন জায়গায় ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে যায়, এতে রোগীদের অনেক কষ্ট হতো। নিজ খরচে তিনি নতুন করে রাস্তা নির্মাণ করান আর তা উদ্বোধন করার জন্য আঞ্চলিক মন্ত্রী, রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ, ডাক্তার এবং গণমাধ্যমের লোকেরা সবাই এসেছিলেন। সেখানে উপস্থিত প্রায় সবাই অ-আহমদী বা খ্রিস্টান ছিলেন। সেখানে তিনি নিজ অভিব্যক্তি প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন, 'আমি একজন আহমদী মুসলমান এবং মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীকে মসীহ্‌র পুনরাগমন বলে বিশ্বাস করি। প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) এবং তাঁর খলীফাগণই আমাকে আল্লাহ্‌র প্রাপ্য অধিকার প্রদানের নিমিত্তে মানবসেবা করাও শিখিয়েছেন। তাই, (একজন) আহমদী মুসলমান হিসেবে আমি মানুষের প্রতি সহানুভূতি আর তাদের কষ্ট দূর করার চেষ্টা করাকে নিজের জন্য অপরিহার্য জ্ঞান করি আর এ কারণেই আমি হাসপাতালের এই সড়ক নির্মাণ করেছি।' আটচল্লিশ বছর বয়সে তিনি মোয়াল্লেম জামাল উদ্দীন সাহেবের কাছে পুনরায় পবিত্র কুরআন পড়েন এবং উচ্চারণ শুদ্ধ করার জন্য পুনরায় ইয়াস্‌সারনাল কুরআন পড়েন। নিয়মিত অনুবাদসহ (কুরআন) তিলাওয়াতের অভ্যাস বজায় রেখেছেন এবং গভীর অভিনিবেশও করতেন। তিনি অনেক শিশুকে দত্তক নিয়েছিলেন, তাদের আবাসনের জন্য নিজের বাড়িতে বাড়তি কক্ষের ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন আর তাদের ধর্মীয় ও জাগতিক শিক্ষা-দীক্ষারও ব্যবস্থা করেছেন। মোটকথা, তিনি অগণিত সৎকর্ম সম্পাদনকারী ব্যক্তিত্ব ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি ক্ষমা ও কৃপাসুলভ আচরণ করুন, (তার) পদমর্যাদা উন্নীত করুন আর তার পরিবার-পরিজনকেও তার সৎকাজগুলো ধরে রাখার তৌফিক দিন।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ রাবওয়া নিবাসী ফযল দ্বীন সাহেবের ছেলে জনাব গোলাম নবী সাহেবের। তিনি গাবুনের মুরব্বী সিলসিলাহ্ জিয়াউর রহমান তৈয়্যব সাহেবের পিতা ছিলেন। তিনি ২ ফেব্রুয়ারী তারিখে মৃত্যুবরণ করেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিউন। তিনি জন্মগত আহমদী ছিলেন; ব্যাংকে চাকুরী করতেন, সেখান থেকে অবসর গ্রহণের পর ডাসকায় এসে বসতি স্থাপন। সেখানে তিনি সেক্রেটারী মাল, ভাইস প্রেসিডেন্টও, জেনারেল সেক্রেটারী, আনসারুল্লাহ্‌র যয়ীমও ছিলেন এবং ইমামুস সালাত হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। নিয়মিত তাহাজ্জুদ নামায আদায় করতেন, কষ্ট করে হলেও মসজিদে এসে নামায আদায় করতেন, নিয়মিত উচ্চস্বরে কুরআন তেলাওয়াত করতেন। অত্যন্ত স্নেহশীল, সহানুভূতিশীল, কোমল-হৃদয়, ধৈর্য্যশীল ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনকারী ব্যক্তি ছিলেন। যেভাবে আমি বলেছি, তিনি গাবুনের মুরব্বী সিলসিলাহ্ জিয়াউর রহমান তৈয়্যব সাহেবের পিতা ছিলেন; বর্তমান পরিস্থিতির কারণে তিনি অর্থাৎ মুরব্বী সাহেব পিতার জানাযা ও দাফনকার্যে অংশগ্রহণ করতে পারেন নি। আল্লাহ্ তা'লা তাকেও ধৈর্য ও মনোবল দিন এবং মরহুমের পদমর্যাদা উন্নীত করুন। (আমীন)

(কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)

সীরাতুল মাহদী (আ.)

প্রণেতা: হযরত মির্যা বশির আহমদ এম.এ. (রা.)

ভাষান্তর: **মাওলানা জুবায়ের আহমদ বিপু**

(প্রথম কিস্তি)

ইমাম বুখারী (রহ.) হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.)-এর একটি বর্ণনা সংকলন করেছেন, যেখানে মহানবী (সা.) লেছেন, "ইন্নামাল আ'মালু বিন্ নিয়্যাত" অর্থাৎ নিয়্যত অনুযায়ী কর্মের প্রতিদান লাভ হবে। *(সহীহ বুখারী)*

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী মসীহ্ মাওউদ ও মাহদীয়ে মাস'উদ (আ.)-এর পুত্র আমি অধম মির্যা বশির আহমদ। আমি সংকল্প করেছি যে, আল্লাহ্ তা'লার দেয়া শক্তি-সামর্থ্য অনুযায়ী মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কথা, কাজ, জীবনচরিত, তাঁর অভ্যাস, উন্নত চারিত্রিক গুণাবলী এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদী আমি ঐ সকল লোকের জন্য একত্রিত করব– যারা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে সচক্ষে দেখার সৌভাগ্য লাভ করে নি এবং তাঁর সান্নিধ্যও পায় নি। অতএব আজ বুধবার ২৫ শা'বান ১৩৩৯ হিজরী মোতাবেক ৪ মে ১৯২১ সাল যোহর নামাযের পর মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বায়তুদ দোয়ায় বসা অবস্থায় এই মহৎ কাজ শুরু করছি আর আল্লাহ্‌র সমীপে আমার বিনীত দোয়া হল– তিনি যেন আমাকে সীরাতে মুস্তাকিমে প্রতিষ্ঠিত রাখেন এবং এই কিতাব সম্পন্ন করার সৌভাগ্য দান করেন, আল্লাহুম্মা আমীন।

খাকসার
পুস্তক প্রণেতা: মির্যা বশির আহমদ,
কাদিয়ান

১। **বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম–** হযরত আম্মাজান আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, একবার হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আমাকে বলেছেন– আল্লাহ্ তা'লার কাছ থেকে আমি জানতে পেরেছি অথবা আল্লাহ্ তা'লা আমাকে অবগত করেছেন যে, 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযিম'– অনেকবার পাঠ করা উচিত। হযরত আম্মাজান বলেন, এই কারণে তিনি (আ.) এটি অধিকহারে পাঠ করতেন, এমনকি রাতে বিছানায় পাশ ফিরানোর সময়ও এই বাক্যাবলীই মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মুখে উচ্চারিত হতো। আমি নিজেও এই ঘটনা যখন মৌলবি শের আলী সাহেবের নিকট বর্ণনা করেছি তখন তিনি বললেন যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে 'সুবহানাল্লাহ্' অনেক বেশি পাঠ করতে আমিও দেখেছি। মৌলবী সাহেব আরো বলেন যে, আমি মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে ইস্তিগফার পড়তে কখনো শুনি নি। যাহোক, আমিও হযরত মসীহ্ ও মাওউদ (আ.)-কে 'সুবহান্নাল্লাহ্' পড়তে শুনেছি। তিনি (আ.) অনেক ধীরে ধীরে থেমে থেমে, নীরবতার সাথে প্রশান্ত চিত্তে এবং কোমলতার সাথে এই বাক্যাবলী বার বার পাঠ করতেন। আর এমনভাবে পাঠ করতেন যেন আল্লাহ্ তা'লার অনন্য বৈশিষ্টাবলীর প্রতিও তিনি একই সাথে মনোনিবেশ করছেন।

২। **বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম–** হযরত আম্মাজান আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) সাধারণত সার্বক্ষণিক ওযু করা অবস্থায় থাকতেন। অসুস্থতা এবং অন্য কোন গুরুত্বপূর্ণ কারণ তাঁকে বিরত না রাখলে যখনই তিনি (আ.) প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিয়ে আসতেন তখনি ওযু করে নিতেন।

৩। **বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম–** হযরত আম্মাজান আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) পাঁচ ওয়াক্ত নামায ছাড়াও সাধারণত দুই ধরনের নফল নামায আদায় করতেন আর তার একটি হচ্ছে, ইশরাকের নামায (দুই অথবা চার রাকাত) যা তিনি (আ.) কখনো কখনো আদায় করতেন আর তার দ্বিতীয়টি হচ্ছে, তাহাজ্জুদের নামায (আট রাকাত) যা তিনি নিয়মিত আদায় করতেন। আর শেষ বয়সে দুর্বলতার কারণে অন্ততপক্ষে বসে হলেও তাহাজ্জুদের নামায আদায় করতেন।

৪। **বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম–** হযরত আম্মাজান আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) সাধারণত প্রভাতে নামাযের পর কিছুক্ষণের জন্য ঘুমাতেন কেননা রাতের অধিকাংশ সময় তিনি (আ.) জাগ্রত থাকতেন। প্রমত, এই কারণে যে, তাঁকে রাতের অধিকাংশ সময় বিভিন্ন রচনা সমগ্র

লিখতে হতো, যা লিখতে অনেক দীর্ঘ সময় লেগে যেত। দ্বিতীয়ত, প্রশ্রাবের জন্যও তাকে অনেকবার উঠতে হত। এছাড়া তাহাজ্জুদের নামাযের জন্যও জাগ্রত হতেন। এমনকি হযরত আম্মাজান বলেছেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) কেরোসিন তেলের প্রদীপের সামনে বসে কাজ করতে অপছন্দ করতেন আর এর পরিবর্তে মোমবাতি ব্যবহার করতেন। এক সময় কিছুদিনের জন্য তিনি গ্যাসের ল্যাম্পও ব্যবহার করেছিলেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর অভ্যাস ছিল অনেকগুলো মোমবাতি জ্বালিয়ে সামনে রাখা, যদি কোনটি নিভে যেত তাহলে সেই স্থানে অন্যটি জ্বালিয়ে রেখে দিতেন। আর ঘরে মোমবাতির বাণ্ডেল আনিয়ে স্তুপ করে রাখতেন। খাকসারের মনে আছে, বাইতুয যিকর এর সাথে উত্তর দিক থেকে লাগোয়া ঘরে মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর উত্তরের দেয়ালের নিকটে পালংকের ওপর বসে হয়তো কোন কাজে ব্যস্ত ছিলেন আর কাছেই মোমবাতিগুলো জ্বালানো ছিল। হযরত আম্মাজান মোমবাতির পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় পিছনের দিক থেকে তাঁর ওড়নার কিনারায় আগুন লেগে যায়, কিন্তু তিনি টেরই পেলেন না। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তা দেখা মাত্রই দ্রুততার সাথে উঠে গিয়ে নিজ হাতে আগুন নেভালেন। সেই সময় হযরত আম্মাজান কিছুটা ঘাবড়ে গিয়েছিলেন।

৫। **বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম–** হযরত আম্মাজান আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) ফরয নামাযের পূর্বের সুন্নতগুলো ঘরেই আদায় করতেন এবং পরের সুন্নতগুলোও সাধারণত ঘরেই পড়তেন আর কখনো কখনো মসজিদে গিয়েও আদায় করে নিতেন। খাকসার জিজ্ঞাসা করলাম যে, হযরত সাহেব নামায দীর্ঘ পড়তেন নাকি সংক্ষিপ্ত? আম্মাজান বললেন; সাধারণত সংক্ষিপ্তই আদায় করতেন।

৬। **বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম–** হযরত আম্মাজান আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, একদা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) নিজ বাগানে পায়চারী করছিলেন, সে অবস্থায় তিনি (আ.) একটি কমলা গাছের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন তিনি (অর্থাৎ হযরত আম্মাজান) অথবা অন্য কেউ বললেন যে, কমলা খেতে মন চাইছে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বললেন, তুমি কি কমলা নেবে? হযরত আম্মাজান অথবা সেই ব্যক্তিটি বলল হ্যাঁ। তখন মসীহ্ মাওউদ (আ.) সেই গাছের ডালে হাত দিলেন এবং হাত নামালে তাঁর (আ.) হাতে একটি কমলা ছিল আর তিনি (আ.) বললেন, এই নাও। খাকসার হযরত আম্মাজানকে জিজ্ঞেস করলাম, কমলা কেমন ছিল? আম্মাজান বললেন, হলুদ রঙের পাকা কমলা ছিল। আমি জিজ্ঞেস করি, তিনি (আ.) কি সেটা খেয়েছিলেন? আম্মাজান বললেন, আমার মনে নেই। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হযরত সাহেব কীভাবে হাত দিয়েছিলেন? তখন হযরত আম্মাজান নিজ হাত দিয়ে তা দেখিয়েছিলেন। সাধারণত গাছ থেকে ফল ছেড়ার সময় হাত খানিকটা সময় নেয় কিন্তু তিনি (আ.) শুধু হাত দিলেন আর দ্রুতই নামিয়ে নিলেন। খাকসার জিজ্ঞেস করলাম, তখন কি কমলার মৌসুম ছিল? হযরত আম্মাজান বললেন, না আর সেই গাছে তো কোন ফলই ছিল না। খাকসার এই ঘটনা মৌলবি শের আলী সাহেবের নিকট বর্ণনা করলে তিনি বলেন, আমি এই ঘটনা খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর নিকট থেকেও শুনেছি। তিনি (রা.) বলতেন, আমি বায়না ধরায় মসীহ্ মাওউদ (আ.) হাত দিয়ে এভাবে কমলা এনে দিয়েছিলেন।

৭। **বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম–** হযরত আম্মাজান বর্ণনা করেন যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন, একদা যখন আমি কোন এক সফর থেকে কাদিয়ানে ফিরে আসছিলাম তখন বাটালায় পৌঁছে কাদিয়ানের জন্য ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া নেই। এই এক্কা গাড়িতে একজন হিন্দু যাত্রীও বসা ছিল। আমি কেবলই আরোহণ করেছি আর সেই হিন্দু দ্রুততার সাথে অপর দিক দিয়ে উঠে বসল যা সূর্যের আলোর বিপরীতে ছিল আর আমাকে বসতে হল সূর্যের দিকে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বর্ণনা করেন, যখন আমরা শহর থেকে বেড়িয়ে গেলাম, অকস্মাৎ এক খণ্ড মেঘের টুকরার উদয় হল আর তা আমার আর সূর্যের মাঝখানে চলে আসলো। আর সাথে সাথেই চলতে থাকল। খাকসার হযরত আম্মাজানকে জিজ্ঞেস করি যে, হিন্দু লোকটি কি তখন কিছু বলেছিল? আম্মাজান বললেন, যতদূর মনে পড়ে, মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছিলেন, তখন হিন্দু লোকটি অনেক লজ্জিত হয় আর ক্ষমা প্রার্থনা করে। হযরত আম্মাজান বললেন, তখন ছিল গরম কাল।

এই একই ঘটনা মৌলবি শের আলী সাহেবও আমাকে বলেছেন। তিনি নিজেই মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কাছ থেকে এই ঘটনা শুনেছিলেন। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, মৌলবি সাহেব বাটালার স্থলে অমৃতসরের নাম নিয়েছেন। আর এই বিশ্বাসের বহিঃপ্রকাশ করেছেন যে, সেই হিন্দু এই অলৌকিক ঘটনা হৃদয়ঙ্গম করে অনেক বেশি অনুতপ্ত হয়েছিল।

৮। **বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম–** হযরত আম্মাজান আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তার নিকট বলেছেন, একদা কোন এক মোকদ্দমার জন্য আমি ডালহৌযি পাহাড় দিয়ে যাচ্ছিলাম। রাস্তায় বৃষ্টি শুরু হলে আমি ও আমার সঙ্গি ঘোড়ার এক্কা গাড়ি থেকে নেমে আসি আর রাস্তার নিকটে অবস্থিত জনৈক পাহাড়ি ব্যক্তির বাড়ির দিকে যাই। আমার সঙ্গি অগ্রসর হয়ে

বাড়ির মালিকের নিকট ভেতরে প্রবেশের অনুমতি চাইলে সে বারণ করল আর এতে করে পরস্পর বাদানুবাদ শুরু হলে বাড়ির মালিক রেগে বকাঝকা শুরু করল। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বর্ণনা করেন, এই বাকবিতণ্ডা শুনে আমি সম্মুখে অগ্রসর হই। আমার চোখের দিকে বাড়ির মালিকের চোখ পড়তেই আমি কিছু বলার পূর্বেই সে তার মস্তক অবনত করে নিল এবং বলল, প্রকৃত বিষয় হল, আমার একজন যুবতী কন্যা রয়েছে। এ কারণে আমি অপরিচিতদেরকে আমার ঘরে প্রবেশ করতে দেই না কিন্তু আপনি নিঃসন্দেহে ভিতরে আসতে পারেন। হযরত সাহেব বর্ণনা করেন যে, সে একজন অপরিচিত ব্যক্তি ছিল আর আমরা কেউ কাউকে চিনতাম না।

৯। **বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম–** হযরত আম্মাজান আমাকে বলেছেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাকে বর্ণনা করেছেন, 'একবার আমি এক সফরে ছিলাম। রাতে কোন এক বাড়ির দ্বিতীয় তলার কক্ষে অবস্থান করছিলাম। সেই ঘরেই আরো সাত আট জন ব্যক্তি ছিল। সবাই যখন শুয়ে পড়ল আর রাতের একাংশ অতিবাহিত হয়ে গেল তখন আমি কেমন যেন টক্ টক্ শব্দ শুনতে পেলাম এবং আমার হৃদয়ে এই শংকার সৃষ্টি হল, এই ঘরের ছাদ ভেঙ্গে পড়বে। তখন আমি আমার সঙ্গি মাসিতা বেগকে বলি, আমার মনে হচ্ছে এই ঘরের ছাদটি ভেঙ্গে পড়বে। তিনি বললেন, মিঞা! এটা আপনার ধারণা মাত্র। এই বাড়িটি নব-নির্মিত আর ছাদটিও একেবারেই নতুন, আপনি নিশ্চিন্তে শুয়ে পড়ুন। হযরত সাহেব বর্ণনা করছেন যে, পরে আমি শুয়ে পড়লাম কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই আবারো সেই ভীতি আমার হৃদয়ে জেকে বসলো। আমি পুনরায় আমার সঙ্গিকে জাগ্রত করলে সে আবারও একই রকম উত্তর দেয়। আমি অপারগ হয়ে পুনরায় শুয়ে গেলাম। কিন্তু পুনরায় আমার হৃদয়ে তীব্রভাবে এই ধারণার উদয় হলো আর এমন মনে হতে লাগলো যে, এখনি সিলিং ভেঙ্গে পড়বে। আমি শঙ্কিত হয়ে উঠে যাই আর এবার আমার সঙ্গিকে শক্তভাবে বলি যে, আমি বলছি এই ছাদ ভেঙ্গে পড়বে, উঠ! তুমি উঠছ না কেন? তখন অপারগ হয়ে সে উঠলো আর অন্য লোকদেরও আমি জাগিয়ে দিলাম আর বললাম, দ্রুত নিচে নেমে বাহিরে বেরিয়ে যাও। দরজার সাথেই সিঁড়ি ছিল। আমি দরজায় দাঁড়িয়ে গেলাম আর একে একে সকলেই নিচে নামতে লাগলো। হযরত সাহেব বর্ণনা করেছেন, যখন সকলে বেরিয়ে গেল তখন আমি বের হওয়ার জন্য যেই না আমার পা দরজা থেকে অর্ধেকটা বের করলাম, তৎক্ষণাৎ ছাদের একাংশ ভেঙ্গে পড়ল। আর সিলিং এত জোরে ভেঙ্গে পড়ল যে, নিচের ছাদও এর সাথেই ভেঙ্গে গেল। হযরত সাহেব বর্ণনা করছেন, আমি দেখলাম, যে খাটে আমি শুয়ে ছিলাম তা টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। খাকসার হযরত আম্মাজানকে জিজ্ঞেস করলাম, মাসীতা বেগ কে ছিলেন? হযরত আম্মাজান বলেন, তিনি ছিলেন তোমাদের দাদার দূর সম্পর্কের আত্মীয় এবং কর্মচারিও বটে।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) একবার এই ঘটনাকে এভাবে বর্ণনা করেছিলেন যে, ঘটনাটি সিয়ালকোটের যেখানে তিনি (আ.) চাকরী করতেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বর্ণনা করতেন যে, তখন আমি এটিই মনে করছিলাম যে, এই ছাদ কেবল আমার বাহিরে বের হওয়ার অপেক্ষা করছে এবং খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, তখন সেই ঘরে কিছু হিন্দুও ছিল যারা এই ঘটনা অবলোকনে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর প্রতি অনেক অনুরুক্ত হয়ে যায়।

১০। **বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম–** বালহুয়া নিবাসি ঝান্ডা সিং নামক ব্যক্তি আমার কাছে এভাবে বর্ণনা করেছে যে, "আমি বড় মির্যা সাহেবের নিকট আসা-যাওয়া করতাম। একদা আমাকে বড় মির্যা সাহেব বললেন, যাও গোলাম আহমদকে ডেকে নিয়ে আসো। আমার পরিচিত জেলার একজন ইংরেজী চিকিৎসক এসেছে, তার মর্জি হলে একটি ভালো পদে তাকে ভৃত্য বানিয়ে দেই"। ঝান্ডা সিং বলতো যে, আমি মির্যা সাহেবের নিকট গিয়ে দেখি চতুর্দিকে বইয়ের স্তুপের মাঝে বসে কিছু একটা অধ্যয়ন করছেন। আমি বড় মির্যা সাহেবের বার্তা পৌঁছে দিলাম। মির্যা সাহেব আসলেন আর উত্তর দিলেন, "আমি তো ভৃত্য হয়েই গেছি"। বড় মির্যা সাহেব বললেন, আচ্ছা! আদতেই কী তুমি ভৃত্য হয়ে গেছ? মির্যা সাহেব বললেন, হ্যাঁ! হয়ে গেছি। তখন বড় মির্যা বললেন, যদি প্রকৃতপক্ষেই ভৃত্য হয়ে গিয়ে থাকো তাহলে তো ঠিক আছে।

আমার জানা মতে বালহুয়া কাদিয়ানের দক্ষিণে দুই মাইল দূরবর্তী একটি গ্রাম আর ভৃত্য হওয়া বলতে এখানে আল্লাহ্ তা'লার দাসত্বকে বুঝানো হয়েছে। যাহোক ঝান্ডা সিং! বহুবার এই ঘটনা বর্ণনা করেছে এবং কাদিয়ানের দৃশ্যমান উন্নতি অবলোকনে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর অনেক স্মৃতিচারণ করতেন আর মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে অনেক ভালবাসতেন। বংশের মাঝে বড় আর সম্মানিত হওয়ার কারণে আমাদের দাদা সাহেবকে সাধারণভাবেই লোকেরা বড় মির্যা সাহেব বলতেন। এভাবে স্বয়ং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-ও তার সম্বন্ধে এ কথগুলোই বলতেন। *(সীরাতুল মাহদী, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১-১২)... চলবে*

এক নজরে দেশের বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত জামা'তি কার্যক্রম

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ঢাকার মাদারটেক হালকায় মুসলেহ মাওউদ (রা.) দিবস পালন
(বাকী প্রতিবেদন ৪৪ পৃ. দ্রষ্টব্য)

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, রংপুরে মুসলেহ মাওউদ (রা.) দিবস পালন
(প্রতিবেদন ৪৪ পৃ. দ্রষ্টব্য)

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, কটিয়াদিতে মুসলেহ মাওউদ (রা.) দিবস পালন
(প্রতিবেদন ৪৫ পৃ. দ্রষ্টব্য)

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ডোহাভায় ওসীয়্যত সেমিনার অনুষ্ঠিত
(প্রতিবেদন ৪৬ পৃ. দ্রষ্টব্য)

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বীরগঞ্জে ওসীয়্যত সম্মেলন অনুষ্ঠিত
(প্রতিবেদন ৪৬ পৃ. দ্রষ্টব্য)

বৌদ্ধধর্মাবলম্বী এবং পাহাড়ীদের মাঝে আহমদীয়াত তথা প্রকৃত ইসলামের বাণী প্রচারের কিছু স্থিরচিত্র

(প্রতিবেদন ৪৬ পৃ. দ্রষ্টব্য)

চিত্র: ০১

চিত্র: ০২

চিত্র: ০৩

চিত্র: ০৪

মাহিল্যা আহমদীয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে পাহাড়ী শিক্ষার্থী ও অভিভাববৃন্দ

শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থী ও অভিভাববৃন্দ

বিজয়ী খোদ্দামুল আহমদীয়ার
দলপতির হাতে
চ্যাম্পিয়ন ট্রফি তুলে দিচ্ছেন
মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব

রানার্স-আপ মজলিস আনসারুল্লাহ্‌র
দলপতির হাতে ট্রফি তুলে দিচ্ছেন
মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব

মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের
সামনে উপবিষ্ট দেশের বিভিন্ন স্থান
থেকে আগত মজলিস আনসারুল্লাহ্‌
ভলিবল দলের সদস্যবৃন্দ

মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের
সামনে উপবিষ্ট দেশের বিভিন্ন স্থান
থেকে আগত মজলিস খোদ্দামুল
আহমদীয়া ভলিবল দলের সদস্যবৃন্দ

২০ মার্চ ২০২০ তারিখে যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডে অবস্থিত মুবারক মসজিদে প্রদত্ত

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর জুমুআর খুতবা

"পৃথিবীতে একজন সতর্ককারী এসেছেন কিন্তু পৃথিবী তাকে গ্রহণ করে নি। কিন্তু খোদা তা'লা তাকে গ্রহণ করবেন এবং অনেক শক্তিশালী উপুর্যুপরি আক্রমণসমূহের মাধ্যমে তাঁর সত্যতা প্রকাশ করবেন।"

"সেই খোদা, যিনি আকাশ এবং পৃথিবীর খোদা, তিনি আমার সামনে এটি প্রকাশ করেছেন। আর কেবল একবার নয় বরং বহুবার তিনি আমাকে বলেছেন যে, তুমি হিন্দুদের জন্য কৃষ্ণ আর মুসলমান ও খ্রিষ্টানদের জন্য মসীহ্ মাওউদ।"

"যে কাজের জন্য আল্লাহ্ তা'লা আমাকে প্রত্যাদিষ্ট করেছেন তা হল, খোদা ও তাঁর বান্দার সম্পর্কের মাঝে যে পঙ্কিলতা সৃষ্টি হয়ে গেছে, সেই পঙ্কিলতাকে দূর করে ভালবাসা ও আন্তরিকতার সম্পর্ককে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। দ্বিতীয়ত, সত্য প্রকাশের মাধ্যমে ধর্মীয় যুদ্ধের অবসান ঘটিয়ে সন্ধি ও মৈত্রির ভিত্তি স্থাপন করা। তৃতীয়ত, ধর্মের নিগুঢ় সত্য– যা বিশ্ববাসীর দৃষ্টির আড়ালে চলে গেছে সেগুলোকে প্রকাশ করা। চতুর্থত, সেই আধ্যাত্মিকতা– যা মানুষের কুপ্রবৃত্তির নিচে চাপা পড়ে গেছে, তার বাস্তব দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা। পঞ্চমত, খোদার ক্ষমতা ও শক্তি– যা মানুষের মাঝে প্রবিষ্ট হয়ে মনোযোগ নিবদ্ধ বা দোয়ার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়, তা শুধুমাত্র মৌখিক দাবির মাধ্যমে নয় বরং বাস্তবে রূপায়িত করে বর্ণনা করা। আর সবচেয়ে প্রণিধানযোগ্য হল, সব ধরনের অংশিবাদিতা থেকে মুক্ত নিপুণ ও উজ্জ্বল একত্ববাদের স্থায়ী চারাগাছ পুনরায় মানুষের মাঝে রোপন করা। আর এসব আমার শক্তিতে হবে না বরং সেই খোদার শক্তিবলে সম্পন্ন হবে যিনি আকাশ ও পৃথিবীর খোদা।"

"আমি দেখছি, যখন থেকে খোদা তা'লা আমাকে প্রত্যাদিষ্ট করে প্রেরণ করেছেন তখন থেকেই পৃথিবীতে এক মহাবিপ্লব সাধিত হচ্ছে।"

"মানুষ যখন খোদার পথ ভুলে যায় এবং তৌহিদ ও সত্যের অনুগমন পরিত্যাগ করে তখন মহামহিম খোদা তাঁর পক্ষ থেকে কোন বান্দাকে পরিপূর্ণ তত্ত্বজ্ঞান দান করে এবং স্বীয় বাণী ও ইলহামে সম্মানিত করে মানবকুলের হেদায়েতের জন্য প্রেরণ করেন।"

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

তাশাহ্‌হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

তিন দিন পর ২৩শে মার্চ। এটি সেই দিন, যেদিন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বয়আতের সূচনা করেছিলেন আর এভাবে রীতিমতো তাঁর মসীহ্ মাওউদ হওয়ার দাবির পাশাপাশি আহমদীয়া জামা'তেরও ভিত্তি রচিত হয়। এদিনটি আমাদের জামা'তে মসীহ্ মাওউদ দিবস হিসেবে উদযাপন করা হয়। এই দিবসকে সামনে রেখে জলাসাও হয়ে থাকে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর দাবি এবং তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য সম্পর্কেও আলোকপাত করা হয়ে থাকে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে যদিও তিন দিন বাকি আছে, কিন্তু পরবর্তী জুমুআ যেহেতু উক্ত দিনের (অর্থাৎ ২৩ মার্চের) পরে আসবে তাই আজ আমি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর নিজের ভাষায় তাঁর কিছু উদ্ধৃতি উপস্থাপন করব।

আজকাল যে মহামারি বিস্তার লাভ করেছে, এর ফলে এ বছর হয়ত অধিকাংশ দেশে এবং অধিকাংশ স্থানে জলসা করা সম্ভব হবে না। তাই আমার খুতবা ছাড়াও এমটিএ-তে এ উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠান সম্প্রচারিত হবে। সকল আহমদীর নিজেদের ঘরে নিজ সন্তানদেরকে নিয়ে সেগুলো শোনার চেষ্টা করা উচিত। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) মহানবী (সা.)-এর দাসত্বে তাঁরই কাজ এবং তাঁর ধর্মকে পৃথিবীতে প্রচার-প্রসারের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন। যেমন তিনি (আ.) এক স্থানে বলেন,

"আমি মহানবী (সা.)-এর প্রতি দরূদ প্রেরণ করি কেননা তাঁর জন্যই খোদা তা'লা এই জামা'ত প্রতিষ্ঠা করেছেন। এসব কল্যাণরাজি ও সাহায্য যা লাভ হচ্ছে তা তাঁরই আশিসের ফসল। তিনি বলেন, আমি পরিষ্কারভাবে বলছি আর এটিই আমার ধর্ম ও বিশ্বাস যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর আনুগত্য এবং পদাঙ্ক অনুসরণ করা ছাড়া কোন মানুষ কোন প্রকার আধ্যাত্মিক কল্যাণ ও আশিস লাভ করতে পারে না। *(লেকচার লুধিয়ানা, রূহানী খাযায়েন, বিংশ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৬৭)*

তিনি (আ.) মহানবী (সা.)-এর মাধ্যমে যে আধ্যাত্মিক কল্যাণরাজি লাভ করেছেন সে কারণে আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে সমস্ত পৃথিবীর সংশোধনের জন্য প্রেরণ করেছেন। ইসলামের মহিমা এবং সম্মান পৃথিবীতে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য পাঠিয়েছেন। যেমন এক জায়গায় তিনি (আ.) বলেন,

'ওয়া আরসালানি রাব্বি লেইসলাহিল খালক'। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা আমাকে সৃষ্টির সংশোধনকল্পে প্রেরণ করেছেন। *(এ'জাযে আহমদী, রূহানী খাযায়েন, উনবিংশ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৭৮)*

এরপর নিজ আগমন বা প্রেরিত হওয়া সম্পর্কে আরো স্পষ্ট করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন,

"এ কথা আমি বার বার বর্ণনা করব আর এর বহিঃপ্রকাশ থেকে আমি বিরত থাকতে পারি না যে, আমি সেই ব্যক্তি যাকে যথাসময়ে মানবের সংশোধনের উদ্দেশ্যে ধর্মকে নতুনভাবে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। আমি সেভাবে প্রেরিত হয়েছি যেভাবে কলিমুল্লাহ্‌র (অর্থাৎ হযরত মূসার) পর খোদা তা'লার সেই সুপুরুষ প্রেরিত হয়েছিলেন যার আত্মা হেরোডাসের রাজত্বকালে বহু কষ্টের ভেতর দিয়ে অতিবাহিত হওয়ার পর ঊর্ধ্বলোকে উত্থিত হয়েছে।" *(ফতেহ ইসলাম, রূহানী খাযায়েন, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৭-৮)*

এরপর এই কথার ঘোষণা দিতে গিয়ে যে, মহানবী (সা.) যে মসীহ্ মাওউদ এর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, তিনি যথাসময়ে আবির্ভূত হয়েছেন– তিনি বলেন,

"সুতরাং হে ভাইয়েরা! খোদার দোহাই, অনর্থক পীড়াপীড়ি ও বাড়াবাড়ি করো না। এমনসব কথা উপস্থাপন করা আমার জন্য আবশ্যক ছিল যা বুঝতে তোমরা ভুল করেছ। তোমরা যদি পূর্বেই সঠিক পথে থাকতে তাহলে আমার আসার কী-ইবা প্রয়োজন ছিল? আমি পূর্বেই বলেছি যে, আমি এই উম্মতের সংশোধনের জন্য ইবনে মরিয়ম হিসেবে এসেছি আর সেভাবে এসেছি যেভাবে হযরত মসীহ্ ইবনে মরিয়ম ইহুদিদের সংশোধনের জন্য এসেছিলেন। এ কারণেই আমি তার মসীল বা প্রতিচ্ছবি। কেননা আমার ওপর সেই কাজ বা সেই ধরনেরই দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে যেমনটি তাঁর ওপর অর্পিত হয়েছিল। ঈসা (আ.) আবির্ভূত হয়ে ইহুদিদেরকে অনেক ভুলভ্রান্তি এবং ভিত্তিহীন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন। সেগুলোর একটি ছিল- ইহুদিরা এলিয়া নবীর পুনরায় পৃথিবীতে আগমনের বিষয়ে সেভাবে আশা করে বসেছিল– যেভাবে আজকাল মুসলমানরা আল্লাহ্‌র রসূল মসীহ্ ইবনে মরিয়মের পুনরায় আগমনের আশা করে বসে আছে। তাই এলিয়া নবী এখন আকাশ থেকে অবতীর্ণ হতে পারে না, যাকারিয়ার পুত্র ইয়াহিয়াই এলিয়া, যার গ্রহণ করার গ্রহণ করুক–এই কথা বলে ঈসা (আ.) সেই পুরোনো ভ্রান্তি দূরীভূত করেন আর ইহুদিদের মুখে নাস্তিক ও কিতাব-বিমুখ আখ্যায়িত হন; কিন্তু যা সত্য ছিল তা তিনি প্রকাশ করেছেন। অতএব তার মসীল বা প্রতিচ্ছবিরও একই অবস্থা হয়েছে আর হযরত ঈসা (আ.)-এর মত তাকেও নাস্তিক উপাধি দেয়া হয়েছে।

এটি কি উন্নত মানের সাদৃশ্য নয়।"
(ইযালায়ে আওহাম, দ্বিতীয় খণ্ড, রূহানী খাযায়েন, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৯৪)

শুধু মুসলমানদের জন্যই নয় বরং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) সকল জাতি এবং ধর্মকে তাঁর প্রেরিত হওয়ার গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত করেছেন। যেমন, এক স্থানে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন,

"এটিও স্পষ্ট হওয়া উচিত যে, এই যুগে আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে আমার আগমন শুধু মুসলমানদের সংশোধনের উদ্দেশ্যেই নয় বরং মুসলমান, হিন্দু এবং খ্রিষ্টান– এই তিন জাতির সংশোধনই হলো উদ্দেশ্য। যেভাবে খোদা তা'লা আমাকে মুসলমান ও খ্রিষ্টানদের জন্য মসীহ্ মাওউদ হিসেবে প্রেরণ করেছেন, একইভাবে আমি হিন্দুদের জন্য অবতার হয়ে এসেছি। আমি আজ ২০ বছর বা ততোধিক কাল থেকে এ কথা প্রচার করে আসছি যে, পৃথিবী যেসব পাপে ভরে গেছে, সেসব পাপ দূরীভূত করার জন্য, আমি যেমনটি কি-না মসীহ্ ইবনে মরিয়মের বৈশিষ্ট্য নিয়ে এসেছি, সেভাবেই রাজা কৃষ্ণের বৈশিষ্ট্য সহকারেও এসেছি যিনি হিন্দু ধর্মের সকল অবতারের মাঝে একজন বড় অবতার ছিলেন। অথবা এটি বলা উচিত যে, আধ্যাত্মিক বাস্তবতার নিরিখে আমিই তিনি। এটি আমার কোন ধারণা বা অনুমান-প্রসূত কথা নয় বরং সেই খোদা, যিনি আকাশ এবং পৃথিবীর খোদা, তিনি আমার সামনে এটি প্রকাশ করেছেন। আর কেবল একবার নয় বরং বহুবার তিনি আমাকে বলেছেন যে, তুমি হিন্দুদের জন্য কৃষ্ণ আর মুসলমান ও খ্রিষ্টানদের জন্য মসীহ্ মাওউদ। আমি জানি যে, অজ্ঞ মুসলমানরা এটি শুনে তাৎক্ষণিকভাবে বলবে যে, একজন কাফেরের নাম অবলম্বন করে স্পষ্টভাবে নিজের কাফের হওয়া বরণ করে নিয়েছে। কিন্তু এটি খোদার ওহী যা প্রকাশ করা ছাড়া আমি থাকতে পারি না। আজ প্রথমবার এত বড় জনসমাবেশে আমি এ কথা উপস্থাপন করছি, কেননা যারা খোদার পক্ষ থেকে প্রত্যাদিষ্ট হয়ে থাকে তারা কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারকে ভয় করে না।"
(লেকচার সিয়ালকোট, রূহানী খাযায়েন, বিংশ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২২৮)

লেকচার শিয়ালকোটে তিনি এ কথা বলেন, আর মুসলমান এবং হিন্দুদের অনেক বড় এক জনসমাবেশে তিনি এই বক্তৃতা করেছিলেন। এরপর তাঁর প্রেরিত হওয়ার গুরুত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বর্ণনা করেন যে,

"মানুষ আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশের যত বিরোধিতা করে তার পুরোটাই পাপের কারণ হয়। এক তুচ্ছ সিপাহী সরকারের পক্ষ থেকে কোন নির্দেশ নিয়ে আসলে তার কথা অমান্যকারী অপরাধী আখ্যায়িত হয় এবং শাস্তি পায়। তুচ্ছ জাগতিক সরকারের অবস্থা-ব্যবস্থা যদি এটি হয়ে থাকে তাহলে সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারকের পক্ষ থেকে আগমনকারীর অসম্মান এবং অবমূল্যায়ন করা তাঁর নির্দেশকে কত ঘৃণ্যভাবে অমান্য করার নামান্তর। আল্লাহ্ তা'লা আত্মাভিমানী, তিনি মানুষকে হেদায়েতের দিকে আহ্বান করার জন্য প্রজ্ঞার দাবি অনুসারে একান্ত প্রয়োজনের সময়ে (অধর্মের ফলে) বিকৃত শতাব্দীর শিরোভাগে এক ব্যক্তিকে প্রেরণ করেছেন। তাঁর সকল প্রজ্ঞাভিত্তিক সিদ্ধান্তকে পদতলে পিষ্ট করা অনেক বড় একটি পাপ।"

এরপর তিনি বলেন, "মানবীয় বোধবুদ্ধি ঐশীপ্রজ্ঞার সমান হতে পারে না। মানুষের কী-ইবা যোগ্যতা আছে যে, ঐশী প্রজ্ঞার চেয়ে বেশি বুঝার দাবি করবে? ঐশী প্রজ্ঞা বর্তমান যুগে প্রকাশ্য ও স্পষ্ট।" তিনি বলেন, "পূর্বে একজন মুসলমানও যদি ধর্মত্যাগী হতো তাহলে হৈচৈ আরম্ভ হয়ে যেত (তিনি তৎকালের কথা বলছেন), অথচ এখন ইসলামকে এমনভাবে পদদলিত করা হয়েছে যে, এক লক্ষ ধর্মত্যাগী বিদ্যমান রয়েছে।" অতঃপর তিনি বলেন, "ইসলামের মতো পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন ধর্মের ওপর এমনভাবে আক্রমণ করা হয়েছে যে, মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে গালি-গালাজে পরিপূর্ণ হাজার-হাজার লক্ষ-লক্ষ পুস্তক ছাপানো হয়। কোন কোন পুস্তিকা তো কয়েক কোটি সংখ্যায়ও মুদ্রিত হয়। ইসলামের বিরুদ্ধে যা কিছু মুদ্রিত হয় সেগুলোর সব যদি একত্রিত করা হয় তাহলে এক বড় পাহাড় হয়ে যাবে। অপরদিকে মুসলমানদের অবস্থা এমন যে, তাদের মাঝে যেন প্রাণই নেই আর তারা সবাই যেন মৃত লাশ। এমন সময়ে যদি খোদা তা'লাও নীরব থাকেন তাহলে কী অবস্থা হবে? খোদার একটি আক্রমণ মানুষের হাজার আক্রমণের চেয়ে মারাত্মক এবং তা এমন যে, এর মাধ্যমে ধর্মের নাম সমুন্নত হবে।"

"খ্রিষ্টানরা উনিষশত বছর ধরে হৈচৈ করে আসছে যে, যীশু হলেন ঈশ্বর আর তাদের ধর্মের বিস্তার এখনও অব্যাহত আছে। অপরদিকে মুসলমানরা তাদেরকে আরো সহযোগিতা প্রদান করছে। খ্রিষ্টানদের হাতে সবচেয়ে বড় অস্ত্রই হলো- 'মসীহ্ জীবিত আছেন আর তোমাদের নবী (সা.) মারা গেছেন'। এরপর তিনি (আ.) বলেন, লর্ড বিশপ লাহোরে এক বড় সমাবেশে এ কথাই উপস্থাপন করে আর কোন মুসলমান এর উত্তর দিতে পারে নি, কিন্তু আমাদের জামা'তের পক্ষ থেকে মুফতি মুহাম্মদ সাদেক সাহেব সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তিনি উঠে দাঁড়ান এবং পবিত্র কুরআন, হাদীস, ইতিহাস ও ইঞ্জিল ইত্যাদি থেকে প্রমাণ করেন যে, হযরত ঈসা মৃত্যুবরণ করেছেন আর আমাদের নবী (সা.) জীবিত আছেন, কেননা মহানবী (সা.)-এর কাছ থেকে কল্যাণ লাভ করে অসাধারণ ও অলৌকিক নিদর্শন প্রদর্শনকারীগণ সকল যুগেই বিদ্যমান ছিল। তখন সে এর কোন সদুত্তর দিতে পারে নি। তিনি (আ.) বলেন, একবার লুধিয়ানায় আমি খ্রিষ্টানদের উদ্দেশ্যে একটি বিজ্ঞাপন প্রচার করেছিলাম যে, তোমাদের ও আমাদের মাঝে খুব একটা মতভেদ নেই। খুবই সামান্য বিষয়, অর্থাৎ তোমরা স্বীকার করে নাও যে, ঈসা (আ.) মৃত্যুবরণ করেছেন এবং তিনি আকাশে যান নি। এটি মেনে নিতে তোমাদের সমস্যা কোথায়? এতে তারা খুবই অসন্তুষ্ট ও ক্রুদ্ধ হয়ে বলে, আমরা যদি এই বিশ্বাস পোষণ করি যে, ঈসা (আ.) মৃত্যু বরণ করেছেন এবং আকাশে যান নি তাহলে আজ পৃথিবীতে একজনও খ্রিষ্টান থাকতো না।

তিনি বলেন, দেখ! খোদা তা'লা সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাবান। তিনি এমন পন্থা অবলম্বন

করেছেন- যার মাধ্যমে শত্রু ধ্বংস হয়ে যাবে। সাধারণ মুসলমানরা কেন এর বিরোধিতা করে! ঈসা (আ.) কি মহানবী (সা.)-এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলেন? আমার সাথে যদি বিতণ্ডা থাকে তাহলে এ ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন করো না আর এমন কাজ করো না- যা ইসলাম ধর্মের ক্ষতি সাধন করে। খোদা তা'লা কোন দুর্বল পন্থা অবলম্বন করেন না। আর এই পন্থা ছাড়া তোমরা ক্রুশ ভঙ্গ করতে পারবে না। *(মলফুযাত, অষ্টম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৭৪-১৭৫)*

এরপর অপর একস্থানে হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন,

"যে কাজের জন্য খোদা তা'লা আমাকে প্রত্যাদিষ্ট করেছেন তা হলো, খোদা ও বান্দার সম্পর্কের মাঝে যে পঙ্কিলতা সৃষ্টি হয়ে গেছে তা দূর করে যেন ভালোবাসা ও আন্তরিকতার সম্পর্ককে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করি। সত্য প্রকাশের মাধ্যমে ধর্মীয় যুদ্ধের অবসান ঘটিয়ে যেন শান্তি ও মিমাংসার ভিত্তি স্থাপন করি। ধর্মের সেসব নিগুঢ় সত্য, যা বিশ্ববাসীর দৃষ্টির আড়ালে চলে গেছে, সেগুলোকে যেন প্রকাশ করি। সেই আধ্যাত্মিকতা যা মানুষের কুপ্রবৃত্তির নীচে চাপা পড়ে গেছে, তার বাস্তব দৃষ্টান্ত যেন প্রদর্শন করি। আর খোদার ক্ষমতা ও শক্তি যা মানুষের মাঝে প্রবেশ করে মনোযোগ বা দোয়ার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়, শুধু মৌখিক দাবির মাধ্যমে নয় বরং ব্যবহারিক অবস্থার মাধ্যমে যেন তার বাস্তবতা উপস্থাপন করি। আর সবচেয়ে বড় বিষয় হলো সেই খাঁটি ও দীপ্তিময় তৌহিদ, যা সকল প্রকার অংশিবাদিতার মিশ্রণ থেকে পুরোপুরি মুক্ত ও পবিত্র- যা আজ পুরোপুরি বিলুপ্ত হয়ে গেছে, জাতির মাঝে পুনরায় এর চিরস্থায়ী চারা যেন রোপন করি। আর এসব কিছু আমার নিজের শক্তিবলে হবে না বরং সেই খোদার শক্তি ও ক্ষমতাবলে হবে যিনি আকাশ ও পৃথিবীর খোদা। আমি দেখছি– একদিকে খোদা স্বহস্তে আমাকে প্রশিক্ষণ দিয়ে এবং স্বীয় ওহীর মাধ্যমে আমাকে সম্মানিত করে আমার হৃদয়ে এই উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছেন যে, আমি যেন এধরনের সংশোধনের জন্য দণ্ডায়মান হই। আর অপর দিকে তিনি এমন হৃদয়ও প্রস্তুত রেখেছেন যারা আমার কথা মানার জন্য প্রস্তুত। আমি দেখছি, যখন থেকে খোদা তা'লা আমাকে প্রত্যাদিষ্ট করে প্রেরণ করেছেন তখন থেকেই পৃথিবীতে এক মহাবিপ্লব সাধিত হচ্ছে।" *(লেকচার লাহোর, রূহানী খাযায়েন, বিংশ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৮০-১৮১)*

এটি তাঁর (আ.) লেকচার লাহোরের উদ্ধৃতি।

আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় অনুগ্রহ ও দয়ার বহিঃপ্রকাশের লক্ষ্যে আর বান্দাদের সুরক্ষার জন্য তাঁর প্রত্যাদিষ্ট, সংশোধনকারী বা বিশেষ বান্দাদের প্রেরণ করে থাকেন– এ বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন,

"বিশ্বজগতের প্রতিপালক খোদার আদিরীতি হলো, যখনই পৃথিবীতে কোন প্রকার কষ্ট ও দুর্দশাচরম রূপ ধারণ করে তখন ঐশী অনুগ্রহ তা দূর করার প্রতি মনোযোগী হয়। অনাবৃষ্টির ফলে চরম দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে সৃষ্টিকুল যখন ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে থাকে তখন অবশেষে পরম করুণাময় খোদা যেভাবে বৃষ্টি বর্ষণ করেন। আর মহামারির ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ যখন প্রাণ হারাতে থাকে তখন যেভাবে বায়ু পরিশুদ্ধ হওয়ার কোন পন্থা বেরিয়ে আসে অথবা নিদেনপক্ষে কোন ঔষধই আবিষ্কার হয়ে যায়। অথবা কোন অত্যাচারীর কালো থাবায় কোন জাতি যখন বন্দি থাকে তখন যেভাবে কোন ন্যায়পরায়ণ ও সাহায্যকারীর জন্ম হয়- একইভাবে মানুষ যখন খোদার পথ ভুলে যায় এবং তৌহিদ ও সত্যের অনুগমন পরিত্যাগ করে, তখন মহামহিম খোদা তাঁর পক্ষ থেকে কোন বান্দাকে পরিপূর্ণ তত্ত্বজ্ঞান দান করে এবং স্বীয় বাণী ও ইলহামে সম্মানিত করে মানবকুলের হেদায়েতের জন্য প্রেরণ করেন, যেন যে অবক্ষয় সাধিত হয়েছে, তিনি তার সংশোধন করেন। এতে নিহিত প্রকৃত রহস্য হলো, পালনকর্তা খোদা, যিনি মহাবিশ্বের স্থিতি ও স্থায়িত্বদাতা এবং মহাবিশ্বের অস্তিত্বের যিনি একমাত্র অবলম্বন; তিনি সৃষ্টির জন্য কল্যাণসাধনের কোন বৈশিষ্ট্য প্রকাশে দ্বিধা করেন না আর একে বেকার এবং অকেজো অবস্থায়ও ছেড়ে দেন না বরং তাঁর প্রতিটি বৈশিষ্ট্য যথাস্থানে ও যথা উপলক্ষ্যে তাৎক্ষণিকভাবে প্রকাশিত হয়।" *(বারহীনে আহমদীয়া, দ্বিতীয় খণ্ড, রূহানী খাযায়েন, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১১৩-১১৪, টীকা নং: ১০)*

পুনরায় একস্থানে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন,

"সেই ব্যক্তি অতি কল্যাণমণ্ডিত ও সৌভাগ্যবান যার হৃদয় পবিত্র। সে চায় যে, আল্লাহ্ তা'লার মাহাত্ম্য ও প্রতাপ প্রকাশিত হোক, কেননা আল্লাহ্ তা'লা তাকে অন্যদের ওপর প্রাধান্য দান করেন। যারা আমার বিরোধিতা করে তাদের ও আমাদের মাঝে সিদ্ধান্ত আল্লাহ্ তা'লারই হাতে। তিনি আমার ও তাদের হৃদয়ের অবস্থা খুব ভালোভাবে জানেন আর দেখেন যে, কার হৃদয় লোক দেখানো ও প্রদর্শনের মোহে আচ্ছন্ন আর কে শুধু খোদা তা'লার জন্য নিজের হৃদয়ে এক অন্তর্দাহ লালন করে। তিনি (আ.) বলেন, তোমরা খুব ভালোভাবে স্মরণ রেখো! হৃদয় পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত আধ্যাত্মিকতা কখনোই উন্নতি করে না। হৃদয়ে যখন পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা সৃষ্টি হয় তখন তাতে উন্নতির জন্য বিশেষ শক্তি ও যোগ্যতা সৃষ্টি হয়ে যায় আর এরপর এর জন্য সকল প্রকার উপকরণ সামনে এসে যায় এবং সে উন্নতি করে। মহানবী (সা.)-এর প্রতি তাকাও! তিনি সম্পূর্ণ একা ছিলেন আর এই নিসঙ্গ ও অসহায় অবস্থায় দাবি করেন যে,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا

তখন কে ভাবতে পারত যে, এমন নির্বান্ধব ও নিঃসঙ্গ একজন মানুষের এই দাবি ফলপ্রদ হবে। আর একইসাথে তিনি এত বেশি বিপদাপদের সম্মুখীন হয়েছেন যার হাজার ভাগের এক ভাগেরও আমরা সম্মুখীন হইনি।" *(মলফুযাত, অষ্টম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৫৭-১৫৮)*

অতঃপর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) সামগ্রিকভাবে জগদ্বাসীকে সম্বোধন করে বলেন,

"আমাদের সবশেষ উপদেশ হলো, তোমরা নিজেদের ঈমানী অবস্থা খতিয়ে দেখ। এমনটি যেন না হয় যে, তোমরা অহংকার ও উদাসীনতা দেখিয়ে মহা পরাক্রমশালী খোদার দৃষ্টিতে বিদ্রোহী বলে পরিগণিত হবে। দেখ! খোদা তোমাদের প্রতি এমন সময় কৃপাদৃষ্টি দিয়েছেন, যখন প্রকৃতই দৃষ্টি দেয়ার সময় ছিল। অতএব চেষ্টা কর যেন সকল সৌভাগ্যের উত্তরধিকারী হতে পার। খোদা তা'লা ঊর্ধ্বলোক থেকে দেখেছেন যে, যাকে সম্মান দেয়া হয়েছে তাকে পদপিষ্ট করা হয়। আর সেই মহান রসূল (সা.) যিনি সর্বোত্তম মানব ছিলেন, তাঁকে গালি দেয়া হয়। তাঁকে অপরাধী ও মিথ্যাবাদী এবং মিথ্যা উদ্ভাবনকারীদের মাঝে গণ্য করা হয়। আর তাঁর কিতাব অর্থাৎ পবিত্র কুরআন সম্পর্কে অশালীন মন্তব্য করে সেটিকে মানুষের বানানো কথা মনে করা হয়। অতএব তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি স্মরণ করেছেন। সেই প্রতিশ্রুতি যা (সূরা হিজর: ১০) إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ আয়াতে রয়েছে। অতএব আজ সেই প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হবার দিন। তিনি অনেক বড় জোরালে আক্রমণ এবং বিভিন্ন ধরনের নিদর্শন দ্বারা তোমাদের সামনে প্রমাণ করে দেখিয়েছেন যে, এই যে জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এটি তাঁরই জামা'ত। তোমাদের চোখ কি পূর্বে কখনো খোদা তা'লার এমন অকাট্য এবং সুনিশ্চিত নিদর্শন দেখেছে- যা তোমারা এখন দেখেছ? খোদা তা'লা তোমাদের জন্য মল্লযোদ্ধার ন্যায় বি-জাতির সাথে যুদ্ধ করেছেন এবং তাদের বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করেছেন। দেখ! আথমের বিষয়টিও এক প্রকার মল্লযুদ্ধ ছিল। খুঁজে দেখ, আজ অথম কোথায়? শোন! আজ সে ধুলিসাৎ হয়ে গেছে। ইলহামের শর্ত অনুযায়ী, তাকে গুটিকতক দিন অবকাশ দেয়া হয়েছিল, এরপর সে সেই শর্ত অনুযায়ী ধরাশায়ী হয়েছে- যা ইলহামে ছিল। দ্বিতীয় মল্লযুদ্ধ ছিল লেখরামের বিষয়টি। অতএব চিন্তা করে দেখ, এই মল্লযুদ্ধেও খোদা তা'লা কীভাবে বিজয়ী হয়েছেন! আর তোমরা নিজেদের চোখে দেখেছ যে, ইলহামী ভবিষ্যদ্বাণীসমূহে পূর্বেই যেভাবে তার মৃত্যুর লক্ষণাবলী নির্ধারণ করা হয়েছিল, ঠিক সেভাবেই সেসব লক্ষণ প্রকাশিত হয়েছে। খোদা তা'লার ক্রোধের নিদর্শন এক জাতিকে শোক-সাগরে ভাসিয়ে দিয়েছে। তোমরা ইতিপূর্বে কখনো তোমাদের মাঝে এবং তোমাদের সম্মুখে এত প্রতাপের সাথে খোদা তা'লার নিদর্শন প্রকাশিত হতে দেখেছ কি? অতএব হে মুসলমানের বংশধরগণ! খোদা তা'লার কাজের অসম্মান করো না। তৃতীয় মল্লযুদ্ধ ধর্ম মহোৎসব সংক্রান্ত। দেখ সেই মল্লযুদ্ধেও খোদা তা'লা ইসলামের নাম ও সম্মান সমুন্নত রেখেছেন এবং তোমাদেরকে স্বীয় নিদর্শন দেখিয়েছেন। আর সময়ের পূর্বেই নিজ বান্দার কাছে প্রকাশ করেছেন যে, তাঁরই প্রবন্ধ বিজয়ী হবে; আর অবশেষে তা করেও দেখিয়েছেন। আর সেই প্রবন্ধের কল্যাণময় প্রভাব দ্বারা সমস্ত উপস্থিত দর্শক-শ্রোতাকে হতবাক করে দিয়েছেন। এটি কি খোদার কাজ ছিল নাকি অন্য কারো? [এখানে সে জলসার উল্লেখ করা হচ্ছে, যাতে তাঁর (আ.) পুস্তক ইসলামী নীতিদর্শন পাঠ করা হয়েছিল, আর এর সফলতার বিষয়ে পূর্বেই আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে জানিয়ে দিয়েছিলেন এবং তিনি (আ.) তা ঘোষণাও করেছিলেন, তাছাড়া অ-আহমদীরাও নির্দ্বিধায় এ কথা স্বীকার করে যে, নিশ্চিতভাবে এটি সর্বোত্তম প্রবন্ধ ছিল।] এরপর তিনি (আ.) বলেন, চতুর্থ মল্লযুদ্ধ ছিল ডাক্তার ক্লার্কের মোকদ্দমা, যাতে তিন তিনটি জাতি তথা আর্য, খ্রিষ্টান এবং বিরোধী মুসলমানরা আমার বিরুদ্ধে হত্যাচেষ্টার অভিযোগ প্রমাণ করার জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। এতে খোদা তা'লা পূর্বেই প্রকাশ করে দিয়েছিলেন যে, তারা নিজেদের দুরভিসন্ধিতে ব্যর্থ হবে। দু'শর অধিক লোককে ঘটনার পূর্বেই এই ইলহাম শুনানো হয়েছিল। আর অবশেষে আমাদেরই বিজয় হয়। পঞ্চম মল্লযুদ্ধ ছিল মির্যা আহমদ বেগ হুশিয়ারপুরীর মোকদ্দমা যার আত্মীয়-স্বজন এবং সমমনারা ইসলামকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করতো আর তাদের মাঝে কতক চরম মুর্তাদ কুরআন শরীফকে চরমভাবে অস্বীকার করে আর ইসলামের বিরুদ্ধে অশালীন ভাষা ব্যবহার করে আমার কাছে ইসলামের সত্যতার নিদর্শন চাইত এবং বিভিন্ন প্রজ্ঞাপন প্রকাশ করতো। অতএব খোদা তা'লা তাদেরকে এই নিদর্শন প্রদর্শন করেন, অর্থাৎ (জানানো হয়েছে যে) আহমদ বেগ তাদের কতক আত্মীয়স্বজনের মৃত্যু এবং বিপদাবলী দেখার পর তিন বছরের মাঝে নিজেও মৃত্যু বরণ করবে। অতএব এমনটিই হয় আর সে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মৃত্যুবরণ করে, যেন তারা অনুধাবণ করতে সক্ষম হয় যে, প্রত্যেক ধৃষ্টতার শাস্তি অবধারিত। *(আইয়ামুস সুলেহ, রূহানী খাযায়েন, চতুদশ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩২৫-৩২৭)*

অতএব তিনি (আ.) পৃথিবীকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে প্রেরিত মহাপুরুষের বিপক্ষে যুদ্ধ করো না। যেহেতু আল্লাহ্ তা'লা প্রেরণ করেছেন তাই তিনি সাহায্য ও সহযোগিতাও করবেন এবং নিদর্শনও প্রদর্শন করবেন। তিনি (আ.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে প্রতাপান্বিত শব্দে জানিয়েছেন যে,

"পৃথিবীতে একজন সতর্ককারী এসেছে কিন্তু পৃথিবী তাকে গ্রহণ করেনি। কিন্তু খোদা তা'লা তাকে গ্রহণ করবেন এবং অনেক শক্তিশালী আক্রমণ সমূহের মাধ্যমে তাঁর সত্যতা প্রকাশ করবেন।" *(বারাহীনে আহমদীয়া, চতুথ খণ্ড, রূহানী খাযায়েন, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৬৬৫, টীকা দ্রষ্টব্য)*

সুতরাং আজ ২০০টিরও অধিক দেশে বিস্তৃত আহমদীয়া জামা'ত এ কথার ঘোষণা দিচ্ছে যে, আল্লাহ্ তা'লা তাঁর (আ.) সত্যতা পৃথিবীবাসীর সামনে প্রকাশ করে চলেছেন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরও তাঁর মিশনের প্রচার ও প্রসারের কাজে অংশগ্রহণের তৌফিক দিন এবং আমাদের ঈমান ও বিশ্বাসে দৃঢ়তা প্রদান করুন, আর আমাদেরকে স্বীয় দায়িত্ব পালনের সামর্থ্য দান করুন।

(কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)

কবিতা

ইয়াওমে মসীহে মাওউদ (আ.)

মোহাম্মদ এহসানুল হাবিব জয়

আসবে বলে দুয়ার পাণে রই চেয়ে উম্মুখ আজ
ইয়াওমে মসীহে মাওউদ ॥

চৌদ্দশত বছর ধরে অপেক্ষাতে থেকে
বিনিদ্র রাত অলস দিবস যাচ্ছিল যে কেটে,
গাউসুল ওয়াক্ত যুগের মসিহ নবির সাচ্চাদূত।
আজ ইয়াওমে মসীহে মাওউদ ॥

যার আগমন বার্তা ঘোষে নবী মুহাম্মদ
বলেন আমার পরে আসবেন– ইসমুহু আহমদ,
জাহির হয়ে করেন জাহিল নাস্তানাবুদ।
আজ ইয়াওমে মসীহে মাওউদ।।

খায়রে কুরন তিনটি যাবে, এক হাজার এরপর
তেরশত বছর পরে দেখিবে ভূ-ধর,
শক্ত হাতে হাল ধরে দ্বীন করিবেন মজবুত।
আজ ইয়াওমে মসীহে মাওউদ ॥

কুরানের আয়নাতে যখন দেখছিল ইসলাম
ইমান ছাড়া দেখল দেহ– শিরে নাই ইমাম,
আল্লাহ্ হাফিয দ্বীন ইসলামের, দিলেন ফের সবুত।
আজ ইয়াওমে মসীহে মাওউদ ॥

উনিশ শ' ঊননব্বই সালের তেইশ মার্চ তারিখ
নতুন করে আমার মির্যা ইসলামের তারিখ
লিখেন, বলেন বয়আত নাও হে ঘুমে যারা বুঁদ।
আজ ইয়াওমে মসীহে মাওউদ ॥

ওয়া আখারিনা মিনহুম লাম্মা ইয়ালহাকু বিহিম
জহুর কি আবার হবেন– রাসূলে করীম?
বলেন আহলে ফারেস হতে আসিবে মাওউদ।
আজ ইয়াওমে মসীহে মাওউদ ॥

লাল মাহদিয়্যু ইলা ইসাবনু মারইয়াম
আগের ঈসা মারা গেছে এখন এ ঈসার আইয়্যাম,
কাদ খালাত মিন কাবলিহির রুসুল, মাহদী মুক্তিদূত।
আজ ইয়াওমে মসীহে মাওউদ ॥

ধূমকেতুর উদয় হবে দাজ্জাল আসিবে
ইয়াজুজ মাজুজ নাশকতার ফণা বিস্তারিবে,
বেহেশত-দোজখ দুহাতে তার করতে পরাভূত।
আজ ইয়াওমে মসীহে মাওউদ ॥

ফাকাদ লাবিসতু ফি কুম উমুরাম্মিন কাবলিহি
আফালা তা' কিলুন– বল না করনি কী?
দাবির পূর্বের জীবন সত্য নাই কোন বিরূপ।
আজ ইয়াওমে মসীহে মাওউদ ॥

রাসূল বলেন আমার মাহদীর সত্যতার লাগি
একই রমযানে গ্রহণ যা হয় নি কখোনি,
চন্দন্দ্রর্য দুই গোলার্ধে দুইবার দেয় ডুব।
আজ ইয়াওমে মসীহে মাওউদ ॥

সুম্মা লাতুস আলুন্না ইয়াওমা ইযিন আনিননাইম
নেয়ামতের হিসাব নিবেন রাব্বে আযিম,
বলবে কী তা ভেবে রেখ উত্তরে নিখুঁত।
আজ ইয়াওমে মসীহে মাওউদ ॥

তিনশ' বছর ইসলামেরই বিশ্ববিজয়ের
তবলিগে হক ছড়িয়ে দিলেন কাবা ভবনের,
মা' আহু রিব্বিইউনা কাসির- ধ্বংস হয় মারদুদ।
আজ ইয়াওমে মসীহে মাওউদ ॥

অষ্টআশি কিতাব লিখেন লক্ষাধিক চিঠি
সুগন্ধে মন পাগল-পারা ত্যাগের ধূপকাঠি,
আল্লাহ্ মহান করলেন বয়ান ইলাহি মাকসুদ।
আজ ইয়াওমে মসীহে মাওউদ ॥

দ্বীন ইসলামের করলে সেবা ধর্ম পেল প্রাণ
মুহাম্মদী সুরে গাইলে আল-কুরানের গান,
যিন্দা খোদা দেখাল লাখ মুজিযার কারতুত।
আজ ইয়াওমে মসীহে মাওউদ ॥

উনিশ শ' আট সালের ছাব্বিশ মে তারিখটি হায়
তাজদিদে দ্বীন করে খোদার কাছে চলে যায়,
খিলাফত দিলে ধর্মেরে মসীহে মাওউদ।
আজ ইয়াওমে মসীহে মাওউদ ॥

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

"পাক্ষিক আহমদী" পত্রিকার সম্মানিত গ্রাহকগণকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, গ্রাহকগণের অনেকেরই গত বছরের গ্রাহক চাঁদা বাকী আছে। তাই অনুগ্রহ পূর্বক প্রত্যেকে গত বছরের বকেয়া গ্রাহক চাঁদা (প্রতি বছর ২৫০/- টাকা হারে) পরিশোধ করে বাধিত করবেন। পাক্ষিক আহমদী সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য পেতে যোগাযোগ করুন: **ফারুক আহমদ বুলবুল, সহকারী লাইব্রেরিয়ান, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ।**

মোবাইল নং- ০১৭৩৬১২৪৭০৪, প্রয়োজনে গ্রাহক চাঁদা ০১৯১২৭২৪৭৬৯ নম্বরে বিকাশ করতে পারেন।

ওয়াসসালাম।

খাকসার,

সেক্রেটারী ইশায়াত

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর অমৃতবাণীর ভাণ্ডার

হযরত মসীহে মাওউদ (আ.) নিজ আবির্ভাবের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেন–

"আমার আগমনের উদ্দেশ্য হল, বিশ্বাসীদের এমন এক জামা'ত প্রতিষ্ঠা করা– যারা হবে সত্যিকার মু'মিন। খোদার সত্তায় থাকবে তাদের প্রকৃত ঈমান আর তাঁর সাথে থাকবে তাদের সত্যিকার সম্পর্কবন্ধন। ইসলাম হবে তাদের পরিচয় আর মহানবী (সা.)-এর অনুপম আদর্শ অনুসরণ হবে তাদের রীতি। তারা সংশোধন ও তাকওয়ার পথে বিচরণ করবে এবং উন্নত নৈতিক দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করবে; যেন জগদ্বাসী এমন জামা'তের মাধ্যমে সঠিক পথের দিশা পায় আর খোদার ইচ্ছা বাস্তবায়িত হয়। যদি এ লক্ষ্য অর্জিত না হয়, তাহলে যুক্তি প্রমাণের জোরে শত্রুর বিরুদ্ধে জয়যুক্ত হলেও বা তাদের সম্পূর্ণভাবে পরাস্ত করলেও তথা যদি আমরা জয়ীও হই, তবে আমাদের এ বিজয় হবে নিরর্থক। আমার আগমনের উদ্দেশ্যই যদি অর্জিত না হয়, তাহলে আমাদের সকল কর্মকাণ্ডই বৃথা... এই উৎকণ্ঠাই আজকাল আমায় কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে। এই চিন্তা এমনভাবে আমাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে যে, এক মুহূর্তের জন্যও আমি তা কাটিয়ে উঠতে পারছি না।"

(সীরাতুল মাহদী, প্রথম খণ্ড, পৃ. ২৩৫-২৩৬)

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ. বলেন–

"খোদা তা'লা পৃথিবীর বিভিন্ন জনপদে বসবাসকারী সব সাধু প্রকৃতির লোকদের তৌহীদের প্রতি আকৃষ্ট করতে এবং নিজ বান্দাদের এক ধর্মে সমবেত করতে চান যদিও তারা ইউরোপে বা এশিয়াতেই বসবাস করুক না কেন। এটাই খোদা তা'লার অভিপ্রায় আর এ উদ্দেশ্যেই আমি পৃথিবীতে প্রেরিত হয়েছি। অতএব তোমরা বিনম্র ব্যবহার, নৈতিক উৎকর্ষ ও দোয়ার প্রতি গভীর মনোনিবেশ করে এই উদ্দেশ্যের অনুসরণ কর। আর যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ খোদা তা'লার পক্ষ থেকে রূহুল কুদ্দুস বা পবিত্রাত্মার সমর্থনপুষ্ট হয়ে দণ্ডায়মান না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই আমার (তিরোধানের) পরে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে থাক।"

(আল ওসীয়্যত পুস্তিকা, পৃষ্ঠা: ৭, বাংলা পুনর্মুদ্রণ: ২০১৪)

দুর্যোগ ও বিপদাবলী সম্পর্কে প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী (আ.) বলেন–

"দুর্যোগ ও বিপদাবলী সম্পর্কে আমাকে যে জ্ঞান দান করা হয়েছে তা হলো, পৃথিবীতে সর্বগ্রাসী মৃত্যু ছেয়ে যাবে। ভূমিকম্প হবে এবং তা হবে মহাপ্রলয় সদৃশ, যা ধরাপৃষ্ঠকে তছনছ করে দিবে। অনেকের জীবন দুর্বিষহ হয়ে যাবে। এরপর যারা অনুশোচনা করবে এবং পাপাচার থেকে বিরত হবে, খোদা তাদের প্রতি দয়া করবেন। প্রত্যেক নবী এ যুগ সম্পর্কে যেসব ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন সে সবই এ যুগে পূর্ণ হওয়া আবশ্যক। কিন্তু যারা নিজেদের হৃদয়ের সংশোধন করবে এবং খোদার পছন্দনীয় পথ অবলম্বন করবে, তাদের কোন ভয় নেই আর তারা দুঃখিতও হবে না। খোদা আমাকে সম্বোধন করে বলেছেন– 'তুমি আমার পক্ষ থেকে একজন সতর্ককারী। আমি তোমাকে প্রেরণ করেছি যেন অপরাধী এবং সাধুদের পৃথক করে দেখানো হয়'। তিনি আরও বলেছেন– 'পৃথিবীতে একজন সতর্ককারী এসেছে, কিন্তু পৃথিবী তাকে গ্রহণ করে নি। অথচ খোদা তাকে গ্রহণ করবেন এবং জোরালো আক্রমণসমূহ দ্বারা তার সত্যতা প্রকাশ করে দিবেন। আমি তোমার প্রতি এত আশিস বর্ষণ করবো যার ফলে রাজা-বাদশাহ্‌ও তোমার বস্ত্র থেকে কল্যাণ অন্বেষণ করবে'।

(আল ওসীয়্যত পুস্তিকা, পৃষ্ঠা: ৩, বাংলা পুনর্মুদ্রণ: ২০১৪)

আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের বিষয়ে প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী (আ.) বলেন–

"আমাদের খোদা আশ্চর্য গুণরাজির অধিকারী। তবে সে ব্যক্তিই তা দর্শন করতে পারে, যে সততা ও বিশ্বস্ততার সাথে তাঁর মাঝে বিলীন হয়ে যায়। যে ব্যক্তি তাঁর শক্তিতে দৃঢ় বিশ্বাস রাখে না

এবং তাঁর নিষ্ঠাবান বিশ্বস্ত সেবক নয়, তাকে তিনি সেসব আশ্চর্য লীলা প্রদর্শন করেন না। কত হতভাগ্য সেই ব্যক্তি যে আজও জানে না, তার এমন এক খোদা আছেন যিনি সব বিষয়ে সর্বশক্তিমান। আমাদের খোদাই আমাদের বেহেশত। আমাদের খোদাতেই আমাদের পরম আনন্দ। কেননা আমি তাঁকে দেখেছি এবং সকল সৌন্দর্য তাঁর মাঝে খুঁজে পেয়েছি। প্রাণের বিনিময়েও এই সম্পদ লাভ করার যোগ্য। নিজের পূর্ণ সত্তা বিসর্জন দিয়ে হলেও এই মনি ক্রয়যোগ্য। হে বঞ্চিতরা! এই ঝর্নার দিকে ধাবিত হও, এটি তোমাদেরকে পরিতৃপ্ত করবে। এটি জীবনের উৎস যা তোমাদের সঞ্জীবিত করবে। আমি কি করবো এবং কী করে এই সুসংবাদ মানব হৃদয়ে গেঁথে দিবো! মানুষের শ্রুতিগোচর করার জন্য কোন ঢাক-ঢোল পিটিয়ে বাজারে-বন্দরে ঘোষণা করে বলবো: 'ইনিই তোমাদের খোদা'। কোন ঔষুধ দিয়ে আমি চিকিৎসা করবো যাতে শোনার জন্য মানুষ ব্যাকুল হয়!"

(কিশতিয়ে নূহ, পৃষ্ঠা: ২৬, বাংলা পুর্নমুদ্রণ-২০১৮)

দুর্যোগ ও বিপদাবলী সম্পর্কে প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী (আ.) বলেন–

"আমার আগমন না ঘটলে এসব বিপদাবলীর প্রাদুর্ভাব কিছুটা বিলম্ব ঘটতো। কিন্তু আমার আগমনের মাধ্যমে খোদার ক্রোধ প্রদর্শনের সেই সুপ্ত বাসনা প্রকাশিত হয়ে গেছে যা এক দীর্ঘকাল যাবত অন্তরালে ছিল। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, ওয়ামা কুন্না মুয়াযিবিনা হাত্তা নাবআসা রাসুলান (১৭:১৬)। তবে অনুতাপকারীরা নিরাপদ থাকবে আর যারা বিপদ আগমনের পূর্বেই সাবধান হয় তাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করা হবে। তোমরা কি এসব ভূমিকম্প ও বিপদাবলীর কবল থেকে নিজেদের নিরাপদ ভাবছো? অথবা স্বীয় প্রচেষ্টায় তোমরা নিজেদের রক্ষা করতে পারবে বলে মনে করছো? কখনো না। সেদিন সকল মানবীয় কার্যকলাপ নিঃশেষ হয়ে যাবে। আমেরিকা ও অন্যান্য দেশে প্রচণ্ড ভূমিকম্প হয়েছে আর তোমাদের এদেশ এসব থেকে নিরাপদ-একথা মনে করো না! আমি লক্ষ করছি, তোমরা সম্ভবত এর চেয়েও বেশি বিপদের সম্মুখীন হবে। হে ইউরোপ! তুমিও নিরাপদ নও। হে এশিয়া! তুমিও সুরক্ষিত নও। হে দ্বীপবাসীরা! কোন কৃত্রিম খোদা তোমাদের সাহায্য করবে না। আমি শহরগুলোকে ধ্বংস হতে দেখছি আর জনপদ গুলোকে জনমানবশূন্য প্রত্যক্ষ করছি। সেই এক-অদ্বিতীয় খোদা দীর্ঘকাল যাবত নীরব ছিলেন আর তাঁর সামনে অনেক জঘন্য অন্যায় সংঘটিত হয়েছে আর তিনি নীরবে সব সহ্য করেছেন কিন্তু এখন তিনি রুদ্রমূর্তিতে নিজ স্বরূপ প্রকাশ করবেন। যার শোনার মত কান আছে সে শুনে নিক, সে সময় দূরে নয়। আমি সকলকে খোদার আশ্রয়ের ছায়াতলে একত্র করতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু ভবিতব্য পূর্ণ হওয়াও অবশ্যম্ভাবী। আমি সত্যি-সত্যিই বলছি, এদেশের পালাও ঘনিয়ে আসছে। নূহের যুগের ছবি তোমাদের চোখের সামনে ভাসবে আর লুতের দেশের ঘটনা তোমরা স্বচক্ষে দর্শন করবে। তবে খোদা শাস্তি প্রদানে ধীর। অনুতাপ কর, তোমাদের প্রতি করুণা প্রদর্শিত হবে। যে খোদাকে পরিত্যাগ করে সে মানুষ নয়, কীট। যে তাঁকে ভয় করে না সে জীবিত নয় মৃত।"

(হাকীকাতুল ওহী, পৃ: ২৬৮-২৬৯)

তাওয়াক্কুলের প্রকৃত অর্থ বুঝাতে গিয়ে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) বলেন–

"খোদা তা'লার ওপর নির্ভর করার অর্থ এই নয় যে, মানুষ চেষ্টাপ্রচেষ্টা ছেড়ে দিবে বরং সর্বাত্মক চেষ্টার পর পরিণাম খোদা তা'লার হাতে সঁপে দেয়ার নামই হল তাওয়াক্কুল বা খোদা নির্ভরতা। কেউ যদি চেষ্টাপ্রচেষ্টা না করে কেবল খোদার প্রতি ভরসা করে বসে থাকে, তবে তার আল্লাহ্‌তে নির্ভর করা হবে অন্তঃসারশূন্য। আবার চেষ্টা করে যদি কেবল চেষ্টার ওপরই নির্ভর করে আর খোদা তা'লার ওপর ভরসা না করে তবে সেই প্রচেষ্টাও হবে অন্তঃসারশূন্য। এক ব্যক্তি উটে আরোহিত ছিল আর মহানবী (সা.)-কে দেখতে পেয়ে সম্মান প্রদর্শনের খাতিরে নিচে নামে কিন্তু সে উটকে বেধে রাখে নি। অর্থাৎ কোন ব্যবস্থা না নিয়ে কেবল তাওয়াক্কুল বা খোদাতে নির্ভর করা ছিল তার উদ্দেশ্য। মহানবী (সা.)-এর সাথে সাক্ষাত করে ফিরে গিয়ে দেখে উট নেই। ফিরে এসে সে মহানবী (সা.)-এর কাছে অভিযোগ করে, 'আমি খোদার ওপর নির্ভর করেছিলাম কিন্তু আমার উট তো হারিয়ে গেল'। তখন মহানবী (সা.) বললেন, 'তুমি ভুল করেছ। উটের পা বাঁধার পর খোদার ওপর নির্ভর করলে ঠিক হতো'।"

(বদর পত্রিকা, ১ মার্চ ১৯০৪, মলফুযাত, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৫৬৬)

হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়ে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) বলেন–

সেই সর্বোচ্চ স্তরের জ্যোতি যা মানবকে অর্থাৎ পূর্ণ মানবকে দেয়া হয়েছে তা ফেরেশতাদের মধ্যে ছিল না, নক্ষত্ররাজিতে ছিল না, চন্দ্রে ছিল না, সূর্যে ছিল না, তা পৃথিবীর সমুদ্র এবং নদীসমূহে ছিল না, তা মুক্তা, মাণিক্য, পান্না, মতিতেও ছিল না। বস্তুতঃ তা পৃথিবী ও আকাশের কোন বস্তুতেই ছিল না, কেবলমাত্র মানবের মধ্যে ছিল অর্থাৎ পূর্ণ মানবের মধ্যে। তিনি হলেন শ্রেষ্ঠতম ও পূর্ণতম, সর্বোত্তম ও সুন্দরতম অস্তিত্ব আমাদের নেতা ও প্রভু, নবীদের নেতা, অমর জীবন প্রাপ্তদের নেতা মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম। অতএব এই জ্যোতি পূর্ণ মানবকে দান করা হয়েছে এবং মর্যাদানুসারে

তাদেরকেও কিছু দান করা হয়েছে যারা তাঁরই মত কিছু গুণ রাখত– এই মর্যাদা, উচ্চতা ও পূর্ণতাসহ এবং পূর্ণাঙ্গীনভাবে কেবলমাত্র আমাদের নেতা ও প্রভু, আমাদের হাদী, নবী, উম্মী 'সাদেক' ও 'মাসদুক' মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের মধ্যেই পুঞ্জীভূত। *(রূহানী খাযায়েন, পঞ্চম খণ্ড, পৃ: ১৬০)*

হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়ে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) বলেন–

'আমি সর্বদা আশ্চর্যের দৃষ্টিতে দেখে থাকি, এ আরবীয় নবী যাঁর পবিত্র নাম মুহাম্মদ, হাজার হাজার দরূদ ও সালাম তাঁর ওপর, তিনি যে কত উচ্চ মর্যাদার নবী। তাঁর সুউচ্চ মোকামের চূড়ান্ত সীমাকে জানা সম্ভব নয় এবং তাঁর প্রভাব ও ক্রিয়াশীলতার অনুমান করাও মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। খোদা তা'লা যিনি তাঁর (সা.) অন্তরের গোপন রহস্য জানতেন, তিনি তাঁকে সকল নবী এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তীগণের ওপরে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং তাঁর সকল উদ্দেশ্য ও সকল আকাঙ্ক্ষায় তাঁর জীবদ্দশাতেই তাঁকে সফলতা প্রদান করেছেন, সকল ফয়েয ও কল্যাণের একমাত্র উৎস তিনিই।

(রূহানী খাযায়েন, দ্বাবিংশ খণ্ড, পৃ. ১১৪)

মহানবী (সা.) ও সাহাবীদের বিষয়ে হযরত মসীহে মাওউদ (আ.) বলেন–

আমরা কি সেই উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন নবীর ওপর বল প্রয়োগের অপবাদ দিতে পারি, যিনি মক্কা মোকররমায় তেরটি বছর নিজ সাথীদেরকে দিন-রাত এ উপদেশ দিয়ে এসেছেন যে, নির্যাতনের প্রতিবাদ করো না, ধৈর্য ধারণ কর। হ্যাঁ, যখন শত্রু অনিষ্টতায় সীমালংঘন করে ফেলল এবং ইসলাম ধর্মকে ধ্বংস করার জন্য সকল জাতি উঠেপড়ে লাগল তখন খোদার মর্যাদাবোধ চাইল যে, যারা তরবারি ধারণ করেছে, তাদের যেন তরবারি দ্বারাই প্রতিহত করা হয়। নতুবা কুরআন শরীফ কখনও বল প্রয়োগের শিক্ষা দেয় নি। যদি বল প্রয়োগের শিক্ষা দেয়া হতো, তাহলে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর সাহাবারা বল প্রয়োগের শিক্ষার ফলে, সময়ে প্রকৃত বিশ্বাসীদের ন্যায় সততা দেখানোর যোগ্যতা তারা রাখতেন না। কিন্তু আমাদের নেতা ও প্রভু নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর সাহাবাদের বিশস্ততা এমন এক বিষয়– যা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। এবিষয় কারো জন্য লুক্কায়িত নয় যে, তাদের সততা ও বিশ্বস্ততা এত উচ্চ পর্যায়ের প্রকাশ হয়েছিল যে, অন্যান্য জাতিতে এর দৃষ্টান্ত পাওয়া দুষ্কর। এই বিশ্বস্ত জাতি তরবারির নিচেও নিজ বিশ্বস্ততা ও সততাকে জলাঞ্জলি দেয় নি। বরং তারা মর্যাদাসম্পন্ন ও পবিত্র নবীর সাহচর্যে এমন সততা দেখিয়েছে যে, মানবের মধ্যে সেই সততা ততক্ষণ পর্যন্ত সৃষ্টি হতে পারে না– যতক্ষণ না তার হৃদয় ও বক্ষ ঈমানের জ্যোতিতে প্রজ্জ্বলিত হয়।

(রূহানী খাযায়েন, পঞ্চদশ খণ্ড, পৃ. ১১-১২)

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) নিজ দাবি প্রসঙ্গে বলেন–

"পরিশেষে এখন প্রশ্ন দাঁড়ালো, এ যুগে যুগ ইমামকে অনুসরণ করা সাধারণ মুসলমান, সাধক শ্রেণী, স্বপ্নদর্শী এবং ইলহাম প্রাপ্তদের জন্য খোদার পক্ষ থেকে আবশ্যক আখ্যা দেয়া হয়েছে? অতএব, আমি এখন নিঃসংকোচে ঘোষণা করছি, খোদার অনুগ্রহ ও কৃপায় সেই যুগ ইমাম হলাম আমি স্বয়ং। আমার মাঝে খোদা তা'লা সেসব লক্ষণ ও শর্ত একীভূত করেছেন, আর এ শতাব্দীর শিরোভাগে আমাকে প্রেরণ করেছেন যার পনের বছর ইতোমধ্যে কেটেও গেছে। আর আমি এমন এক যুগে আবির্ভূত হয়েছি যখন ইসলামী আক্বিদা বা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে নানা ধরনের মতভেদ দেখা দিয়েছিল। কোনো বিশ্বাসই মতবিরোধ ও বিতণ্ডার উর্ধ্বে ছিল না। একইভাবে, ঈসার অবতরণ বা নযূল সম্পর্কে চরম ভ্রান্ত সব ধ্যান-ধারণা বিস্তার লাভ করেছিল। আর এই বিশ্বাসের ক্ষেত্রে মতভেদের চিত্র হলো, কেউ হযরত ঈসার জীবিত থাকায় বিশ্বাসী ছিল আবার কেউ ছিল তার মৃত্যুতে বিশ্বাসী; কেউ দৈহিক নযূল বা অবতরণে বিশ্বাস করতো আবার কেউ প্রতিচ্ছায়া হিসেবে ঈসার নযূল বা অবতরণে বিশ্বাস রাখতো। কেউ তাকে দামেস্কে আর কেউ মক্কায় আবার কেউ বা বাইতুল মোকাদ্দসে, কেউ ইসলামী সেনাবাহিনীতে আর কেউ কেউ আবার মনে করতো তিনি ভারতে অবতরণ করবেন। অতএব, এসব ভিন্ন-ভিন্ন মত ও পথ একজন মিমাংসাকারী ন্যায়বিচারককে হাতছানি দিয়ে ডাকছিল। অতএব, সেই মিমাংসাকারী ও ন্যায়বিচারক হলাম আমি। আমি আধ্যাত্মিকভাবে ক্রুশভঙ্গ করতে ও মতভেদ নিরসনকল্পে প্রেরিত হয়েছি। এ দু'টি বিষয়ের দাবী পূরণেই আমার আগমন। আমার সত্যতার স্বপক্ষে অন্য কোনো প্রমাণ উপস্থাপন করা আমার জন্য আবশ্যক ছিল না, কেননা যুগের চাহিদা স্বয়ং এর প্রমাণ। কিন্তু এ সত্ত্বেও আমার সমর্থনে খোদা তা'লা বেশ কিছু নিদর্শন প্রকাশ করেছেন। যেভাবে নানাবিধ মতভেদ নিরসনকল্পে আমি মিমাংসাকারী অনুরূপভাবে (ঈসার) জীবন-মৃত্যু সংক্রান্ত বিরোধ নিরসনকল্পেও আমি মিমাংসাকারী।"

(কিতাবুল বারীয়্যাহ, রূহানী খাযায়েন, ত্রয়োদশ খণ্ড, পৃ. ৪৯৫)

হযরত আকদাস মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) বলেছেন–

"এ যুগে ইসলাম ধর্মেও ও রসূল করীম (সা.)-এর যত অবমাননা করা হয়েছে আর আল্লাহ্‌র শরীয়তের বিরুদ্ধে যত ধরনের আক্রমণ রচিত হয়েছে আর ধর্মত্যাগ ও ধর্মদ্রোহিতার যে প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে-এর কোন দৃষ্টান্ত কি অন্য

কোন যুগে খুঁজে পাওয়া যায়? অল্প কিছুকালের মধ্যে এই ভারতবর্ষে প্রায় এক লাখ মানুষের খৃষ্ট ধর্মমত গ্রহণ করা এবং ছয় কোটিরও বেশি সংখ্যায় ইসলাম-বিরোধী বই পুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশ আর বড় বড় সম্ভ্রান্ত পরিবারের সদস্যদের পক্ষ থেকে তাদের পবিত্র ধর্ম পরিত্যাগ করার বিষয়টি কি সত্য নয়? এমনকি যাদেরকে রসূলের বংশোদ্ভূত বলে উল্লেখ করা হতো তারা খৃষ্ট ধর্মমতের পোষাক পরিধান করে, রসূলের শত্রু বনে গেছে। অকথ্য ভাষায় মহানবী (সা.) সম্বন্ধে অবমাননাকর ও দুর্নামপুণ্য বইপুস্তক এত বেশি পরিমাণে ছাপানো ও ছড়ানো হয়েছে যেগুলোর বৃত্তান্ত শুনলে শরীর কেপে ওঠে আর আমার অন্তর কাদতে কাদতে এ কথার সাক্ষ্য দেয়, এরা যদি আমার সন্তান-সন্ততিকে আমার চোখের সামনে হত্যা করে ফেলতো আর আমার জাগতিক নিকটাত্মীয় ও প্রিয় স্বজনদের মেরে খণ্ড বিখণ্ড করে দিতো আর আমাকে নির্দয়ভাবে প্রাণে বধ করতো আর আমার যাবতীয় সহায়-সম্পত্তি গ্রাস করে নিতো তবুও আল্লাহ্‌ও কসম, আমি আবারও বলছি, আল্লাহ্‌র কসম, তবুও দুঃখ হতো না আর এত কষ্ট হতো না যত কষ্ট আমি আমাদের সম্মানিত রসূল (সা.)-কে গালমন্দ এবং অবমাননা করার কারণে অনুভব করি।"

(আয়েনায়ে কামালাতে ইসলাম, পৃ. ৫১-৫২)

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন–

"এ যুগে আজে বাজে লেখা ও প্রবন্ধ রচনার মাধ্যমে মহানবী (সা.)-এর যত অবমাননা করা হয়েছে কোন যুগে কোন নবীকে এমন অপমান করা হয় নি... আর সত্যিকার অর্থে সে যুগ এসে গেছে যখন শয়তান তার সমস্ত দলবলসহ সর্বশক্তি প্রয়োগ করে ইসলামকে ধ্বংস করে দিতে চাইছে। যেহেতু সত্য ও মিথ্যার মাঝে নিঃসন্দেহে এটি চূড়ান্ত যুদ্ধ তাই যুগের দাবি ছিল, এর সংশোধনকল্পে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে একজন প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষের আগমন ঘটুক। অতএব, সেই ব্যক্তি হচ্ছেন প্রতিশ্রুত মসীহ্, যিনি এসে গেছেন। আর যুগের দাবী ছিল, এই বিপদসঙ্কুল সময় ঐশী নিদর্শনাবলীসহ খোদা তা'লার অস্তিত্বের অকাট্য প্রমাণ জগতে সাব্যস্ত হোক। তদনুযায়ী ঐশী নিদর্শনাবলী প্রকাশিত হচ্ছে আর উর্দ্ধলোকে একটি আলোড়ন চলছে যেন এত বেশি ঐশী নিদর্শনাবলী প্রকাশিত হয় যার ফলে দেশে দেশে ও প্রতিটি অঞ্চলে ইসলামের বিজয় দামামা বেজে ওঠে। হে সর্বশক্তিমান খোদা! সেই দিন সত্তর দেখাও যেদিন তোমার যে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ইচ্ছা তুমি করেছো তা প্রকাশিত হয়ে যায় আর এ জগতে তোমার প্রতাপ প্রকাশ পায় আর তোমার ধর্মের আর তোমার রসূল (সা.)-এর বিজয় সংঘটিত হয়, আমীন সুম্মা আমীন।

(চশমায়ে মারেফাত, রূহানী খাযায়েন ২৩তম খণ্ড, পৃ. ৯৪-৯৫)

প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী (আ.) বলেন–

"মনে রাখতে হবে, খোদা আমাকে ব্যাপক আকারে ভূমিকম্পের সংবাদ দিয়েছেন। অতএব নিশ্চিতরূপে জেনে রেখো, ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী যেভাবে আমেরিকায় ভূমিকম্প হয়েছে সেভাবে ইউরোপেও হয়েছে এবং এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে হবে। এগুলোর কোন কোনটি কেয়ামত সদৃশ হবে। অগণিত মৃত্যু হবে ও রক্তের বন্যা বয়ে যাবে, এ মৃত্যুর কবল থেকে পশুপাখিও রক্ষা পাবে না। পৃথিবীতে এত ভয়ঙ্কর সব ধ্বংসলীলা সংঘটিত হবে, মানব সৃষ্টি অবধি যার কোন দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যাবে না। অধিকাংশ অঞ্চল এমনভাবে লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে, যেন এগুলোতে কখনো জনবসতিই ছিল না। একইসাথে আকাশ ও পৃথিবীতে এমন ভীতিপ্রদ অবস্থার সৃষ্টি হবে যা প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তির দৃষ্টিতে অসাধারণ বলে প্রতীয়মান হবে। ভূতত্ত্ব ও দর্শন গ্রন্থেও কোন পৃষ্ঠা খুঁজেও এগুলোর কোন সন্ধান পাওয়া যাবে না। তখন মানুষের মধ্যে উৎকণ্ঠার সৃষ্টি হবে, এসব কী হচ্ছে? অনেকে মুক্তি পাবে আবার অনেকে ধ্বংস হয়ে যাবে। সেদিন সন্নিকটে বরং আমি তা দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত দেখতে পাচ্ছি, যেদিন জগদ্বাসী এক মহাপ্রলয়ের দৃশ্য দেখবে। কেবল ভূমিকম্প নয় বরং আরো ভীতিপ্রদ বিপদাবলী দেখা দিবে। কিছু আকাশ থেকে, কিছু ধরাপৃষ্ঠ থেকে। এর কারণ হলো, মানবজাতি তাদের খোদার উপাসনা পরিত্যাগ করেছে। তারা সর্বান্তঃকরণে, যাবতীয় চেষ্টা-সাধনা ও চিন্তা-চেতনায় জগতের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েছে।

(১৯০৭ সালে রচিত 'হাকীকাতুল ওহী' গ্রন্থ)

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন–

"দয়ালু খোদা তার এই রসূল (সা.)-এর অনুসরণ ও ভালবাসার বরকতে এবং তার পবিত্র কিতাব অনুসরণের প্রভাবে এই অধমকে তার সম্বোধনের জন্য বিশেষভাবে বেছে নিয়েছেন আর নিজ সন্নিধান থেকে ঐশী জ্ঞানে ভূষিত করেছেন এবং অনেক গুপ্ত রহস্যের বিষয়ে অবগত করেছেন আর অনেক সূক্ষ্ম তত্ত্ব ও গভীর দর্শন দিয়ে আমার অন্তরকে পূর্ণ করেছেন। তিনি বারবার বলে দিয়েছেন, এসব দান-দাক্ষিণ্য, এসব দয়া ও অনুগ্রহ, এসব স্নেহ ও মনোযোগ, এসব পুরস্কার ও সমর্থন, এসব বাক্যালাপ ও আলাপচারিতা কেবল খাতামান নবীঈন (সা.)-এর অনুসরণ ও ভালবাসার কল্যাণে প্রদত্ত।"

বন্ধুর সৌন্দর্য আমার মাঝে প্রভাব বিস্তার করেছে তা না হলে আমার অস্তিত্ব নিছক ধুলিসম।'

(বারাহীনে আহমদীয়া, রূহানী খাযায়েন, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৬৪৫-৬৪৬, টীকা-১১)

কবিতা

এ যুগের শান্তির দূত মসীহ্ মাওউদ (আ.)

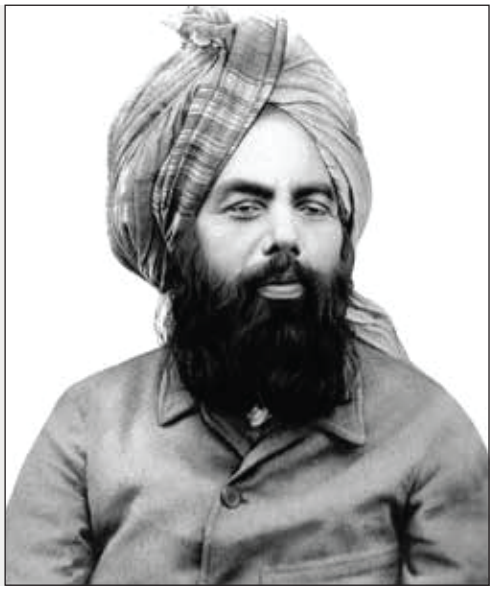

এন. আনসারী

ধরণীর বুকে চলার পথে
দেখা এক ক্লান্ত পথিকের সাথে,
জানাই তাকে এ যুগের শান্তির দূত
মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর
আগমন বার্তা ॥

পথিক বলল আমায়,
অশান্ত এ পৃথিবীর
বাতাসের মাঝে আজ
বারুদের গন্ধ,
পরমাণু অস্ত্রের ঝংকার।
রক্তের নেশায় সমর সাজে ব্যস্ত
কিছু রক্ত-পিপাসু দানব-রূপী মানুষ;
এ পৃথিবীর আকাশের নীচে আজ
নির্মম মানবিক মৃত্যুর শীতল স্তব্ধতা,
স্বজন হারা কোটি মানুষের চোখে
বাষ্প কণার মতো কুয়াশা।
অসংখ্য মানুষের লাশের পাশে কুকুর
শকুনের উল্লাস।
ভাই হারানো বোনের আর্ত চিৎকার,
সন্তান হারা মায়ের
দিকে দিকে পাবিত কান্না।
দিগন্তের হাওয়ায় ভাসছে
কোটি মানুষের হাহাকার।
চারিদিকে আজ হিংস্রতা,বীভত্সতা
আর পৈশাচিক রক্ত নেশার উলাস...

আমি বললাম,
হে পথিক!
পথহারা ক্লান্ত তুমি।
এসো, এ যুগের শান্তির দূত
মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে মেনে,
যুগ-খলীফার হাতে বয়আত করে
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত-এ
প্রবেশ করো ॥

হে পথিক!
শান্তির বীজ বপনে ব্যাকুল
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত
আজ উড়িয়ে দিচ্ছে এ পৃথিবীর
প্রান্তে প্রান্তে শুভ্র পতাকা
ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে সব মারণাস্ত্র
মহাকাশের অতল গহ্বরে,
হাতে তুলে নিয়েছে
একটি স্বচ্ছ সুন্দর ভালবাসা
এ ভালবাসা দিয়ে বিস্ফোরণ ঘটাচ্ছে
লোভ-হিংসা আর ঘৃণার রাজ্যে
স্বার্থের দানবগুলোকে ধ্বংস করে
বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা দিচ্ছে
এক তিল ভালবাসা আমাদের দাও
আমরা তোমাদের ভালবাসবো এক তাল;
আমাদের যে ভালবাসবে এক কণা আমরা
তাদের ভালবাসবো দুই দুনিয়া
ইহকাল-পরকাল ॥

হে পথিক!
দৃষ্টি দাও এ পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে,
আশ্চর্য দীপ্তিতে দেখবে তুমি
কোটি কোটি হৃদয়ের প্রবাহে প্রবাহে
সংক্রমিত হয়েছে একটি মাত্র শোগান
Love For All Hatred for None.

হে পথিক!
আকাশ মোদের বলছে ডেকে
মসীহ্ এসেছে! মসীহ্ এসেছে!
বলছে মাটি কেঁপে কেঁপে
মসীহ্ এসেছে! মসীহ্ এসেছে!

প্রভুর ঐশী নিদর্শনে
চন্দ্র সূর্য যায় গ্রহণে,
ক্রুশগুলি সব ভেঙ্গে পড়ছে
যুগ-মসীহ্র আগমনে।

বলছে কথা ভিন্ন সুরে
মুক, বধির, অন্ধের দলে,
যেমন করে বলত কথা
পূর্ব যুগে কাফির দলে।

পূর্বে প্রভু যেমন ছিলেন
এখনো ঠিক তেমনই আছেন,
আগের মতোই সৃষ্টির সাথে
এখনো প্রভু কথা বলেন ॥

কিছু দিন পর আবার দেখা
পথিক বলল আমায়,

জীবন কেটেছে মন্দ বাসনায়
আজ মন কাঁদে মোর সেই বেদনায়
দু'চোখে মোর শ্রাবণ ধারা
প্রভুর একটু করুণার আশায়।

আমার মনে ছিল না আলো
ছিল নাকো দ্বীপ-শিখা,
কলি যুগের কৃষ্ণ এসে
দেখিয়েছেন পথের দিশা।

ইমাম মাহদীর কিশতি চড়ে
যাব প্রভুর প্রেম সাগরে,
প্রভুর প্রেম-সুধায় তলিয়ে গিয়ে
অমর হয়ে রব মরে।

প্রতিটি দিবস, প্রতিটি রাত
প্রতিটি সন্ধ্যা, প্রতিটি প্রভাত,
প্রভুর তাকওয়ায় কাটাব জীবন
আজ হতে মোর এ শুধু পণ।

আসুক যত বাধা-বিঘ্ন
আসুক যত ঝড়,
প্রভুর পথে চলব সদা
হয়ে অবিচল ॥

অতঃপর পথিক দুহাত তুলে
প্রার্থনা করেন প্রভুর সমিপে
হে প্রভু,
সারাটা জীবন কেটেছে ভ্রমে
পাপের পাহাড় বেড়েছে ক্রমে,
দোষী আমি অনেক দোষে
মন্দ আমি নয় সে মিছে।

কামনা-বাসনার রং মহলে
লোভ-লালসার রাজ প্রাসাদে,
মোহের মায়ায় ছিলাম অচেতন
প্রভু তোমায় ভুলিয়া।

তোমায় আমি না চিনিয়া
সংসার সম্ভোগে ছিলাম নিমগ্ন,
শয়তানেরই ধোঁকায় পড়ে
মন হয়েছে পাপাসক্ত।

আমারই ভুলে তোমায় ভুলিয়া
মানুষরূপী ইবলীস বনিয়া,
দিয়াছি ধোঁকা মানব সমাজে
আজ এ দহন মোর অন্তর মাঝে

দূর করো মোর মনের কালিমা
দূর করো যত অহংকার,
বিকশিত করো অন্তত মম
খুলে দাও মনের রুদ্ধ দ্বার।

নিবিড় কালো আঁধার হ'তে
আমায় তুমি মুক্ত করো,
তোমার প্রেমের পুলক স্পর্শে
আমার হৃদয় ভরিয়ে তলো।

আমার মনের বাসনা যত
সবগুলোর যেন মৃত্যু হয়,
তোমার-ই সব ইচ্ছে যেন
আমার জীবনে পূর্ণ হয়।

সুশীল করো অন্তর মম
করো না স্বভাব ব্যঘ্রসম,
সৃষ্ট জীবের সেবায় সদা
থাকি যেন তৎপর।

আমায় জাগ্রত করো সুন্দর করো
করো নির্মল করো উজ্জ্বল,
আমার হৃদয়ে তোমার আলো
সদা যেন করে ঝলমল।

তোমার প্রেমের করুণা ধারা
প্রবাহমান বিশ্বজুড়ে,
তোমার প্রেমের ফুল ফুটেছে
মোর হৃদয়ের অন্তঃপুরে।

তুমি আমার চির আপন
তুমি আছো আমার কাছে,
তোমার মাঝে মোর জীবনের
সব আনন্দ আছে।

সংসার হতে মনকে নির্লিপ্ত রেখে
তোমারই প্রেমে বিভোর থেকে,
তোমার-ই ইবাদত করিতে যেন
পারি জীবন ভর।

মিটবে না মোর মনের ক্ষুধা
না পেলে তোমার প্রেমের সুধা,
তোমার প্রেমে হতে বিলীন
শক্তি দাও মোরে।

নিশীথ রাতের নিবিড় আঁধারে
হৃদয় ভরা অশ্রুজলে,
তোমার আলোয় জীবন মেলে
যেন জাগি অহরহ।

শিখাও মোরে তোমার বাণী
তোমার কালাম কুরআন খানি,
সকল কল্যাণ নিহিত আছে
এ কিতাবেরই মাঝে।

নবী সিদ্দিক শহীদ সালেহ্
ধন্য তাঁরা ত্রিভুবনে,
আমরাও যেন মরতে পারি
তাঁদের সাথে মিলে ॥

'পাক্ষিক আহমদী' পত্রিকায় লেখা পাঠানো প্রসঙ্গে

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের একমাত্র মুখপত্র **'পাক্ষিক আহমদী'** পত্রিকায় লেখা পাঠানো প্রসঙ্গে এ দিক-নির্দেশনা দেয়া যাচ্ছে যে, এখন থেকে যারাই এতে লেখা ও সংবাদ প্রকাশে ইচ্ছুক, তারা অনুগ্রহ করে এ পত্রিকার সম্পাদক বরাবর নিম্ন লিখিত ঠিকানায় পাঠাবেন।

বরাবর– **সম্পাদক**, পাক্ষিক আহমদী
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ
৪নং বকশীবাজার রোড, ঢাকা-১২১১।
E-mail: pakkhikahmadi.bd1922@gmail.com

পর্ব-৯

প্রাণপ্রিয় হুযূর (আই.)-এর সাথে মোলাকাতে প্রশ্নোত্তর

[১৪ ফেব্রুয়ারী ২০২০]

প্রশ্নঃ ঘানায় আপনি কিভাবে সময় অতিবাহিত করেছেন?

উত্তরঃ ঘানায় বিদ্যালয় এবং খামারে যতটুকু কাজ থাকত, তা করতাম। তারপর যখন আমি অবসর পেতাম তখন পড়াশোনা করতাম। এছাড়া বন্ধুদের সাথেও সময় কাটাতাম এবং তাদের সাথে গল্প করতাম। শিশুদের সাথেও বসতাম। এছাড়া অতিরিক্ত আরো কাজ করতে হত। আমি যখন ঘানায় ছিলাম তখন বিদ্যালয়ের নির্মাণ কাজ আমাকেই করাতে হত। খামারের অনেক কাজ আমাকেই করতে হত। কখনও সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত শুধু কাজ আর কাজ করতে হত। কখনো কখনো কিছু অবসর সময় পাওয়া যেত। সেখানে আমাদের ঘরে কোন রেডিও বা টেলিভিশন ছিল না যে, আমি বসে কোন খবর শুনবো বা কোন অনুষ্ঠান দেখবো। বিদ্যুৎ তো ছিলই না। কেরোসিনের বাতি ছিল। সুতরাং তা দিয়ে আমরা কি করতে পারি! তাই দ্রুত রাত হয়ে যেত, ঘুমিয়ে যেতাম। তোমাদের মত রাত ১২টা অবধি টেলিভিশন সেটের সামনে বসে সময় নষ্ট করতাম না। মা বলে, যাও ঘুমাও। আর তুমি বল, না না এখন আমার একটি অনুষ্ঠান আরম্ভ হবে। আমি এটি দেখব। তাই তো?

প্রশ্নঃ আপনার প্রিয় দেশ কোনটি?

উত্তরঃ পাকিস্তান যেখানে আমি জন্মগ্রহণ করেছি এবং ইউ. কে. যেখানে আমি বসবাস করছি। এছাড়া প্রত্যেক স্থানের নিজ নিজ পদমর্যাদা রয়েছে। কাদিয়ান হচ্ছে মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর জন্মস্থান এবং এর থেকেও উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হচ্ছে মক্কা যেখানে মহানবী (সা.) জন্মগ্রহণ করেছেন। আবার মদিনা যেখানে মহানবী (সা.) সারাজীবন বসবাস করেছেন এবং কবরস্থ হয়েছেন। প্রত্যেক শহরের নিজ নিজ পদমর্যাদা রয়েছে। কিন্তু দেশের ক্ষেত্রে প্রত্যেকেই তো তার নিজ দেশকেই বেশি ভালবাসে। তাই আমার প্রিয় প্রথমে পাকিস্থান এরপর যেখানে বসবাস করছি তথা ইউ. কে.-এর শহর।

প্রেশ্নঃ আপনি প্রতিদিন অনেক বেশি কাজ করেন তারপরও আপনাকে এতটা প্রাণবন্ত দেখা যায় কীভাবে?

উত্তরঃ কে বলে সময় পাই না! আমি ঘুমাই, খাবার খাই, বসে থাকি (বিশ্রাম নই) আমি সংবাদ শুনি। আমি অফিসের কাজের পাশাপাশি অন্যান্য কাজও করে থাকি। আমার যতটুকু ঘুমানো দরকার তা সম্পূর্ণ করে প্রাণবন্ত হয়ে যাই। আসলে পুরোটা মানসিক বিষয়। কেউ যদি অলসতা দেখায় যে, আমার ঘুম পুরো হয় নি আমাকে আরো ঘুমাতে হবে, তবে কোন কিছুই হবে না। তুমি নিজেই সিদ্ধান্ত নাও যে, তোমাকে এত ঘণ্টা ঘুমাতে হবে। তারপর প্রাণবন্ত হয়ে বল, এখন আমাকে কাজ করতে হবে। ঠিক আছে? আর সবসময় হাস্যোজ্জল থাকো। যদি সর্বদা হাসিখুশি থাকো তবে তুমি প্রাণবন্ত হয়ে যাবে। আর তুমি যদি মুখ গোমড়া করে থাকো তবে সতেজ দেখাবে না।

প্রশ্নঃ মহান আল্লাহ্ তা'লা আপনার প্রত্যহ জীবনে কিভাবে সাহায্য করেন?

উত্তরঃ তিনি আমার সময়ের সঠিক ব্যবহার করতে সাহায্য করেন। যাতে আমি আমার সকল কাজ এবং দ্বায়িত্ব পালন করতে পারি এবং আমি চেষ্টা করি। আর আমি আশা করি, আমি তা শেষ করতে পারব। কারণ আমি বিভিন্ন মানুষ এবং বিভিন্ন জামা'ত থেকে অঢেল চিঠি পেয়ে থাকি এবং আরও অনেক ফাইল থাকে যেগুলো আমি দেখি এবং সেগুলোর ওপর নোট দিয়ে থাকি। যদি আমি দেখি এবং চিন্তা করি যে, আল্লাহ্‌র সাহায্য ছাড়া এই কাজগুলো আমি করে ফেলব তাহলে তা কখনই করতে পারতাম না কারণ এগুলো অসংখ্য। আর এভাবেই আল্লাহ্ আমাকে সহায়তা করেন। তাই যখনই আমি কোন চিঠি দেখি, আমি এক পলকেই চিঠির মূল বিষয়বস্তু বুঝে যাই। যা একজন সাধারণ মানুষের পক্ষে এত দ্রুত বুঝা সম্ভবই নয়। এটা অনুশীলনের ওপরও নির্ভর করে। এভাবেই আমি এটি পরিচালনা করি। তুমি যদি বারংবার কোন কাজ কর, তাহলে আল্লাহ্-ও সাহায্য করেন। এগুলো ছাড়াও আরও অনেক কিছু এর সাথে যুক্ত আছে যেমন দোয়া এবং অন্যান্য জিনিস রয়েছে। যাহোক, মূল কথা হল, আল্লাহ্ আমার সময়ের সঠিক বিন্যাস করতে সাহায্য করেন।

প্রশ্নঃ আপনি কি মনে করেন তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে?

উত্তরঃ শুধু আমার মনে হবে কেন? এখন তো সবারই মনে হচ্ছে। বহু সংখ্যক জাগতিক মানুষ, বিশ্লেষক এবং রাজনীতিবিদ আগে বলতো আপনি অনেক বেশি দুশ্চিন্তা করছেন এটা হবে না, সেটা হবে না। এখন তারাই বলছে, হ্যাঁ বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনা রয়েছে। বাহ্যিকভাবে মনে হচ্ছে যে, (যুদ্ধ) হবে। ঠিক আছে? তাই আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা কর এবং তাঁর প্রতি বিনত হও। যুদ্ধের পর যে বিরাজমান অবস্থা থাকবে তখন মানুষের আল্লাহ্‌র কথা মনে পড়বে আর তোমাদের তবলীগ করার জন্য প্রস্তুতি নেয়া উচিত যে, আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব রয়েছে এবং আল্লাহ্ (মানুষের কথা) শোনেন। কীভাবে আল্লাহ্‌র ইবাদত করা উচিত, কীভাবে নামায আদায় করতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি।

প্রশ্নঃ আপনার মতে পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র কোনটি? মিডিয়া নাকি জগত বিধ্বংসী পারমানবিক অস্ত্র?

উত্তরঃ সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র দোয়া। তুমি আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া কর, সিজদায় বিনত হও এবং তাঁর সাহায্য ও দিক-নির্দেশনা প্রার্থনা কর। মিডিয়া হোক বা বিধ্বংসী অস্ত্রই হোক, তিনি সব অস্ত্র থেকে তোমাকে রক্ষা করতে পারেন। এবং এ জগতের ক্ষেত্রে, হ্যাঁ! পারমানবিক বোম বা হাইড্রোজেন বোম, এগুলো সব ভয়ংকর প্রাণঘাতী অস্ত্র। এগুলো পুরো পৃথিবীকে ধ্বংস করতে পারে। মিডিয়াও একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এটি মানুষের হৃদয়কে কলুষিত করে। এছাড়া এটি তোমাকে ভুল পথে ঠেলে দিতে পারে। তাই সর্বোপরি সবকিছুর নিজস্ব ভূমিকা রয়েছে। ঠিক আছে? (তবে) সর্বোত্তম পন্থাটি হচ্ছে, আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য এবং দিক-নির্দেশনা প্রার্থনা করা। এবং তাঁর কাছে দোয়া কর। যাতে আল্লাহ্ তা'লা তোমাকে এই সকল খারাপ জিনিস এবং এই পৃথিবীর সৃষ্ট যত অস্ত্র আছে তার অনিষ্ট থেকে রক্ষা করেন।

Special Attention from Central Bangla Desk

Please note that our email has now been changed therefore from now on you are requested to send your DOA letters to the following email address:
doa@bangladesk.org

Feroz Alam
In-charge, Bangla Desk

বিবাহ-শাদী এবং আমাদের করণীয়

কেন্দ্রীয় রিশতানাতা দপ্তর, বাংলাদেশ

বিবাহের ঘোষণায় পঠিত মসনূন আয়াতসমূহ:

يَاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَآءً ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ﴿۲﴾

হে মানুষ! তোমরা তোমাদের প্রভু প্রতিপালকের তাকওয়া অবলম্বন কর, যিনি একই সত্তা থেকে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন আর তাদের উভয় থেকে বহু নর ও নারীর বিস্তার ঘটিয়েছেন। আর তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর, যার দোহাই দিয়ে তোমরা একে অপরের কাছে আবেদন নিবেদন করে থাক, (বিশেষভাবে) রক্ত-সম্পর্কীয় আত্মীয়তার ক্ষেত্রে (তাকওয়া অবলম্বন কর)। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের পর্যবেক্ষক। *(সূরা আন নিসা: ২)*

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ﴿۷۱﴾ يُّصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ۭ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا ﴿۷۲﴾

হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর এবং সহজ-সরল-স্বচ্ছ কথা বল; তাহলে তিনি তোমাদের আচরণ শুধরে দিবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করে দিবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে সে নিশ্চয়ই অনেক বড় সাফল্য লাভ করে। *(সূরা আল আহযাব: ৭১-৭২)*

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿۱۹﴾

হে যারা ঈমান এনেছ! আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর। আর প্রত্যেকেরই লক্ষ্য রাখা উচিত যে, সে আগামীকালের জন্য অগ্রে কী প্রেরণ করছে। আর আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর। তোমরা যা কর সে সম্পর্কে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত। *(সূরা আল হাশর: ১৯)*

আয়েলি মাসায়েল অওর উনকা হাল্

(পারিবারিক সমস্যাবলী ও এর সমাধান)

পূর্ব প্রকাশের পর

রক্ত-সম্পর্কের আত্মীয় এবং তাদের গুরুত্ব

রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়তার গুরুত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) বলেন–

“এরপর রক্ত-সম্পর্কীয় আত্মীয়তার বিষয়টি রয়েছে। আত্মীয়দের পরস্পরের মাঝে প্রীতি ও ভালোবাসার সম্পর্ক আরো দৃঢ় করা আবশ্যক, এ ক্ষেত্রে উন্নতি করুন। ‘সিলাহ রেহমী’ অর্থাৎ আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা বলতে কী বুঝায়? মহিলাদের উচিত নিজেদের আত্মীয়দের বিষয়ে যত্নবান হওয়া এবং স্বামীর আত্মীয়দের খেয়াল রাখা। শাশুড়িরা বউমাদের প্রতি যত্নবান হোন এবং তাদের আত্মীয়দের প্রতি খেয়াল রাখুন। প্রেমময় ও ভালোবাসাপূর্ণ একটি পরিবেশ গড়ে তুলুন

যাতে করে জামা'তের উন্নতির ধারা পূর্বের চেয়ে আরো বেগবান হয়। একতা, ঐক্য এবং ভালোবাসায় আল্লাহ্ তা'লার যে কৃপা বর্ষিত হয় তা অনৈক্য এবং ঝগড়াবিবাদে হয় না। সুতরাং আল্লাহ্ তা'লার কৃপা লাভের চেষ্টা করুন।" *(লাজনা ইমাইল্লাহ যুক্তরাজ্যের বার্ষিক ইজতেমায় ভাষণ, ২ নভেম্বর ২০০৮)*

এই প্রসঙ্গে অপর এক স্থানে তিনি (আ.) বলেন–

"হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন, 'রক্ত-সম্পর্কীয় আত্মীয় বলতে কেবল নিজের রক্তের সম্পর্কের আত্মীয় বুঝায় না বরং বিয়ের পর স্বামী এবং স্ত্রী উভয়ের রক্ত-সম্পর্কের আত্মীয়গণ উভয়েরই আত্মীয় হয়ে যায়। অর্থাৎ স্বামীর ভাইবোন, পিতামাতা, স্ত্রীর পিতামাতা ও ভাইবোন হয়ে যায় ঠিক তেমনিভাবে স্ত্রীর ভাইবোন ও পিতামাতা স্বামীর ভাইবোন ও পিতামাতা হয়ে যান। চিন্তাচেতনা যদি এমন হয় তাহলে আত্মীয়দের মাঝে দূরত্ব সৃষ্টি হতে পারে না কখনো সম্পর্কের অবনতি ঘটতে পারে না। সুতরাং এ দায়িত্বগুলো উভয়ে এমনভাবে পালন করা উচিত যেভাবে নিজের আত্মীয়স্বজন, পিতামাতা এবং ভাইবোনের ক্ষেত্রে পালন করা হয়। এ নির্দেশ কেবল মহিলাদের ক্ষেত্রেই নয় বরং যেভাবে আমি বলেছি, পারস্পরিক প্রেমময় সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য ছেলেকেও সেভাবেই ধৈর্য এবং দোয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে যেভাবে মেয়েকে দেয়া হয়েছে। অনুরূপভাবে উভয় পক্ষের শ্বশুরবাড়ির দায়িত্ব হলো, ছেলে এবং মেয়েকে ভুল পথনির্দেশনা দিয়ে বা অসঙ্গত কথা বলে আত্মীয়তার বন্ধনে ফাটল সৃষ্টি করে সমাজের শান্তি শৃঙ্খলা নষ্ট না করা। একইভাবে এই প্রথম আয়াতে এ শিক্ষাও দিয়েছেন যে, এই বিবাহ বন্ধনের ফলশ্রুতিতে তোমাদের ঘরে যে সন্তান জন্ম নিবে তাদের উত্তম শিক্ষাদিক্ষার ব্যবস্থা করা তোমাদের উভয়ের কর্তব্য। যেন ভবিষ্যতে সমাজে পুণ্য প্রসারকারী বংশধারা সূচীত হয়। তিনি (আল্লাহ্) বলেন, এটা ততক্ষণ পর্যন্ত সম্ভব নয়, যতক্ষণ না তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন করবে। আল্লাহ্ তা'লার তাকওয়া কী?

প্রত্যেক কাজ আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ অনুযায়ী করা। নিজের সকল ব্যক্তিগত কামনাবাসনাকে পদদলিত করে কেবল এ উদ্দেশ্য সম্মুখে রাখা যে, আল্লাহ্ তা'লা যেন আমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, স্মরণ রাখবে, আমাকে প্রতারিত করা যায় না, কেননা তোমার প্রত্যেক কর্মের ওপর সদা আমার দৃষ্টি রয়েছে। সুতরাং আহমদী স্বামী-স্ত্রী যদি এই নির্দেশকে সম্মুখে রাখে তাহলে তারা (শরীয়তের) সেই নির্দেশের বা শিক্ষার সন্ধানে থাকবে যা আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভের কারণ। বিয়ে-সংক্রান্ত আয়াতগুলোতে আল্লাহ্ তা'লা পাঁচ জায়গায় তাকওয়া শব্দটি উল্লেখ করেছেন। যে ব্যক্তি খোদা তা'লার তাকওয়াকে এতটা দৃষ্টিতে রাখবে তার ঘর বিশৃঙ্খলার আখড়ায় পরিণত হবে বা কখনো এতে ঝগড়াবিবাদ হবে– এটা হতেই পারে না। রক্ত-সম্পর্কীয় আত্মীয়তার সম্পর্ক যারা রক্ষা করবে, যারা একে অপরের আত্মীয়স্বজনের খেয়াল রাখবে, তাদের প্রতি যথাযথ দায়িত্বপালনকারী হবে, এসব লোকদের দোয়া গৃহীত হওয়ার সুসংবাদও এতে দেয়া হয়েছে।" *(লাজনা ইমাইল্লাহ যুক্তরাজ্যের বার্ষিক ইজতেমায় মহিলাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ, ৪ অক্টোবর ২০০৯) ... (চলবে)*

[আয়েলি মাসায়েল আওর উনকা হাল্, পৃ. ৩৫-৪০]

বিবাহ সংবাদ

–রিশতানাতা বিভাগ

নবদম্পতির জন্য মহানবী (সা.)-এর দোয়া

بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ

"আল্লাহ্ তোমাকে আশীষের ভাগী করুন, তোমার প্রতি অঢেল আশীষ বর্ষণ করুন আর তোমাদের উভয়কে পুণ্যকর্মে এক করে দিন" (আমীন)। *(আবু দাউদ, হাদীস নং: ২১৩০)*

- গত ১৫/০১/২০২১ মোসাম্মৎ সামিহা মিল্লাত, পিতা: জনাব নাসির উদ্দিন মিল্লাত কৌনিক নূর, বাড়ী-৬, নূরের চালা, ভাটারা, গুলশান, ঢাকা-এর সাথে সাবরুর আহমদ চৌধুরী (সোহেল), পূর্ব নাছিরাবাদ, ইউনিট আজিজ ভিলেজ, চট্টগ্রাম-এর বিবাহ ৩,৫০,০০১/- (তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর : ১৭৩৯

- গত ০৫/০৮/২০২০ মোসাম্মৎ সোহানা আক্তার নিশি, পিতা: মোম্মদ নাসির উদ্দীন, পশ্চিম কৃষ্ণনগর, পো: কুকুয়া, আমতলী, বরগুনা-এর সাথে সোহেল আহমদ, পিতা: মোহাম্মদ আক্কাস মোল্লা, গ্রাম: পূর্ব কৃষ্ণনগর, পো: সোহরাওয়ার্দী হাইস্কুল, আমতলী, বরগুনা-এর বিবাহ ২,৫০,০০০/- (দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর : ১৭৪০

সংবাদ

মক্তব শিক্ষার্থীদের প্রতিযোগিতা ও পুরষ্কার বিতরণ

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ভাতগাঁও মসজিদ ও রামপুর হালকা মসজিদ-এর মক্তবের শিক্ষার্থীদের মধ্যে যারা বিভিন্ন সময়ে কুরআন শরীফ পড়া শিখেছে ও নিয়মিত নামায পড়েছেন এবং জামা'তের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে উপস্থিত হয়েছেন, গত ১৯/০২/২০২১ইং সকাল ১১.০০ মিনিট হতে তাদের প্রতিযোগিতা নেওয়া হয় ও জুমুআর নামাযের পর রামপুর হালকা মসজিদে আলোচনা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। পুরস্কার প্রাপ্তদের কলম ও একটি নোট বুক উপহার দেওয়া হয়। কায়দা ইয়াসসারনাল বই পড়া শেষ করে কুরআন শরীফ পড়া শুরু করেছে মোট ১৭ (সতের) জন ও অ-আহমদী ০৩ (তিন) জনসহ সর্বমোট ২০ (বিশ) জনকে পুরস্কার দেওয়া হয়।

সভাপতি- মোহাম্মদ আব্দুস সাত্তার ভুগোল, রামপুর হালকা প্রেসিডেন্ট। পবিত্র কুরআন পাঠ করেন: ফাহাদ আহমেদ (প্রথম স্থান অধিকারী), নযম পরিবেশন করেন: শাহীন আহম্মেদ ও ফাহাদ আহমেদ এবং দোয়া পরিচালনা করেন: সভাপতি– রামপুর হালকা প্রেসিডেন্ট, মোহাম্মদ আব্দুস সাত্তার ভুগোল। এরপর শুভেচ্ছা ও নসীহতমূলক বক্তব্য রাখেন: সেক্রেটারী তালিমুল কুরআন ও ওয়াকফে আরযী, জনাব মোহাম্মদ মোবাশ্বেরুল ইসলাম প্রধান তপু। পিতাদের পক্ষ থেকে আলোচনা করেন: আশাদুজ্জামান সোহেল বাবু। মাতাদের পক্ষ থেকে আলোচনা করেন: প্রাক্তন শিক্ষিকা, শামছুন্নাহার।

নসীহতমূলক বক্তব্য রাখেন মওলানা জহির আহমেদ, মুরুব্বি সিলসিলা, শিক্ষক, জামেয়া আহমদীয়া, বাংলাদেশ, মাওলানা সুলতান মাহমুদ আনোয়ার, মুরুব্বি সিলসিলা, শিক্ষক, জামেয়া আহমদীয়া, বাংলাদেশ।
মোহাম্মদ আব্দুর রউফ, জেনারেল সেক্রেটারী ও নায়েব রিজিওনাল নাযেমে আলা ও রিজিওনাল অডিটর, মজলিস আনসারুল্লাহ, রংপুর রিজিওন, দিনাজপুর আঞ্চলিক রিশ্‌তানাতা সেক্রেটারী। মোহাম্মদ মিজানুর রহমান, প্রেসিডেন্ট ভাতগাঁও। পুরষ্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের পর দোয়া পরিচালনা করেন মোহাম্মদ মিজানুর রহমান, প্রেসিডেন্ট ভাতগাঁও। আনসার, খোদ্দাম, আতফাল, লাজনা, নাসেরাত মোট ৮১ জন এবং মেহমান ০৩ জন সর্বমোট ৮৪ জন উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিতি ছিলেন।

মোবাশ্বেরুল ইসলাম প্রধান তপু,
সেক্রেটারী তালিমুল কুরআন ও ওয়াকফে আরযী, ভাতগাঁও

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ঢাকার মাদাটেক হালকায় মুসলেহ মাওউদ (রা.) দিবস উদ্‌যাপন

মহান আল্লাহ্ তা'লার অশেষ ফযলে গত ১২ মার্চ ২০২১ তারিখ বাদ জুমুআ 'মসজিদুল হুদা' মসজিদে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ঢাকার মাদারটেক হালকায় মহান মুসলেহ মাওউদ (রা.) দিবস উদাযাপিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মোহতরম জুলফিকার হায়দার, নায়েব আমীর, ঢাকা। আরও উপস্থিত ছিলেন মওলানা আব্দুল মুনিম খান চৌধুরী, মুরব্বি সিলসিলাহ; মোহাম্মদ কুদরতুর রহমান ভূইয়া, প্রেসিডেন্ট, মাদারটেক হালকা এবং মজলিস খোদ্দামুল আাহমদীয়ার কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মো: তারেক সিরাজী। পবিত্র কুরআন তিলওয়াত, দোয়া, হাদীস পাঠ, মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বাণী পাঠ এবং নযম পরিবেশনের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু করা হয়। বক্তাবৃন্দ তাদের বক্তৃতার মাধ্যমে মুসলেহ মাওউদ (রা.) সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী ও তাঁর জীবনীর বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে মোট উপস্থিত ছিলেন ১১৭ জন। যাদের মাধ্যে ২৮ জন আনসার, ১৯ জন খোদ্দাম, ১৩ জন আতফাল, ৩৩ জন লাজনা, ১৮ জন নাসেরাত এবং ৬ জন মেহমান।

মোহাম্মদ কুদরতুর রহমান ভুইয়া, *প্রেসিডেন্ট, মাদারটেক হালকা*

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, রংপুরে মুসলেহ মাওউদ (রা.) দিবস পালন

মহান আল্লাহ্‌র অশেষ ফযলে গত ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখ বাদ মাগরিব 'মসজিদুল মাহদী'-তে আহমদীয়া মুসলিম জামাত রংপুরের উদ্যোগে মুসলেহ মাওউদ (রা.) দিবস পালিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব খন্দকার মাহবুব উল ইসলাম, প্রেসিডেন্ট, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, রংপুর। শুরুতে পবিত্র কুরাআন থেকে তিলাওয়াত করে মাহমুদ আহমদ নিবিড়। নজম পরিবেশন করে আলীম আহমদ সামী।

মুসলেহ মাওউদ (রা.) সংক্রান্ত মহান ভবিষ্যদ্বাণী পাঠ করে শোনায় নাজিফ আহমদ। এরপরে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) এর কর্মময় পবিত্র জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে পর্যায়ক্রমে আলোচনা করেন জনাব এইচ, এম, জাবের, আনোয়ারা সিকদার, জনাব মসীহ্জ্জামান শাহীন, সেক্রেটারী মাল, আ.মু.জা. রংপুর ও স্থানীয়

জামা'তের মোয়াল্লেম জনাব সেলিম আহমদ কাজল সাহেব। সবশেষে সভাপতি সাহেবের জ্ঞানগর্ভ ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ২৬ জন উপস্থিত ছিলেন।

মাহমুদ আহমদ নিবির, জেনারেল সেক্রেটারী, রংপুর

ডোহান্ডা জামা'তে
হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) দিবস পালন

আল্লাহ্ তা'লার অশেষ ফযলে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ডোহান্ডার উদ্যোগে মহান হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) দিবস উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় জামা'তের প্রেসিডেন্ট, জনাব চৌধুরী মোহাম্মদ মাহতাব উদ্দীন সাহেব। মোহাম্মদ সাব্বির আহমদ সভার শুরুতে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন, দোয়া পরিচালনা করেন সভাপতি সাহেব। নযম পাঠ করেন মোহাম্মদ সালেহ আহমদ সুমন। এরপর মহান মুসলেহ মাওউদ (রা.) দিবসের বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা করেন যথাক্রমে চৌধুরী মোহাম্মদ মাহতাব উদ্দীন, মওলানা মোহাম্মদ আল হক, মুরুব্বি সিলসিলা, শিক্ষক জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ, মৌলভী মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম মোয়াল্লেম, ডোহান্ডা। দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়। অনুষ্ঠান শেষে উপস্থিত সবাইকে খাবার খাওয়ানো হয়। সভায় উপস্থিত ছিল সর্বমোট ৪৩জন।

সালেহ আহমেদ, জেনারেল সেক্রেটারী, ডোহান্ডা

খুলনা জামা'তে
মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) দিবস অনুষ্ঠিত

গত ২০/০২/২০২১ইং তারিখ বাদ মাগরিব স্থানীয় জামা'তের আমীর জনাব এস এম আনসার উদ্দীন সাহেবের সভাপতিত্বে মসজিদ বায়তুর রহমানে মুসলেহ মাওউদ (রা.) দিবস উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভার শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত করেন জনাব ইয়াসের রহমান তারিফ এবং নযম পরিবেশন করেন জনাব তানভীর আহমদ শোভন। অতঃপর হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী, ভবিষ্যদ্বাণীর পটভূমি ও তার পূর্ণতা এবং হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.)-এর কর্মময় জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেন জনাব শেখ মুহাম্মদ ওমর, মুহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক, মুহাম্মদ ওমর আলী এবং মুরব্বী সিলসিলা জনাব মওলানা কাসেম হোসাইন পিয়াস। পরিশেষে সভার সভাপতি ও স্থানীয় জামা'তের আমীর জনাব এস এম আনসার উদ্দীন সাহেব বক্তব্য রাখেন। বক্তাগণ হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.)-এর খেলাফতকালীন সময়ের বিভিন্ন দিক নিয়ে ঈমান উদ্দীপক ঘটনার উল্লেখ করে সকলকে আত্মবিশ্লেষণ করতঃ নিজ নিজ ঈমান ও আমলের উন্নতি সাধনের আহ্বান জানিয়ে বক্তব্য প্রদান করেন। পরিশেষে সভাপতি সাহেব দোয়ার মাধ্যমে আলোচনা সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন। উক্ত আলোচনা সভায় ১২ জন আনসার, ৪ জন খোদ্দাম, ২ জন আতফাল, ৪ জন লাজনা ও ১ জন নাসেরাতসহ সর্বমোট ২৩ জন উপস্থিত ছিলেন।

এন এ শহীন আহমেদ, জেনারেল সেক্রেটারী, খুলনা

পুরুলিয়া জামা'তে
মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) দিবস অনুষ্ঠিত

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, পুরুলিয়ায় মুসলেহ মাওউদ (রা.) দিবস পালন করা হয়। উক্ত দিবসের সভাপতি জনাব শামসুল ইসলাম, তিলাওয়াতে কুরআন জনাব নাসির আহমদ, নযম পরিবেশন করেন নাসেরাত নুসরাত-ই-রহমান। মুসলেহ মাওউদ (রা.)-এর বাল্যজীবন নিয়ে আলোচনা করেন জনাব রাসেল আহমদ, মুসলেহ মাওউদ (রা.)-এর দিবসের পটভূমি নিয়ে আলোচনা করেন স্থানীয় মোয়াল্লেম জনাব আব্দুর রহমান, মুসলেহ মাওউদ (রা.)-এর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন মোয়াল্লেম মজিদুল ইসলাম (অব.), বক্তৃতার এক পর্যায়ে আমরা মুসলমান নযমটি পরিবেশন করেন আতফাল মাহবুবুর রহমান। সভপতির ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্তি ঘোষণা করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে আনসার ৮ জন, খোদ্দাম ৬ জন, আতফাল ৫ জন, নাসেরাত ৪ জন, মেহমান ১ জন শিশু ১ জন মোট ৩৬ জন উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান শেষে আপ্যায়নের ব্যবস্থা ছিল।

জনাব আব্দুর রহমান, পুরুলিয়া, গুরুদাসপুর, নাটোর

কটিয়াদি জামা'তে
মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) দিবস অনুষ্ঠিত

গত ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখ কটিয়াদী জামা'তের উদ্যোগে কটিয়াদি মসজিদে স্থানীয় প্রেসিডেন্ট সাহেবের সভাপতিত্বে মুসলেহ মাওউদ (রা.) দিবস উদযাপন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত ও নযমের মাধ্যমে শুরু হয়। মুসলেহ মাওউদ দিবসের বিভিন্ন দিক নিয়ে বক্তৃতা করেন পর্যায়ক্রমে এড: আজিজুল হক, আব্দুল হান্নান, মওলানা রুহুল বারী মুরব্বি সিলসিলাহ। সভাপতির সমাপ্তি ভাষণ, দোয়া ও মিষ্টি বিতরণের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ করা হয়। এতে মোট ৪৩ জন উপস্থিত ছিলেন।

সুলতান আহমেদ লিটন, জেনারেল সেক্রেটারী, কটিয়াদি

কৃষ্ণনগর জামা'তে
মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) দিবস অনুষ্ঠিত

গত ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, কৃষ্ণনগরের উদ্যোগে মহান মুসলেহ মাওউদ (রা.) দিবস পালন করা হয়। কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান

আরম্ভ হয়। এতে মুসলেহ মাওউদ (রা.) দিবস পালনের গুরুত্ব ও উদ্দেশ্য এবং মুসলেহ মাওউদ (রা.)-এর জীবনের ও খিলাফতকালের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন মোয়াল্লেম জনাব শামসুল হুদা, মোজাফফর আহমদ রাজু মোয়াল্লেম এবং কৃষ্ণনগর জামা'তের প্রেসিডেন্ট জনাব আব্দুর রাজ্জাক সাহেব। সবশেষে দোয়া ও খাবার বিতরণের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়।

মুহাম্মদ শামসুল হুদা, মোয়াল্লেম, কৃষ্ণনগর, বরগুনা

ভাতগাঁও জামা'তে মুসলেহ মাওউদ (রা.) দিবস পালন

গত ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখ বাদ মাগরিব হতে রাত্রি ৯ টা পর্যন্ত মহান মুসলেহ মাওউদ (রা) দিবস পালন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ। এতে সভাপতিত্ব করেন নুরুদ্দীন আহমেদ শাহ্, ভাইস প্রেসিডেন্ট ও যয়ীম আনসারুল্লাহ। পবিত্র কুরআন থেকে পাঠ করেন– ইয়ামিন আহমেদ, নায়েব কায়েদ, ভাতগাঁও। নযম পরিবেশন করেন– শাহীন আহম্মেদ ও ফাহাদ আহমেদ। যুব সংগঠনের প্রতি মুসলেহ মাওউদ (রা.) এর অবদান বিষয়ে বক্তব্য রাখেন– বিপ্লব আহমেদ, কায়েদ, ভাতগাঁও। ২০ ফেব্রুয়ারির প্রেক্ষাপট ও পটভূমি বিষয়ে বক্তব্য রাখেন– অধ্যক্ষ গোলাম হোসেন, সেক্রেটারী মাল ও সেক্রেটারী ওসিয়্যত।

মুসলেহ মাওউদ (রা.)-এর বর্ণাঢ্য কর্মময় জীবন বিষয়ে বক্তব্য রাখেন– আলহাজ্ব মোহাম্মদ আব্দুর রশিদ, সেক্রেটারী, জায়েদাদ। মুসলেহ মাওউদ (রা.)-এর বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন– মোহাম্মদ আব্দুর রউফ, জেনারেল সেক্রেটারী, ভাতগাঁও। সমাপ্তি বক্তব্য রাখেন– সভাপতি নুরুদ্দীন আহমেদ শাহ্, ভাইস প্রেসিডেন্ট ও যয়ীম আনসারুল্লাহ। দোয়া পরিচালনা করেন– আলহাজ্ব মোহাম্মদ আব্দুর রশিদ, সেক্রেটারী, জায়েদাদ।

পরিশেষে রাতে খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিতি আনসার, খোদ্দাম, আতফাল, লাজনা, নাসেরাতসহ মোট ৬৩ জন।

মোহাম্মদ আব্দুর রউফ, জেনারেল সেক্রেটারী, ভাতগাঁও

ডোহান্ডা জামা'তে ওসীয়্যত সেমিনার অনুষ্ঠিত

আল্লাহ্ তা'লার অশেষ ফযলে গত ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখ বাদ জুমুআ আল্ ওসিয়্যাত পুস্তক অবলম্বনে সেমিনার করা হয়। উক্ত সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন স্থানিয় জামা'তের প্রেসিডেন্ট, জনাব চৌধুরী মোহাম্মাদ মাহতাব উদ্দীন, এরপর ওসিয়্যতের কল্যাণ ও গুরুত্বের বিষয় আলোচনা করেন যথাক্রমে, মওলানা মোহাম্মদ আল হক মুরুব্বী সিলসিলা শিক্ষক, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ ও মৌলভী মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম, মোয়াল্লেম, ডোহান্ডা। এরপর দোয়ার মাধ্যমে সেমিনারের সমাপ্তি হয়। সেমিনারে উপস্থিত ছিল সর্বমোট ২৬ জন।

মোহাম্মদ মাহতাব উদ্দীন চৌধুরী, প্রেসিডেন্ট, ডোহান্ডা

বীরগঞ্জ জামা'তে ওসীয়্যত সম্মেলন অনুষ্ঠিত

আল্লাহ্ তা'লার অশেষ ফযলে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বীরগঞ্জে ওসীয়্যত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর 'আল ওসীয়্যত' পুস্তকের ওপর বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। এই অনুষ্ঠানে ৯ জন ওসীয়্যত ফরম নিয়েছেন। তারা ওসীয়্যত করতে আগ্রহী। উক্ত অনুষ্ঠানে সর্বমোট ২০ জন উপস্থিত ছিলেন।

চাকমা উপজাতি ও বৌদ্ধদের মাঝে আহমদীয়াতের বাণী প্রচার

আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশের ন্যাশনাল আমেলার সাথে হযরত খলিফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.)-এর ভার্চুয়াল মিটিংয়ে হুযূর উপজাতীদের মাঝে আহমদীয়াতের বাণী পৌঁছানোর বিষয়ে দিক-নির্দেশনা দেন ।

এর প্রেক্ষিতে গত ৪ মার্চ আমরা রাঙ্গামাটি জেলার লঙ্গধু থানার আমতলী ইউনিয়নের ছোট মাহিল্যা ও বড় মাহিল্যার পাহাড়ী জাতিগোষ্টি চাকমাদের পাড়াতে যাই। সেখানে দুটি গোত্রের সাথে আমরা দেখা করি। প্রথমে তাদের গোত্র প্রধান এর (কারবারীর) সাথে সাক্ষাৎ করি, পরে তাঁকে নিয়ে তাদের সাধারণ সদস্যদের সাথে সাক্ষাৎ করতে তাদের বাড়িতে যাই। তাদেরকে এক নজরে আহমদীয়া মুসলিম জামাত ও একেশ্বরবাদী বুদ্ধ বই উপহার দেয়া হয়। সেখানে আমাদের জামাতের পরিচিতি, আর্তমানবতায় সেবায় আমাদের বিশ্বব্যাপী কর্মকাণ্ড ও সার্বজনীন ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্বের শিক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে তাদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে আলোচনা হয়। তাদের ব্যবহার, আন্তরিকতা ও তাদের আথিতেয়তায়ও আমরা মুগ্ধ ছিলাম।

৭ মার্চ আমরা আমাদের মাহিল্যা আহমদীয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চাকমা ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকদের নিয়ে একটি মত বিনিময় ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান করি। এতে বাৎসরিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকারীদের এবং প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীদের বিশেষ পুরস্কার দেয়া হয়। আলোচনা সভায় স্কুলের প্রধান শিক্ষক জনাব হাবীব আহমদ সাহেব ছাত্র ও অভিভাবকদের দায়িত্ব ও করণীয়, মাওলানা সাকিবুল হাসান মুরব্বী সিলসিলাহ মাহিল্যা তিনি শিক্ষার বা জ্ঞান অর্জনের বিষয়ে ইসলামের শিক্ষা এ বিষয়ে আলোচনা করেন। পরে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি হিসেবে খাকসার সুভেচ্ছা বক্তব্য রাখি। সবশেষে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি সভার সভাপতি মাওলানা শাহ মোহাম্মদ নূরুল আমিন সাহেব বুদ্ধের অহিংসা নীতি ও জামাতের আহমদীয়ার

শ্লোগান ভালোবাসা সবার তরে ঘৃণা নয় কারো 'পরে এর সামঞ্জস্যতা তুলে ধরে বলেন, প্রকৃত ইসলাম সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ব ও ভালোবাসার কথা বলে। ইসলাম বলে তাদের আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন অর্থাৎ তিনি সমগ্র বিশ্বজগতের প্রতিপালক। এটা বলে না, তিনি শুধুমাত্র মুসলমানদের প্রতিপালক। বলে, তিনি সব ধর্মের অনুসারীদের প্রতিপালক। তিনি অনন্তকাল থেকে তাঁর প্রতিপালক হওয়ার দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। এজন্য বাহ্যিক প্রতিপালনের পাশাপাশি তিনি আধ্যাত্মিক প্রতিপালনেরও ব্যবস্থা করে যাচ্ছেন।

তিনি আরও বলেন, আমরা বিশ্বাস করি- তিনি প্রত্যেক জাতির মাঝে বিভিন্ন যুগে তাঁর প্রতিনিধি পাঠিয়েছেন মানুষকে পথ প্রর্দশনের জন্য। আজ থেকে আড়াই হাজার বছর পূর্বে গৌতম বুদ্ধকে জগতে পাঠানো হয়েছিল মানুষকে পথ দেখানোর জন্য। যিনি অহিংসা ও ভালোবাসার শিক্ষা প্রচার করে গেছেন। আর এযুগে আবার এসেছেন মৈত্রির বাণী নিয়ে মৈত্রিয়া বুদ্ধ। যাঁকে আমরা আরবীতে মসীহ্া বলি। তিনি এসে সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ব ও ভালোবাসার কথা প্রচার করলেন। আমরা তাঁর মান্যকারী। আমরা এ বাণী সারা বিশ্বে বিশেষ করে আপনাদের বুদ্ধ প্রতিম দেশ জাপান, থাইল্যাণ্ড, শ্রীলংকা, বার্মা, থাইওয়ান, কম্বোডিয়া, হংকং, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি দেশে প্রচার করে যাচ্ছি। আর আজ আপনাদেরও এ বাণী আমরা পৌঁছাচ্ছি। তারপর দোয়া ও আপ্যায়নের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়।

এই সফরের সময় চাকমা এলাকাতে একটি গভীর নলকুপ যা দীর্ঘ দেড় বছর থেকে অকেজো ছিল সেটি আমাদের পক্ষ থেকে ঠিক করে দেয়া হয়।

৮মার্চ রাঙ্গামাটি সফর করি। সেখানে চট্টগ্রাম থেকে এসে আমাদের সাথে যোগ দেন জোনাল ইনচার্জ মাওলানা খুরশেদ আলম মুরব্বী সিলসিলাহ, জনাব নেসার আহমদ, জনাব আরিফুজ্জান ও জনাব সাহাবুদ্দিন সিহাব সাহেব। প্রথমে আমরা বাংলাদেশ বুদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘ রাঙ্গামাটি জোন এর অফিসে যাই। সেখানে জেনারেল সেক্রেটারী বাবু তপন কান্তি বড়ুয়াসহ আরও কয়েক জনের সাথে সাক্ষাৎ হয়। সেখানে রাঙ্গামাটি সরকারী কলেজের বাংলার অধ্যাপক মহিউদ্দিন সাহেবের সাথেও কথা হয়। তাদেরকে এক নজরে আহমদীয়া মুসলিম জামাত ও একেশ্বরবাদী বুদ্ধ বই উপহার দেয়া হয়। সেখানেও আমাদের জামাতের পরিচিতি, সন্ত্রাস ও মৌলবাদের বিরুদ্ধে আমাদের অবস্থান, আর্তমানবতায় সেবায় আমাদের বিশ্বব্যাপী কর্মকাণ্ড ও সার্বজনীন ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্বের শিক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে তাদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে আলোচনা হয়।

পরে বাবু তপন কান্তি বড়ুয়া ও বাবু রবিন্দ্রলাল বড়ুয়াকে নিয়ে আমরা বাংলাদেশের অন্যতম বিখ্যাত বৌদ্ধ মন্দির রাজবন বিহারে যাই। সেখানে প্রধান ভিক্ষু অন্য জায়গায় প্রগ্রামে চলে যাওয়ায় সেদিন তার সাথে সরাসরি দেখা হয়নি। আমরা তার সহকারী দুজন ভিক্ষুর সাথে কথা বলি। জামাতের পরিচিতি, আর্তমানবতায় সেবায় আমাদের বিশ্বব্যাপী কর্মকাণ্ড ও সার্বজনীন ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্বের শিক্ষা এবং বুদ্ধ, মৈত্রিয়া বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম বিষয়ে আমাদের অবস্থান তুলে ধরা হয়।

পরে ২০১৪ সালে রাজবন বিহার কর্তৃক প্রথম বারের মত সমগ্র ত্রিপিটক ২৫ খণ্ডে এক সাথে বাংলা ভাষায় প্রকাশ করে বাঙ্গালী জাতিকে উপহার দেয়ার জন্য তাদেরকে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন ও সাধুবাদ জানানো হয়। আমাদের পক্ষ থেকে তাদেরকে পবিত্র কুরআন শরীফ, এক নজরে আহমদীয়া মুসলিম জামাত ও একেশ্বরবাদী বুদ্ধ বই উপহার দেয়া হয়। পরে তারা আমাদেরকে পুরো বিহার ঘুরিয়ে দেখান।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন,

"ধর্ম সংস্কারের লক্ষ্যে খোদার পক্ষ থেকে যার আসার কথা ছিল সেই ব্যক্তি আমিই। যাতে করে ধরাপৃষ্ঠ থেকে বিলুপ্ত ঈমানকে আমি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করি আর খোদার নিকট থেকে শক্তিলাভ করে তারই প্রদত্ত ক্ষমতা বলে জগতকে সংশোধন, তাক্বওয়া ও সত্যনিষ্ঠার দিকে আকর্ষণ করি আর আমি যেন এদের বিশ্বাস ও আচরণগত ভুলত্রুটি দূর করি আর... আল্লাহ্ও ওহী দ্বারা আমাকে একথা সুস্পষ্টরূপে বুঝানো হয়েছে, এই উম্মতের জন্য সূচনালগ্ন থেকে যে মসীহ্ সম্বন্ধে প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হয়েছিল আর সেই শেষ 'মাহদী' ইসলামের অধঃপতনের যুগে, পথভ্রষ্টতার বিস্তৃতির যুগে খোদা তা'লার কাছ থেকে যার সরাসরি হেদায়াত লাভ করার কথা ছিল আর ঐশী তকদীরে সেই আধ্যাত্মিক খাদ্যভাণ্ডার মানবজাতির সামনে যার পক্ষ থেকে নতুনভাবে পরিবেশন করা নির্ধারিত ছিল-যার আগমনের সুসংবাদ তের'শ বছর পূর্বে আমাদের মহানবী (সা.) প্রদান করেছিলেন- আমিই সেই ব্যক্তি।"

(তাযকেরাতুশ শাহাদাতাইন পুস্তক, রূহানী খাযায়েন, বিংশ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩-৪)

বিশ্বজনীন মহামারী করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় করণীয়

হুওয়াশ্ শাফী

করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীদের লক্ষণাদি পর্যবেক্ষণ করে নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান খলীফা নিম্নলিখিত হোমিও ঔষধ প্রতিষেধকরূপে (কমপক্ষে তিন সপ্তাহ সেব্য) প্রস্তাব করেছেন। এগুলো বাজার থেকেও কিনে নিতে পারেন আবার চাইলে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের জাতীয় কেন্দ্রের হোমিও ডিস্পেন্সারী থেকেও সংগ্রহ করতে পারেন। ঔষধগুলো নিম্নরূপ:

১. **(Aconite + Arsenic + Gelsimium)- 200**
২. **Chelidonium Q (Mother ncture)**

বড়দের জন্য

১। ৫টা করে বড়ি সপ্তাহে ২বার করে সেব্য।

২। ৪ চামচ পানিতে ১০ ফোটা ঔষধ মিশিয়ে সপ্তাহে ৩দিন অর্থাৎ ২দিন পর পর ১বার সেব্য।

৫-১৫ বছরের শিশু ও গর্ভবতী মহিলাদের জন্য

১। প্রতি সোমবার ৫টি করে বড়ি সেব্য।

২। প্রতি বৃহস্পতিবার ৪ চামচ পানিতে ১০ ফোটা ঔষধ মিশিয়ে সেব্য।

৫ বছরের কম বয়সী শিশুদের জন্য

১। ৪টা করে বড়ি প্রতি সোমবার সেব্য।

উল্লেখ্য, প্রকাশিত লক্ষণাদি দেখে এসব ঔষধ প্রস্তাব করা হয়েছে। দোয়া করুন, আল্লাহ্ তা'লা যেন এগুলোতে কার্যকারিতা দান করেন, আমীন। মহান আল্লাহ্ই একমাত্র আরোগ্যদাতা।

প্রয়োজনে যোগাযোগ করুন:

ডা. রবিউল হক, ০১৭৩৫-১৫০৮১৫

মহামারী থেকে নিরাপদ থাকার দোয়া

اللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبَرَصِ، وَالْجُنُونِ، وَالْجُذَامِ، وَمِنْ سَيِّئِ الأَسْقَامِ

অর্থ: হে আমার আল্লাহ! আমি তোমার কাছে কুষ্ঠরোগ, উন্মাদনা, শ্বেত রোগ এবং সকল মন্দ রোগব্যাধি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

بِسْمِ اللهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

অর্থ: সেই আল্লাহ্‌র নামে যাঁর নামের দোহাই দিলে আকাশ ও পৃথিবীর কোন জিনিষই অনিষ্ট সাধন করতে পারে না এবং তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

অর্থ: আমি আল্লাহ্‌র পূর্ণাঙ্গিন গুণবাচক নামের দোহাই দিয়ে তাঁর সৃষ্টির সকল অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

الْحَمْدُ للهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلاَكَ بِهِ وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلاً

অর্থ: সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি আমাকে সেই আপদ থেকে রক্ষা করেছেন যাতে তুমি (হে অসুস্থ ব্যক্তি) জর্জরিত আর তিনি আমাকে তাঁর সৃষ্টির অনেকের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন।

رَبِّ كُلُّ شَيْءٍ خَادِمُكَ رَبِّ فَاحْفَظْنِيْ وَانْصُرْنِيْ وَارْحَمْنِيْ

অর্থ: হে আমার প্রভু! সবকিছুই তোমার সেবক মাত্র অতএব হে প্রভু! তুমি আমাকে রক্ষা কর, আমাকে সাহায্য কর এবং আমার প্রতি তুমি কৃপা কর।

এছাড়া সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক্ব, সূরা নাস প্রত্যহ সকাল সন্ধ্যা তিনবার।

চলে গেলেন নিবেদিতপ্রাণ আহমদী প্রফেসর তারিক সাইফুল ইসলাম

অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সাবেক নায়েব ন্যাশনাল আমীর আলহাজ্ব প্রফেসর তারিক সাইফুল ইসলাম গত ২রা মার্চ রাত প্রায় সাড়ে ১১টায় ইন্তেকাল করেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজি'ঊন।

তাঁর জন্ম (সার্টিফিকেট অনুযায়ী) ১লা জানুয়ারি ১৯৪৮ সালে নেত্রকোনায়। তাঁর পিতার নাম আব্দুল আজিজ এবং তাঁদের পিতৃপুরুষের বাড়ি বর্তমান কিশোরগঞ্জ জেলার পাকুন্দিয়া উপজেলার চরপাড়াতলা গ্রামে। তাঁর বাবা হাই স্কুলে পাঠরত অবস্থায় বয়আত গ্রহণ করেন। তিনি (তাঁর বাবা) সেই ব্রিটিশ আমলের ম্যাট্রিক পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। পিতার চাকুরীসূত্রে বিভিন্ন স্থানে শৈশব কাটানোর পর গাইবান্ধায় ইসলামীয়া হাই স্কুলে এবং খুলনায় মহসিন হাই স্কুলে পড়াশোনা করেন। ১৯৬২ সালে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। দৌলতপুর বি.এল. কলেজ খুলনা থেকে ১৯৬৪ সালে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় যশোর বোর্ডে মানবিক শাখায় মেধা তালিকায় ২য় স্থান লাভ করেন। এরপর ১৯৬৭ ও ১৯৬৮ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় হতে অর্থনীতিতে বি.এ.(সম্মান) ও এম.এ. উভয় পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে ২য় স্থান লাভ করেন। ১৯৬৯ সালে একই বিভাগে প্রভাষক পদে যোগদান করেন। ১৯৭৬ সালে ক্যানাডা গমন করেন এবং যথাক্রমে ১৯৭৮ ও ১৯৮২ সালে ওয়াটারলু বিশ্ববিদ্যালয় হতে এম.এ. এবং আলবার্টা বিশ্ববিদ্যালয় হতে পি-এইচ.ডি. ডিগ্রী অর্জন করে দেশে ফিরে আসেন।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় অর্থনীতি বিভাগ থেকে ২০১৩ সালে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি বিভাগীয় সভাপতি, বিভিন্ন জার্নালের সম্পাদকসহ গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেন। অবসরের কাছাকাছি সময় থেকে নিকটবর্তী বেসরকারী বরেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি প্রফেসর, বিভাগীয় প্রধান ও ডীন এবং পরবর্তীতে কোষাধ্যক্ষ হন এবং মৃত্যুকালে (ভারপ্রাপ্ত) উপাচার্যের দায়িত্ব পালন করছিলেন।

রাজশাহীতে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের আধুনিক ইতিহাসের সূচনা লগ্ন থেকে অর্থাৎ ষাটের দশকের দ্বিতীয়ার্ধে মরহুম মোহাম্মদ আব্দুল হাই সাহেবের সময় থেকে তিনি এ জামা'তের সাথে যুক্ত আছেন। দীর্ঘ দিন তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাসাতে পরিস্থিতি অনুযায়ী জুমুআ, ঈদ, এমটিএ-তে খুতবা, জলসা, বাংলা মুলাকাত, তবলীগী অনুষ্ঠান, কেন্দ্রীয় মেহমানদের নিয়ে অনুষ্ঠান, ইজতেমা, কর্মশালা ইত্যাদি হয়েছে। সামাজিক অবস্থান নির্বিশেষে আগতদের সাদরে স্বাগত জানাতেন, আপ্যায়ন করাতেন, বিদায়ের সময় এগিয়ে দিতেন। যৌবনকাল হতেই তিনি সুবক্তা ও সুলেখক ছিলেন। বক্তৃতা-বিতর্কে অসংখ্য পুরস্কার পেয়েছেন। তাঁর জলসার ভাষণসমূহও সমাদৃত হয়েছে। সৎ, নিষ্ঠাবান ও সময়ানুবর্তী ছিলেন।

জামা'তের ব্যবস্থাপনার প্রতি অনুগত ছিলেন। জামা'তের পদাধিকারী বয়োকনিষ্ঠ এমনকি সন্তান হলেও সম্মানের সঙ্গে কথা বলতেন। আর্থিক কুরবানীতে অগ্রগামী ছিলেন। মাসের বেতন তুলে প্রথমে চাঁদার টাকা পৃথক করে রাখতেন এবং মাসের প্রথম শুক্রবারই চাঁদা দিয়ে দেওয়ার বিষয়ে খুবই যত্নবান ছিলেন। ওসীয়্যতকারী ছিলেন। জীবদ্দশায় হিস্যা জায়েদাদ পরিশোধের জন্য অত্যন্ত যত্নের ও সততার সাথে সম্পত্তির হিসাব ও মূল্যায়ন জমা দিয়েছিলেন যা প্রক্রিয়াধীন ছিল। মৃত্যুর ঘণ্টাতিনেক পূর্বেও তিনি এ বিষয়ে খোঁজ নেন। যৌবনকালে এক সময় তিনি চাঁদা দিতেন না। মৃত্যুর কয়েক বছর পূর্বে সেই বছরগুলোর আয় নিজে হিসেব করে তার চাঁদা পরিশোধ করেন। পাঁচ ওয়াক্ত নামায ছাড়াও শেষের বছরগুলোতে প্রায় নিয়মিত সাধ্যমত তাহাজ্জুদ পড়তেন।

তিনি নায়েব ন্যাশনাল আমীর হিসেবে সেবাদানের পুর্বে রাজশাহীতে খোদ্দামের কায়েদ, আনসারুল্লাহ্‌র যয়ীম এবং জামা'তের জেনারেল সেক্রেটারি ও ভাইস-প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ২০০৩ সালে তিনি সস্ত্রীক হজ্জব্রত পালন করেন। তাঁর স্ত্রী সরকারী কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর নাতি-নাতনীর সংখ্যা ছিল সাত জন।

জানাযা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে তাঁকে সমহিত করা হয়।

New Vol. No. 83 | 17th Issue

The Ahmadi Fortnightly Since 1922

15th March, 2021 Tk. 20.00
Regd. No. D. A.-12

মহান স্বাধীনতা দিবস ভলিবল টুর্নামেন্ট-২০২১ অনুষ্ঠিত

অদ্য ১২ মার্চ ২০২১, শুক্রবার আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের প্রধানতম দুটি সংগঠন যথাক্রমে যুবকদের মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, বাংলাদেশ এবং জ্যেষ্ঠদের মজলিস আনসারুল্লাহ্, বাংলাদেশের যৌথ উদ্যোগে উভয় সংগঠনের সদস্যদের মাঝে এক প্রীতি ভলিবল টুর্নামেন্টের আয়োজেন করা হয়। মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব দোয়া পরিচালনার মাধ্যমে টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করেন এবং সংক্ষিপ্ত বক্তব্য প্রদান করেন। মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব, খোদ্দামুল আহমদীয়ার সদর সাহেব এবং আনসারুল্লাহ্ সদর সাহেব আমেলার সদস্যদের নিয়ে খেলা উপভোগ করেন।

উক্ত খেলায় যুবকদের সংগঠন মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া দল সরাসরি সেটে বিজয়ী হয়। মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব বিজয়ী দলের হাতে চ্যাম্পিয়নস ট্রফি ও বিজিত দলের হাতে রানার্স-আপ ট্রফি তুলে দেন। উভয় সংগঠনের সদর সাহেবান সংক্ষিপ্ত বক্তব্য প্রদান করেন। সবশেষে মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব খেলাধুলা ও শরীর চর্চায় উদ্বুদ্ধ করে উপস্থিত সকলের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা প্রদান করেন।

Printed and Published by **Ahmadiyya Art Press,** 4 Bakshi Bazar Road, Dhaka-1211
on be half of Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
Editor in Charge: **Sheikh Mostafizur Rahman**
Phone: +880-2-57300808, 57300849, Fax: +880-2-57300880, E-mail: pakkhikahmadi.bd1922@gmail.com
www.ahmadiyyabangla.org, www.alislam.org, www.mta.tv
www.theahmadi.org (Pakkhik Ahmadi web site live now)